পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাজেট বিবৃতি

শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
অর্থ দপ্তর

২০২৬—২০২৭

৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও প্রথম চার মাসের জন্য ব্যয় বরাদ্দ পেশ করছি।

১

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে রূপায়িত করেছে।

এর মাধ্যমে রাজ্যের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন ঘটেছে। এটি রাজ্যকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জনগণের মাথাপিছু উপার্জন বৃদ্ধিতেও বিশেষ সহায়তা করেছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে ১ কোটি ৭২ লক্ষেরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার আওতা থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ''পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (PLFS)''-এর বাৎসরিক রিপোর্ট অনুযায়ী '১৫ বছর এবং তার বেশি বয়সিদের' বেকারত্ব, আমাদের রাজ্যে ২০১৭-১৮ সালের তুলনায় ২০২৩-২৪ সালে প্রায় ৪৫.৬৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

'খাদ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের প্রায় ৯ কোটি মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নাগরিকদের জন্য স্বল্পমূল্যে গুণমানযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় ২.৪৫ কোটিরও বেশি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ১ কোটিরও বেশি উপভোক্তা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

আমাদের নিবিড় প্রচেষ্টার দ্বারা ২০১১-তে ৬৮.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব (Institutional Delivery)-এর হার বর্তমানে ৯৯.৫ শতাংশ হয়েছে।

সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-এর উন্নয়ন রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার প্রধান স্তম্ভ।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নমূলক পরিকাঠামোগত কর্মসূচি রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে আমাদের সরকার ৯৪টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে রাজ্যবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করেছে।

এই অর্থবর্ষে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ৩২ লক্ষ পরিবারকে গৃহনির্মাণে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে মোট ১ কোটিরও বেশি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যের জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে ইতিমধ্যে রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প এবং পথশ্রী-রাস্তাশ্রীর মাধ্যমে ২ লক্ষ ২০ হাজার কিলোমিটার-এরও বেশি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' — Phase-IV প্রকল্পের আওতায় আরও ৩০,০০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে।

পানীয় জল মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জল স্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় ২০১১-তে ২ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ কোটি গৃহে কার্যকরী নলবাহিত জল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে গঠিত সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ, পানীয় জল এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-উৎপাদন, পর্যটন, পরিষেবা, যেমন IT ও ডেটা সেন্টার এবং লজিস্টিক হাবের, একটি প্রধান গন্তব্যস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ইস্পাত, সিমেন্ট, রেলওয়ে কোচ, মেট্রো কোচ এবং ওয়াগন উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রধান হাব হিসেবে বিকশিত হয়েছে।

রাজ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ, আদিবাসী সংস্কৃতি ও স্থানীয় ভাষার বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট আছে, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

'দুয়ারে সরকার', 'পাড়ায় সমাধান' এবং 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' রাজ্যের এক-একটি অনন্য উদ্যোগ। এগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণে বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্য বিভিন্ন পরিষেবাগুলিকে কার্যকরীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর পথনির্দেশক আদর্শকে অনুসরণ করে রাজ্যের অর্থনীতি, গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP)-এর মাপকাঠিতে ২০১০-১১ সালের তুলনায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ সালে ২১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা হতে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য যে, বেসরকারি ক্ষেত্র, সরকারি ক্ষেত্র এবং স্বনিযুক্তির মাধ্যমে রাজ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতিসাপেক্ষে অন্তর্বর্তী বাজেট বিবৃতির ১২০ নম্বর পাতা পর্যন্ত পড়া হল বলে ধরে নিয়ে, সরাসরি ৪ নং বিভাগ (১২১ পাতা) থেকে পড়া শুরু করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের সরকারের কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বজনীন উন্নয়নের মৌলিক নীতি দ্বারা চালিত— যাতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ অনুসরণ করে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

নারীর ক্ষমতায়ন পশ্চিমবঙ্গের শাসনপ্রণালীর উন্নয়ন প্রয়াসের একটি প্রধান স্তম্ভ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২.২১ কোটি মহিলার জন্য ২৬,৭০০ কোটি টাকা বার্ষিক বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৭৮,৫০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে।

‘রূপশ্রী’ প্রকল্পের আওতায় ২২.০২ লক্ষ মহিলাকে বিয়ের সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যে কন্যা সন্তানদের শিক্ষা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ১ কোটি ছাত্রীকে ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্পের আওতায় সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে ‘সবুজ সাথী’ প্রকল্পের আওতায় ১.৪৪ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় স্তরকে অতিক্রম করে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ২০০৮ সালের ৩৬.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে ৫১.৪ শতাংশ হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের সরকার দেশের মধ্যে অন্যতম সুদৃঢ় সামাজিক সুরক্ষা পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে। ২০১১ সাল থেকে জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে সুরক্ষার নিশ্চয়তার স্বার্থে ৯৪টি সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

‘খাদ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯ কোটি মানুষকে ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়েছে। খাদ্যসাথী সুবিধাপ্রাপকদের ৭.৫ কোটি উপভোক্তাকে ‘দুয়ারে রেশন’ প্রকল্পের আওতায় পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। ‘জয় বাংলা’ প্রকল্পের আওতায় ৮১.৪৩ লক্ষ উপভোক্তা — যেমন বয়স্ক নাগরিক, বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের মাসিক পেনশন প্রদান করা হচ্ছে।

‘বিনামূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা’ প্রকল্পের আওতায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের স্বার্থে ১.৮৪ কোটি শ্রমিককে হেলথ কেয়ার এবং ইনসিওরেন্স প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ‘শ্রমশ্রী’ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১.৭৭ লক্ষ ঘরে ফেরা শ্রমিককে মাসে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যতদিন না তাদের কর্মসংস্থান হয়। সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত এই শ্রমিকেরা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এই শ্রমিকেরা মহাত্মা-শ্রী প্রকল্পেরও সুবিধা পাবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি আমাদের সরকার পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। 'জয় জোহার' এবং 'তপশিল বন্ধু' প্রকল্পের আওতায় ১৪.৬৪ লক্ষ এসসি এবং এসটি সুবিধাপ্রাপককে এখনও পর্যন্ত ৯,১০৮ কোটি টাকারও বেশি প্রদান করা হয়েছে। এসসি, এসটি এবং ওবিসি নাগরিকদের জন্য ১.৬৯ কোটিরও বেশি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

বন এবং জমি সংক্রান্ত আইনের সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে আদিবাসীদের জমি অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সম্মানার্থে 'নারায়ণী ব্যাটেলিয়ন' তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ সামাজিকভাবে প্রান্তিক মতুয়া সম্প্রদায় প্রভাবিত এলাকাগুলিতে মতুয়া সংস্কৃতির সংরক্ষণ, তাদের জীবনধারণের মানের উন্নতি এবং শিক্ষা, পানীয় জল, রাস্তা, গৃহ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঠাকুরনগর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তীর্থস্থান এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও গৃহীত কল্যাণমূলক উদ্যোগ মতুয়া সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা এবং ব্লকগুলিতে রাস্তা, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি, স্কুল, হোস্টেল, আইটিআই, পলিটেকনিক, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং নাগরিক পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে যার মাধ্যমে আঞ্চলিক ভারসাম্যযুক্ত এবং সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

কৃষি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। ২০১১ সাল থেকে কৃষি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় ৯.১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'কৃষক বন্ধু (নতুন)' প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ১.১০ কোটি কৃষককে ২৭,০১৬ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

‘বাংলা শস্যবিমা’ প্রকল্পের আওতায় এখনও অবধি ১.১৩ কোটি কৃষককে ফসলের ক্ষতির জন্য বিমা প্রদান করা হয়েছে ও ৩,৯৩৮ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। ৬৪.৪৫ শতাংশ চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ধান এবং সবজি উৎপাদনে প্রথম, মাছ চাষে দ্বিতীয় এবং দুধ, আলু এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে দেশে প্রথম সারির উৎপাদকদের মধ্যে অন্যতম। হিমঘরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ৫.৯৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

‘আমার ফসল আমার গোলা’, ‘সুফল বাংলা’, ‘মাটির সৃষ্টি’ এবং ফুলচাষের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে অন্যতম প্রধান আর্থিকভাবে শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ২০১১ সালের তুলনায় বর্তমানে কারখানা পিছু মুনাফা ৫৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬টি প্রধান ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডরের রূপায়ণের দ্বারা রাজ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং ও লজিস্টিক শিল্প আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

বিগত ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ একটি শিল্পোন্নত রাজ্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি করছে। ৩০টিরও বেশি সিমেন্ট প্ল্যান্টে ২২টি প্রধান কোম্পানি দ্বারা বিনিয়োগের মাধ্যমে এই রাজ্য দেশের মধ্যে সিমেন্ট উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে সামনের সারিতে এসেছে।

২০২৪ অর্থবর্ষে প্রায় ১২ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধি-সহ ইস্পাত ও সংশ্লিষ্ট শিল্প উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১১ মিলিয়ন টন উৎপাদন-সহ ইস্পাত আমাদের রাজ্যের প্রথম ৫টি রপ্তানি সামগ্রীর অন্যতম।

দেশের মধ্যে বৃহত্তম ফাউন্ড্রি পার্ক তৈরি হয়েছে এই বাংলায়, যা রাজ্যের মেটাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে।

প্রধান কোম্পানিগুলির ওয়াগন, মেট্রো কোচ এবং রোলিং স্টক উৎপাদনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। নতুন পরিকাঠামো যেমন উত্তরপাড়া, খড়গপুর এবং কল্যাণীতে ওয়াগন প্ল্যান্টে

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি-সহ সাপ্লাই চেন ব্যবস্থা এবং রেলওয়ে পরিকাঠামোর বিশেষ উন্নয়ন ঘটেছে।

চিরায়ত শিল্পক্ষেত্র ; যেমন — টেক্সটাইল, গারমেন্ট, হোসিয়ারি, লেদার এবং ফাউন্ড্রি শিল্পে রাজ্যে বৃহত্তম লেদার কমপ্লেক্স, গারমেন্ট ক্লাস্টার, হোসিয়ারি পার্ক এবং ফাউন্ড্রি পার্ক-সহ ২০০-রও বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দেশি এবং আন্তর্জাতিক শিল্পসংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। ২৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ এবং ৭৫,০০০-এরও বেশি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের অন্যতম প্রধান শিল্প প্রকল্প 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য দিশা দেখাচ্ছে।

প্রায় ৯৩ লক্ষ এমএসএমই (MSME) পশ্চিমবঙ্গে কাজ করছে যা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং যার মধ্যে মহিলা পরিচালিত এমএসএমই-এর সংখ্যা সারা ভারতের ৩৬.৪০ শতাংশ। ব্যাবসায়িক উদ্যোগের স্বার্থে ৯.৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি জেলার সিঙ্গুরে ৭.৬৯ একর জমিতে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণ করছে। প্রস্তাবিত পার্কের এমএসএমই ইউনিটগুলি জুস এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর বোতলজাতকরণ, ডাল, স্ন্যাক্স এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতি এবং মোড়কজাতকরণ এবং পরিবেশবান্ধব গৃহ ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন করবে।

'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের আওতায় ৪২ লক্ষ যুবক-যুবতীকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের আওতায় ১০৪.৫৮ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

MSME, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, লেদার কমপ্লেক্স, টেক্সটাইল পার্কস, ফুড প্রসেসিং হাবস্, স্বনিযুক্তি যোজনার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করা হয়েছে।

'কর্মসাথী' প্রকল্পের আওতায় অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ নির্মাণের জন্য ৪ লক্ষ বেকার যুবককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম প্রজন্মের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে, উদ্যোগে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০,০০০-এর ও বেশি উদ্যোগপতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ফুড প্রসেসিং, কনস্ট্রাকশন এবং ট্রান্সপোর্ট ক্ষেত্রে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত করেছে।

১২ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহযোগে গঠিত 'আনন্দধারা সেলফ হেল্প গ্রুপ মুভমেন্ট' ১ কোটিরও বেশি মহিলাকে সুনিশ্চিত জীবিকা অর্জন, বাজার সংযোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শহর এবং গ্রামীণ এলাকাগুলিতে রোজগারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ-ঘাটতি রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

রাজ্যের বর্ধিত বিদ্যুতের চাহিদার সমাধানের উদ্দেশ্যে শালবনিতে জে এস ডব্লিউ এনার্জি দ্বারা অতিরিক্ত ৩,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাবিশিষ্ট থার্মাল পাওয়ার-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে যা টিবিসিবি (টারিফ বেসড কমপিটিটিভ বিডিং) পদ্ধতি দ্বারা নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুতের সর্বাধিক চাহিদার সমাধানের উদ্দেশ্যে টিবিসিবি দ্বারা দুর্গাপুর এবং গোয়ালতোড়ে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাবিশিষ্ট বি ই এস এস (ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমস) স্থাপন করা হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সৌরশক্তি প্রসারণের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গ্রাউন্ড মাউন্টেড, ফ্লোটিং, রুফ টপ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। গোয়ালতোড়ে (২১২.৫ MW) এবং বক্রেশ্বরে (২০০ MW) বৃহৎ আকারের প্রকল্পের সূচনা-সহ ২৬০ মেগাওয়াট উৎপাদনের জন্য অনেকগুলি প্রকল্প সমাপ্তির মুখে অথবা অনুমোদনের বিভিন্ন স্তরে আছে। একসাথে গৃহীত এই প্রচেষ্টাগুলি রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পরিকাঠামো সুদৃঢ় করার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

১.৮৩ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা, ৩৬১টিরও বেশি প্রধান ও মাঝারি সেতু এবং ২০,০০০-এরও বেশি গ্রামীণ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

পথশ্রী-রাস্তাশ্রী— ১, ২ ও ৩ প্রকল্পের আওতায় ১০,৯০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯,০০০ কিলোমিটার-এর ও বেশি রাস্তা নির্মিত হয়েছে। পথশ্রী-রাস্তাশ্রী—৪ প্রকল্পের অধীনে আরও ৩০,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হবে যার আনুমানিক ব্যয় ৯,৪৮৮ কোটি টাকা।

ফ্লাইওভার, বাইপাস, আর্টেরিয়াল করিডর এবং রিং রোড নির্মাণের মাধ্যমে যাতায়াতের সময়সীমা ও লজিস্টিক সংক্রান্ত খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো গেছে এবং শিল্পাঞ্চল, বন্দর এলাকা, পরিবহণ এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারগুলির সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করা গেছে। এর ফলে শহরগুলিতে রাস্তার পরিকাঠামো অনেক শক্তিশালী হয়েছে।

তাজপুর পোর্ট রাজ্য সরকারের দ্বারা নন-মেজর বন্দর হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নন-মেজর গভীর সমুদ্র বন্দর। এই প্রকল্প ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে এবং রাজ্যের সমুদ্র বাণিজ্যের পরিবর্তন ঘটাবে।

ঘাটাল অঞ্চলের বন্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, যা স্থানীয় মানুষের অনেকদিনের দাবি, তার রূপায়ণ করেছে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক, আমাদের রাজ্য নিজস্ব আর্থিক উদ্যোগে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে।

শিলাবতী-রূপনারায়ণ নদীতে ড্রেজিং এবং বাঁধ মজবুতিকরণের মাধ্যমে ১০ লক্ষ লোককে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

শহরের ৫.২০ লক্ষেরও বেশি গৃহহীনদের জন্যে বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২.৬০ লক্ষ অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতেও নীরব বিপ্লব লক্ষ করা গেছে। ২০১১ সালের তুলনায় জনস্বাস্থ্য খাতে ৬ গুণেরও বেশি আর্থিক বরাদ্দ করা হচ্ছে। 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় ২.৪৫ কোটিরও বেশি পরিবার সুবিধা পাচ্ছে এবং ৮৫ লক্ষ রোগীকে ক্যাশলেস পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ২০১১ সালে ১১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ এবং হসপিটাল বেডের সংখ্যা ৭১,২০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭,০০০ হয়েছে। ১১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটস (MMUs) চালু করা হয়েছে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় ডায়গনস্টিক, মেডিসিন ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ-সহ আরও ১০০টি ইউনিট অনুমোদন লাভ করেছে।

'শিশুসাথী', 'চোখের আলো', টেলিমেডিসিন পরিষেবা, বিনামূল্যে ডায়গনস্টিক এবং ন্যায্যমূল্যে ওষুধের দোকানের মাধ্যমে সার্বজনীন চিকিৎসা পরিষেবার মজবুতিকরণ করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের মূল ভিত্তি। ২০১১ থেকে রাজ্যব্যাপী শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নতিকল্পে প্রায় ৬৯,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০১১ সালে ১২ থেকে ৪২ এবং কলেজগুলির সংখ্যা ৫০০-এরও বেশি করা হয়েছে।

মেয়েদের মধ্যে ড্রপআউট হার কমানো এবং স্কুলে উপস্থিতির হার উন্নতিকরণের জন্য সবুজসাথী প্রকল্পের আওতায় ১.৪৪ কোটি বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মেধাবৃত্তি প্রকল্প ; যেমন — 'ঐক্যশ্রী', 'শিক্ষাশ্রী' এবং 'মেধাশ্রী' প্রকল্পের আওতায় এসসি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘু এবং আর্থিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায়ের ৪.৫ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে।

অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল শিক্ষার উপকরণ, পরীক্ষা এবং জীবিকা সংক্রান্ত তথ্যের সুবিধাপ্রদানের জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় ৫৩ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্মার্ট ফোন প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক বাধা যাতে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্যে ১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থীকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় ৩,৮০০ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভারত এবং বিদেশে পড়ার জন্যে ৪ শতাংশ সরল সুদে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় লোন প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের যুব সমাজের উন্নতির জন্য গত ১৫ বছরে রাজ্যে সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্রীড়া এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

২০১১ থেকে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ৭ গুণ বৃদ্ধি করে একটি অত্যাধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

উন্নত পরিষেবা প্রদান ও দক্ষ প্রশাসনে রাজ্য বিশেষভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার গ্রহণ এবং সংস্কার করেছে। ২০১১ সালের তুলনায় উন্নত শাসনব্যবস্থার জন্য ৪টি নতুন প্রশাসনিক জেলা, ৪টি মহকুমা এবং ৪টি প্রশাসনিক ব্লক গঠন করা হয়েছে।

'দুয়ারে সরকার'-এর মাধ্যমে নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ৮.০৭ লক্ষ ক্যাম্পের মাধ্যমে ১০.৪৩ কোটি সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে জোরালো করা হয়েছে, যেখানে ৮০,০০০ পোলিং বুথের নাগরিক প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা ধরে মোট ৮,০০০ কোটি টাকার স্থানীয় অগ্রাধিকার পেয়েছে।

'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'-এর মাধ্যমে প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা দৃঢ় হয়েছে । ৫৪টি দপ্তর এবং ৫,৮১৮টি অফিসে ৬০,১৪,৬৪৪টি অভিযোগ নিবন্ধিত হয়েছে যার মধ্যে ৫৪,১৭,৮৯৮টির প্রতিকার করা হয়েছে এবং এর ফলে ৯০ শতাংশেরও বেশি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী আইন-শৃঙ্খলা পরিকাঠামো অপরিহার্য। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB) রিপোর্ট অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে কলকাতা ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর।

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নত হয়েছে, যেখানে চার্জশিট দেবার হার ৮৮.৯ শতাংশ যা জাতীয় গড় ৮০.১ শতাংশের উপরে।

ফরেনসিক বিজ্ঞান, সি.সি.টি.ভি. নেটওয়ার্ক, সাইবারক্রাইম প্রতিরোধ, সড়ক নিরাপত্তা এবং আধুনিক জনশৃঙ্খলা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ জনগণের নিরাপত্তা ও নাগরিকদের আস্থা দৃঢ় করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

রাজ্যে ১.৪ লক্ষ হেক্টর বনায়ন-এর ফলে ২,৬৮৮ বর্গকিমি বনভূমি (Forest Cover) বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনে ১৫ কোটিরও বেশি ম্যানগ্রোভ রোপণ করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিদেশি পর্যটক আগমনে রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজ্যের পর্যটন আকর্ষণে সফলতার প্রতিফলন।

সমন্বিত পরিকল্পনা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাচ্ছন্দ্যবিধান এবং পর্যটকদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রধান পর্যটনকেন্দ্রগুলি ; যেমন — সুন্দরবন, দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, ঐতিহ্যবাহী শহর, ধর্মীয় এবং তীর্থকেন্দ্রগুলি উন্নত করা হয়েছে। পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন, আতিথেয়তা, পরিবহণ, হোমস্টে, হস্তশিল্প, ভ্রমণ পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবা ইত্যাদিতে বিপুল সংখ্যক জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করেছে যা স্থানীয় সম্প্রদায়কে উপকৃত করেছে।

বাংলার উন্নয়নে সংস্কৃতি হল একটি প্রধান অবলম্বন। রাজ্য সরকার ১.৯২ লক্ষেরও বেশি 'লোকশিল্পী'-দের নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করেছে, যা জীবিকা নিরাপত্তা ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। রাজ্যজুড়ে কালচারাল একাডেমি, থিয়েটার, অডিটোরিয়াম, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, আর্ট গ্যালারি এবং হেরিটেজ বিল্ডিং মজবুতিকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হয়েছে।

লোক সংগীত, নাচ, থিয়েটার, বাউল ঐতিহ্য, উপজাতী সংস্কৃতি, আঞ্চলিক ভাষা এবং বিপন্ন শিল্পকলার উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা বংশপরম্পরায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখে। রাজ্যের ঐতিহ্যের সংরক্ষণের উদ্যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে ঐতিহাসিক সৌধ, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, ঐতিহ্যবাহী শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থান — এই সঙ্গে পর্যটন উন্নয়নকে যুক্ত করে একটি স্থায়ী সাংস্কৃতিক অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উৎসব, মেলা, বইমেলা, সংগীত ও থিয়েটার উৎসব এবং জেলাস্তরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এর মাধ্যমে শিল্পীদের সহায়তা এবং উৎসাহিত করা হয়েছে যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি সুদৃঢ় করেছে এবং দুঃস্থ শিল্পীদের সুব্যবস্থা, পেনশন এবং অর্থনৈতিক সাহায্য সংস্কৃতি অনুশীলনকারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করেছে।

পর্যটন ও সংস্কৃতির যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চিত করেছে যে সংস্কৃতি সংরক্ষণ, সৃজনশীল জীবিকা এবং রাজ্যের সমৃদ্ধ সভ্যতা, অর্থনীতি বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

২০২৬-২৭-এর বাজেট নিছক একটি হিসাবমূলক বিবৃতি নয়। এটি হল আমাদের রাজ্যের অগ্রগতির প্রতিফলন — অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, শিল্প পুনরুত্থান, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতিচ্ছবি।

এটি উৎপাদন ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ উপযোগী অর্থনীতি গঠন এবং ন্যায়বিচার, মর্যাদা ও সকল রাজ্যবাসীকে সুযোগ প্রদানের নিবদ্ধীকরণের একটি দলিল।

একথা বলে, আমি মহান সদনে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি এবং আমাদের প্রিয় রাজ্যের উন্নতির আশা করে সকল সম্মানীয় সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করি।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ (নীট) :

১. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৩৪.০৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০,৪৬৩.১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৩২৭.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৫৩৩.৩৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৪৭.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৩৭.৪০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৫৫.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,১১৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০৮.৬২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৪১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৩৯.৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০,৪০৮.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৫৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. বন বিভাগ

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১০৫.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২২,৩৩৮.০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৮৫৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৬,৪৩৯.১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৯৫.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৮৩.৯৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০০৬.০৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২১৭.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,২১৪.১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিচার বিভাগ

আমি, বিচার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৭৮৮.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৬৮.২৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫৩২.২৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. আইন বিভাগ

আমি, আইন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৩.২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩১৮.০৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৫০.১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,৭১৩.৬১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০৫.২৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯২০.১৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৬,২৯৩.০৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮১০.০৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৪৭.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ

আমি, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬১৮.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,৩৪৩.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৩.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৯০৬.৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭,১৩৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪১,২৩৪.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮২.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮২১.৯২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৪১.৭৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৬৪.১৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২৫.৯২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৩০৭.৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৩৪.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩,৫৯৫.৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৯. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৬৭৪.২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫০. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২,১১৩.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫১. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮৮১.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিবরণ :

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

৩.১ কৃষি

'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প পুনর্গঠন করে 'কৃষকবন্ধু (নতুন)' হিসাবে চালু করার মাধ্যমে ১ একর ও তার অধিক কৃষিজমির জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া ১ একরের কম জমির জন্য সমানুপাতিক হারে বার্ষিক ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা, দুটি সমান কিস্তিতে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬-এ ২০২৫-এর খরিফ মরশুমের জন্য ১১০ লক্ষ কৃষক ২,৯৩০ কোটি টাকা সহায়তা পেয়েছে। ২০১৯-এ প্রকল্পের সূচনা থেকে ২৭,০১৬.৫৯ কোটি টাকারও বেশি এই প্রকল্পের আওতায় প্রদান করা হয়েছে।

২০২৫-২৬-এ 'কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) প্রকল্পে' ২০,৯৪৪ জন মৃত কৃষকের পরিবারকে ৪১৮.৮৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সূচনা থেকে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১,৫৮,৭৪৭ জন মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৩,১৭৪.৯৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

'জয় বাংলা' ওল্ড এজ পেনশন প্রকল্পে ৬২,৮০৩ জন কৃষক বার্ধক্যজনিত পেনশনের সুবিধা পাচ্ছেন।

২০২৪-২৫ সালের কৃষি মরশুমে সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অনুদানে, বাংলা শস্যবিমা (বি.এস.বি) প্রকল্পে ১১.৬২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ৭১১.৬৮ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। ২০১১ থেকে এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৩,৯৩৮ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১.১৩ কোটি কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাংলা কৃষি সেচ যোজনার অধীনে 'পার ড্রপ মোর ক্রপ'-এর সহযোগিতায় স্প্রিঙ্কলার ইরিগেশন সিস্টেম (SIS) এবং ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম (DIS) স্থাপনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৯,১৬৯ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনা হয়েছে যাতে ২১,৫৩৬ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। সূচনাপর্ব থেকে এখন পর্যন্ত, ৯৯,৫৩৭ হেক্টর জমিকে ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনার মাধ্যমে ২,৪২,৭৫৭ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

গত পাঁচ বছরে ভুট্টা উৎপাদন ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২.৬৪ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৪.০৫ লক্ষ হেক্টর, ডাল শস্যের উৎপাদনক্ষেত্রে ৪.৪৩ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৪.৮১ লক্ষ হেক্টর এবং তৈলবীজের উৎপাদনক্ষেত্রে ৯.২৬ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ১০.০২ লক্ষ হেক্টর হয়েছে। ভুট্টার উৎপাদন আট গুণ বেড়ে ৩,৫২,৩১৬ MT থেকে ২৯,৫৮,৫১৩ MT হয়েছে। ডালের উৎপাদন তিন গুণ বেড়ে ১,৪২,১৯৪ MT থেকে ৪,৩০,৪৬৩ MT হয়েছে এবং তৈলবীজের উৎপাদন দুই গুণ বেড়ে ৭,০৩,২৭১ MT থেকে ১৩,৩৩,৯০০ MT হয়েছে।

রাজ্য কৃষি বিভাগ, ২০২৫-এর খরিফ মরশুমে কালিম্পং-দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের তরঙ্গায়িত লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় ফিঙ্গারমিলেট (রাগি)-এর উৎপাদন করেছে, যার ফলে এই চাষ ৫,০৪৪ হেক্টর জমিতে বিস্তার লাভ করেছে।

২০২৪-২৫-এ কৃষি দপ্তর খরিফ মরশুমে ধান চাষের পর অনাবাদি জমি ব্যবহারের মাধ্যমে ৭২.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ডালশস্য চাষের এলাকা ৯৩,৫০০ হেক্টর বৃদ্ধি এবং তৈলবীজের চাষের এলাকা ৪৬,৫৭০ হেক্টর বৃদ্ধির কর্মসূচি নিয়েছে।

২০২৪-২৫ সালে ফার্মের মেশিনপত্র ক্রয়ের জন্য ২৩২.২৮ কোটি টাকা ভরতুকি প্রদান করা হয়েছে, যাতে ৪৩,২৩১ জন সুবিধাভোগী সুবিধা পেয়েছে।

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BCKV) ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (UBKV) পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী করতে, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রসার এবং কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত করতে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

চার রকমের রেশমগুটির মোট উৎপাদন ২০২৫-২৬ সালে ২২,৪৪১ মেট্রিক টন (MT) হবে বলে আশা, যা ২০২০-২১ ছিল ৮,১১৪ মেট্রিক টন (MT)। একইভাবে সিল্কের মোট উৎপাদন বর্তমান বছরের শেষে ২,৪৩৯ মেট্রিক টন (MT) হবে বলে আশা, যা পূর্বে ছিল ৮৭২ মেট্রিক টন (MT)।

৩.২ কৃষিজ বিপণন

সুদৃঢ় বিপণন পরিকাঠামো এবং কার্যকরী ফসল তোলার পরবর্তী পরিচালন ব্যবস্থাদি নীতির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে কৃষিজ বিপণন বিভাগ কৃষিজাত দ্রব্যের সঠিক পারিশ্রমিক

নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে। 'সুফল বাংলা' প্রকল্প এবং বাজারে হস্তক্ষেপের নীতির মাধ্যমে এই বিভাগ গুণগত মান সংযোজন, ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এ-পর্যন্ত ১০৬টি 'সুফল বাংলা' কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত জেলায় চা-বাগান, শিল্পাঞ্চল এবং কলকাতায় ৭৫১টি 'সুফল বাংলা' রিটেল চেনের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৫-এ 'সুফল বাংলা'-র সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ৫০টি নতুন গাড়ি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে জোগান ব্যবস্থাপনার জন্য ১৬৭টি যানবাহন ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ৫০টি যানবাহন ক্রয় করার কাজও শুরু হয়ে গেছে, যা আরও বেশি এলাকায় পৌঁছানো এবং সব জেলাগুলিতে নিম্ন আয়ের জনসাধারণের কাছে পরিষেবা প্রদান করতে ব্যবহার করা হবে।

'সুফল বাংলা', ২০২৫ (PPSS, 2025) প্রকল্পের আওতায় আলু ক্রয়, হিমঘরে সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। এখানে আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১০ টাকা প্রতি কেজিতে স্থির করা হয়েছে। PPSS ২০২৫ প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ১৩টি প্রধান আলু উৎপাদনকারী জেলায় ২০২৫-এ মোট ৭৪,৩৫২.৫৭ কুইন্টাল আলু ক্রয় এবং হিমঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

অক্টোবর, ২০২৫-এ উত্তরবঙ্গে ধস/বন্যার সময়ে আক্রান্ত জেলাগুলির জনগোষ্ঠীর কাছে ন্যায্যমূল্যে আলু, পেঁয়াজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শাকসবজি পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'সুফল বাংলা' অতিরিক্ত ৬৫টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্র চালু করেছে।

ফসল তোলার পরে ফসলের ক্ষতি রোধ করতে গুদামজাতকরণের সুবিধার জন্য ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে ৪৫,০০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা তৈরি করা হয়েছে।

এই বছর রাজ্যের ৫১৯টি কোল্ড স্টোরে ৭০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫০.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ইতিমধ্যেই খালি করা হয়েছে। রাজ্যের কোল্ড স্টোরেজগুলিতে কাজকর্মের তদারকি করার জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে এবং ২০২৫-এ ৫১৯টি কোল্ড স্টোরেজে সমস্ত আলু সংরক্ষণ ও খালি করে দেওয়ার তথ্য এর মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত ১৫টি জেলায় ১৮টি কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার স্থাপন করা হয়েছে এবং ১,০৩,৪০৬ জন নথিভুক্ত কৃষক, ২২৭.৪৬ কোটি টাকা মূল্যের ই-ট্রেডিং মারফত ১,১২,৫৫৪ মেট্রিক টনের কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যাবসা করেছেন।

'Ease of Doing Business'-র অংশ হিসাবে কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অনলাইন 'Integrated Electronic Single Platform Permit (e-Permit)' এবং 'Unified License System' চালু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৭,০৪,৫৭৫টি ই-পারমিট এবং ৪৯,৯৪৩টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অনলাইন সিস্টেমের শুরু থেকে মার্কেট ফি হিসাবে ৬২২.০৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ড রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯টি বাজারের পরিকাঠামো তৈরি করেছে।

৩.৩ খাদ্য সুরক্ষা ঃ খাদ্য ও সরবরাহ

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সচেষ্ট। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেউ যাতে অভুক্ত না থাকে, তাই এই বিভাগ সুদৃঢ় বিতরণ পরিকাঠামোর মাধ্যমে উচ্চমানের খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করছে।

'খাদ্যসাথী' প্রকল্পের অধীনে জাতীয় সুরক্ষা আইন National Food Security Act (AAY & PHH or SPHH) এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা (RKSY-I & RKSY-II)-এর সহযোগিতায় ২১,১০০টি ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান ও ৫৩০টি সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৯ কোটি সুবিধাপ্রাপককে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিশেষ প্যাকেজ স্কিমে রাজ্যের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৫২ লক্ষ উপভোক্তাকে, যার মধ্যে — আয়লা-প্রভাবিত ব্লক, জঙ্গলমহল অঞ্চল, দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক, টোটোপাড়ার আদিবাসী এবং চা-বাগানে বসবাসকারী শ্রমিক ও শ্রমব্যতীত অন্যান্য সদস্যদেরও বিনামূল্যে বরাদ্দের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের আওতায় ১.৬৬ কোটি পরিবারের ৭.৫ কোটি সুবিধাপ্রাপক প্রত্যেক মাসে ঘরে বসেই রেশন সংগ্রহ করছে। অন্যান্য পরিবারগুলিও তাদের নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী FPS প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছে।

২০২৫-২৬-এ ১,৬৩০ টি সরকারি অধিকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত ইনস্টিটিউট এবং হোস্টেল এবং ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউশনে প্রতিমাসে জনপ্রতি ১৫ কেজি করে চালসমেত মোট ১৭,২০২ মেট্রিক টন ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রতি বছরের মতো ২০২৫-২৬ এ প্রায় ৭,৩৩২ জন ভীষণ অপুষ্টিজনিত (SAM) শিশুদের প্রতি মাসে বিনামূল্যে ৫ কেজি চাল, ২.৫ কেজি গম, ১ কেজি ছোলা এবং ১ কেজি মসুর ডাল প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ সালে খরিফ মার্কেটিং সিজনে (KMS) (যা শুরু হচ্ছে ১লা অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) ৫৬.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান, ১৬.৪৫ লক্ষ ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের থেকে সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যে (MSP) সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ এই KMS- এ রাজ্য সরকার ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন (LMT) স্থির করেছেন। এই KMS-এ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) প্রতি কুইন্টালে ২,৩০০ টাকা থেকে বেড়ে ২,৩৬৯ টাকা হয়েছে। বিগত বছরগুলির মতোই CPC এবং মোবাইল CPC মাধ্যমে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষকদের কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা উৎসাহদায়ক অর্থ দেওয়া হয়।

ধান ক্রয়ের কার্যকলাপের কাজ আরও স্বচ্ছ, সুবিধাজনক এবং কৃষকবান্ধব করতে তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যাতে কৃষকরা Paddy, Procurement Portal (https://epaddy.wb.gov.in)-র মাধ্যমে আবেদন, নতুন নিবন্ধীকরণ বা নিবন্ধীকরণের অবস্থা, MSP-এর পেমেন্ট, পছন্দমতো ধান বিক্রয়ের সুযোগসুবিধা দেখতে পারে, অথবা বিক্রয়কেন্দ্র, 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK)' ফুড ইনসপেক্টরস অফিস, হোয়াটসঅ্যাপ, চ্যাটবোট (৯৯০৩০৫৫০৫), 'খাদ্যসাথী অন্নদাত্রী' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সুবিধা পেতে পারে।

রাজ্য সরকার রেশনের সুবিধা প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দিতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে ৯৮.৯০% রেশন কার্ড আধার নম্বরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, এবং আধারযুক্ত e-PoS -এর মাধ্যমে ৯৯.৯৮ % খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ । eKYC পদ্ধতির মাধ্যমে ৯৮.৫০% সংযুক্তি সম্ভব হয়েছে যা দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ।

'খাদ্যসাথী' প্রাপকদের সুবিধার্থে অনেক রেশন কার্ড সম্পর্কিত পরিষেবা সহজ করা হয়েছে যা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করেও অফিসে না গিয়ে যেকোনো জায়গায় 'নিজের সুবিধা উপলব্ধি' প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু পরিষেবার আধার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য UIDAI পোর্টালের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে তাই কোনো যাচাই বা অনুমোদন করার প্রয়োজন পড়ছে না।

খাদ্যশস্যের পরিবহণ ও আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের স্বার্থে সমগ্র সরবরাহ প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজ্ড করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১১.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১১, মে মাসের আগে ছিল মাত্র ৬৩,০০০ মেট্রিক টন। ২০২৫-২৬ সালে এখনও পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান (রায়না-১) এবং ঝাড়গ্রামে (সাঁকরাইল) সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়েছে ৮,০০০ মেট্রিক টন।

৩.৪ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ ফসল তোলার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সংযোজনের জন্য কাজ করে চলেছে। শাকসবজি, ফল, মশলা এবং ফুলের প্রধান উৎপাদক হিসাবে এই বিভাগ কৃষি-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে চলেছে।

২০২৪-২৫ শস্যবর্ষে উদ্যানপালন ক্ষেত্রে ফল, ফুল, সবজি, মশলা এবং বাগিচা-ফসলের আওতায় চাষের জমির পরিমাণ হয়েছে যথাক্রমে ১৫.৯০ লক্ষ হেক্টর এবং ২.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

মুখ্য এবং গৌণ ফলের চাষের অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য সম্পন্ন চারা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যা ২১,৬১৫ হেক্টর জমির জন্য প্রস্তাবিত।

বিশেষত খরিফ ও খরিফ মরশুমের শেষদিকে অসময়ে পেঁয়াজ চাষের জন্য ২.৭১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পেঁয়াজ চাষিদের ১,২৫০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ গুদামজাত করার সহায়তা করা হচ্ছে এবং পেঁয়াজ রাখার গুদামঘর নির্মাণের জন্য অর্থ সহায়তা করা হচ্ছে। অসময়ে পেঁয়াজ চাষের অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য ৯১.৮০ কুইন্টাল Agri-Found Dark Red প্রজাতির পেঁয়াজ চারা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

চলতি শস্যবর্ষে এখন পর্যন্ত ১,১১,৬০০ বর্গমিটার জমিতে দামি ফুল, সবজি চাষ করার জন্য সুরক্ষিত পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছে, যাতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে সুরক্ষিত চাষ করা যায়। একইসময়ে কাঠামোর মধ্যে জারবেরা, অর্কিড, গোলাপ এবং উচ্চমানের সবজির সংরক্ষিত চাষের জন্য চাষিদের যথাক্রমে ২৩.৩৬ লক্ষ এবং ২৯ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

'মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট অফ হর্টিকালচার (MIDH)' প্রকল্পের বাস্তবায়নে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩১.৭২ কোটি টাকা ও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৯.৫৬ কোটি

টাকা খরচ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY) প্রকল্পের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১১.৭৮ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬.৮৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিম (SDS) প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩৮.৪১ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১.৫২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

কিছু বিশেষ উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে যেমন — সিঙ্কোনা, ইপেক্যাক, ট্যাক্সাস বাকাটা, চিরতা, ডায়স্কোরিয়া চাষ করার এলাকা বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণ, সুগন্ধিবৃক্ষ যেমন — লেমন ঘাস ৩৬ একর, পটচৌলি (Patchouli) ৬ একর, আর্টেমিসিয়া ভালগারিস ৬৪ একর-এর চাষ এলাকা বৃদ্ধি। মাশরুম স্পন উৎপাদনে ২০০ কিগ্রা (প্রতি মাসে) উৎপাদনের জন্য নতুন মাশরুম স্পন উৎপাদন; ৬,৫২৬ একর সিঙ্কোনা প্ল্যানটেশন, ৩০৬ একর রাবার প্ল্যানটেশন, ১৯৪ একর কফি প্ল্যানটেশন, ২৬৮ একর মান্দারিন অরেঞ্জ, ৭৬.৯৩ একর কিউই, ৯৭ একর এলাচ, ৩৭ একর চিরতা এবং ৫৭ একর ইপেক্যাক চাষ রক্ষণাবেক্ষণ; গভর্নমেন্ট সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন মুনসং-এ ৩৮,৪৩৪টি ট্রপিক্যাল অর্কিড চাষ যেমন — ফ্যালেনোপসিস, ডেন্ড্রোবিয়াম, ভ্যান্ডা, মোকারা, কাটলেয়া, অনসিডিয়াম ইত্যাদি। মংপুতে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট গার্ডেন (রডোডেনড্রন পার্ক) এবং ৩৬,৬৫৪টি টিসু কালচার বৃদ্ধি, উচ্চ ক্ষারকীয় সিঙ্কোনা চাষ রিসার্চ নার্সারিতে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সর্বপ্রথম মংপুতে ৩,৬৩০টি টিসু কালচারড উদ্ভিদ রোপণ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড ৮৭.১৮ লক্ষ ফলের চারাগাছ বিতরণ করেছে এছাড়াও কৃষকদের ৯৮,০০০ অর্কিড ও অন্যান্যদের ৮৯,৬৮৪টি অর্কিড সরবরাহ করেছে।

৩.৫ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন

পশুপালকদের সুস্থায়ী জীবনযাপনের মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ দুধ, মাংস এবং ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর। প্রজাতি উন্নয়ন, উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং দুগ্ধ সমবায়গুলির বিকাশের মাধ্যমে এই বিভাগ জীবিকা অর্জনের সুযোগ এবং গ্রামীণ জনজীবন সুশক্তিকরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

প্রাথমিক পশুপালন পরিসংখ্যান ২০২৫, যা ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত, অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ দেশের সর্বোচ্চ মাংস উৎপাদনকারী রাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করেছে যা জাতীয় সমগ্র উৎপাদনের প্রায়১২.৪৬%।

পোলট্রিক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্তরে এখন উৎপাদিত হওয়া মোট ডিমের ১০.৭২% উৎপাদনের মাধ্যমে ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম উৎপাদনকারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২০২৪-২৫ সালের নিরিখে ৩.৯৮% যেখানে জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি ৩.৫৮%। ২০২৪-২৫ সালে এই রাজ্যে অনুমিত ৭৯.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদন হয়েছে।

প্রাঙ্গণ পোলট্রি-র ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষত মহিলা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়ে থাকে, সেখানে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৭১.৮৪ লক্ষ মুরগির ছানা এবং ১৪.৬৩ লক্ষ হাঁসের ছানা ৮.৬৫ লক্ষ সুবিধাপ্রাপকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম-২০১৭-এর বেসরকারি উদ্যোগে ১৭০টি প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২১টি ইউনিট ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু করে বার্ষিক ১৮৪ কোটি ডিম উৎপাদন করছে। উক্ত প্রকল্পে বেসরকারি পোলট্রিগুলিকে ৩৩.৯০ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

বয়লার ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম-এর আওতায় ক্ষুদ্র চাষিদের মুরগির ছানা তার সঙ্গে খাবার এবং ওষুধ প্রদান করা হয়। ৩৩-৩৫ দিন পরে বাই-ব্যাক পরিকল্পনার আওতায় প্রাণীসম্পদ দপ্তরের দ্বারা মুরগির ছানাগুলিকে ফেরৎ নেওয়া হয়। এই উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে একজন চাষি বাজারের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বার্ষিক আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা অবধি উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৪,২০৮ জন কৃষক এবং অপ্রত্যক্ষভাবে ৪৩,১৩২ জন কৃষকের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

নভেম্বর, ২০২৫ থেকে ৮০,০০০ লেয়ার মুরগি ছানা প্রদানের মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলায় পোলট্রি লেয়ার ফার্ম কাজ করা শুরু করেছে এবং এটি আশা করা হচ্ছে যে খাওয়ার ডিম-এর উৎপাদন এপ্রিল, ২০২৬ থেকে শুরু করা হবে।

চাষিদের ঘরের কাছে প্রাণীপালন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একজন প্রাণীচিকিৎসক, একজন পার্শ্ব প্রাণীচিকিৎসা কর্মী এবং একজন ড্রাইভার কাম অ্যাসিস্ট্যান্টসহ ভ্রাম্যমাণ প্রাণীপালন কেন্দ্র (MVU) এবং ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্র (MVC) রাজ্যের ৩৪৪টি ব্লকে কাজ করছে। এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রিক একটি রাজ্য স্তরে কলসেন্টারের সঙ্গে যুক্ত আছে। MVU/MVC-এর মাধ্যমে জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে

৯৮,৮৩৮টি পশু চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে এবং ২.৬০ কোটি প্রাণীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে রাজ্যের ৪,২৩৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে ৪২,৩৮০টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ৩,৪৪০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে জীবিকা অর্জনের পাথেয় হিসাবে যে ৩৪,৪০০টি ছাগল বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল, তা ইতিমধ্যেই অর্জিত হওয়ার পথে।

জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ৩০০ জন মহিলার মধ্যে ১,৫০০টি ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা এবং ছাগল পালনের জন্য যথাযথ সাহায্য করার লক্ষ্যে গত চার বছরে ৩০টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি (FPC) এবং ৫৮৮টি গোটারি ক্লাসটার স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ৩৮,৪০০ প্রান্তিক গ্রামীণ পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারগুলি, যাদের কাছে শূকর প্রতিপালন অর্থনৈতিকভাবে জীবিকা নির্বাহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তাদের মধ্যে ক্লাস্টারভিত্তিক শূকর প্রতিপালনের জন্য শূকরছানা, বিমা ও ওষুধ এবং প্রাথমিক পশুখাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মিনিকিট পশুখাদ্য বিতরণ এবং পশুখাদ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গবাদিপশুর মালিকগণ, মিল্ক ইউনিয়নগুলির সদস্যবৃন্দ, গোটারি এফ পি ও (FPO)/এফ পি সি (FPCs), গোট ক্লাস্টার এবং মাটির সৃষ্টি সাইটগুলিতে সবুজ পশুখাদ্য বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৪৮,০১২ জন উপভোক্তা এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দুগ্ধ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ৮,৭২৮টি অধিক দুগ্ধ প্রদানকারী বকনা বাছুর ডেয়ারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি/ মিল্ক ইউনিয়নগুলির সদস্যদের প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ে প্রাণীদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য ৬.৭১ কোটি টিকার ডোজ প্রদান করা হয়েছে যা ১.৮৭ কোটি উপভোক্তা কৃষককে উপকৃত করেছে।

২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে রাজ্যের পশুপালক কৃষকদের জন্য ৯৬,৫৮৭টি কিষান ক্রেডিট কার্ড পশুপালন (KCC-AH) প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ের

মধ্যে কার্যকরী মূলধন হিসাবে ১,০৩৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পশুপালক কৃষকদের জন্য অনুমোদিত এবং বিতরণ করা হয়েছে।

রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ১৩,০০০-এরও বেশি 'প্রাণীসেবী' এবং 'প্রাণীমিত্র'-র স্বনিযুক্ত কৃত্রিম প্রজনন সহায়ক কর্মীবৃন্দ গবাদি পশু চাষিদের ঘরের কাছে কৃত্রিম প্রজনন ও টিকাকরণের সুবিধা প্রদান করছে।

রাজ্যের ১৫টি জেলায় দ্রুত দুগ্ধ প্রদানকারী গবাদি পশুর জিনগত উন্নয়নের জন্য সেক্স-সর্টেড সিমেন ব্যবহার করে প্রায় ৯০ শতাংশ সুনিশ্চিতভাবে স্ত্রী বাছুর প্রজনন করা হয়েছে।

গবাদি পশুদের জিনগত উন্নয়নের জন্য হরিণঘাটা খামারে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এবং এমব্রায়ো ট্রান্সফার-এর জন্য একটি আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের জন্য ২০১০-১১ সাল থেকে ৬.৫২ কোটির উপর বোভাইন কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ২.০১ কোটি বাছুরের জন্মদান সম্পাদন করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল মনিটরিং ইউনিট, DAHD, ভারত সরকারের দ্বারা গুণসম্পন্ন ফ্রোজেন সিমেন স্ট্র উৎপাদনে অসামান্য কর্মদক্ষতার জন্য শালবনি এবং হরিণঘাটার ফ্রোজেন সিমেন বুল স্টেশন (FSBS)-কে প্রথম শ্রেণির (A Grade) শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬-এ পঁচানব্বই (৯৫)টি নতুন ডেয়ারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্টার করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসারস ফেডারেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রতিমাসে গড়ে ২৩৯.৬৮২ থাউজেন কিলোগ্রাম পার ডে (Tkg PD) দুগ্ধ ক্রয় করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার দুগ্ধ উৎপাদনকে গ্রামীণ এলাকার একটি নির্ভরযোগ্য জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে হিসাবে নেওয়ায় উৎসাহী করতে 'বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড' স্থাপন করেছে। বাংলার ডেয়ারি ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে ২.৬৬ কোটি কেজি কাঁচা দুধ ক্রয় করে দুগ্ধ চাষিদের ১০১.০২ কোটি টাকা প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার মোট প্রদেয় অর্থের ২৮.৬৯ কোটি টাকা অনুদান (ভরতুকি) দিয়েছে। বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড-এর এই উদ্যোগ (venture)-এর মাধ্যমে প্রায় ৪৭,০০০ চাষি সরাসরি সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড নদিয়ার হরিণঘাটায় স্টেট-অফ-আর্ট আধুনিক ডেয়ারি প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এই প্ল্যান্টটির ৫০,০০০ কেজি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনসহ প্রতিদিন এক লক্ষ লিটার যা ক্ষমতা বর্ধন করে ১.৫ লক্ষ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন করতে সক্ষম।

২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত WBLDCL ৩৪.৬৫ লক্ষ ব্রয়লার মুরগিছানা এবং ৬.৩৭ লক্ষ পোলট্রি লেয়ার মুরগিছানা উৎপাদন করেছে। সেই একই সময়ে WBLDCL ২২.২৮ কোটি ডিম উৎপাদন করেছে যার মধ্যে ৭২ লক্ষ ডিম 'মা কিচেনকে' ভরতুকি মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে WBLDCL ৪.২১ লক্ষ হংসশাবক (Ducklings)- উৎপাদনের কাজ করেছে।

WBLDCL-এর অধীনে হরিণঘাটা মাংস ও এপিক পশুখাদ্য ডিলারস-এর খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৮০১ ও ৩২০তে দাঁড়িয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পশুসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (WBLDCL) ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত, ৮৮,৫১৪ মেট্রিক টন (MT) পশুখাদ্য উৎপাদন করেছে, এবং ৩,৯০৭ মেট্রিক টন (MT) মাংস উৎপাদন করেছে।

৩.৬ মৎস্য

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ৩০.১১.২৫ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ২০.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ এবং ২৭.০৫ বিলিয়ন মাছের চারা উৎপাদন হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে বৃহত্তম মাছের চারা উৎপাদনকারী রাজ্য এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী রাজ্য হিসাবে স্থান লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নোনা জলের মৎস্য প্রজাতির রপ্তানি হয় মোট রপ্তানির ৭০%-এর বেশি। এইক্ষেত্রে উৎপাদনে জোর দিতে মৎস্যচাষিদের স্বার্থে ২৪৬টি ভেড়িতে ১.০৩ কোটি টাকার বাগদা চিংড়ির একক চাষ, ১,১৯০ টি ভেড়িতে ৪.২৫ কোটি টাকার ভেনামি চিংড়ির একক চাষের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাদু জলের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে যে সমস্ত পুকুর খনন করা হয়েছে, সেই সমস্ত পুকুর বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষের আওতায় আনা হয়েছে। ৭,০০০টি এইরূপ পুকুরে (৯৩৩.৩৩ হেক্টর) মৎস্যচাষের উপকরণ বাবদ ৩.৮০ কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs)-এর মাধ্যমে ৬১,৭৫০টি (৮,২৩৩.৩৩ হেক্টর) ছোটো জলাশয়ে ৩০.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মৎস্যচাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Air-breathing Fish Culture-এর অধীনে ২,৬৬০টি পুকুরে ২.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশি মাগুর/শিঙির পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নতির জন্য যথাক্রমে ১.৩০ কোটি ও ৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে শিঙি চাষ এবং IMC চাষ সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

মৎস্য চাষে নিযুক্ত বাংলার মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা' হাতে নেওয়া হয়েছে। ৪৯.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,০৬১টি উপভোক্তাবিষয়ক সুবিধা প্রদানকারী প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য ৫৪.২৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

কংসাবতী জলাধারে খাঁচায় মৎস্যচাষের পরীক্ষামূলকভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ICAR-CIFRI-এর প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং ১.০৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হুগলি এই তিন জেলাতে 'সিউয়েজ-ফেড ফিসারি' প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে GTA-তে 'রেসওয়ে কালচার অব রেইনবো ট্রাউট'-এর 'মডেল ট্রাউট ফার্ম' এবং 'হ্যাচিং ইউনিট' নামে একটি 'পাইলট প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে।

উপভোক্তাদের কাঁচা টাটকা মাছ সরবরাহের জন্য 'সুফল বাংলা মৎস্য' বিক্রয়কেন্দ্রের অধীনে 'ফ্রেস ফিস' ভেন্ডিং কিয়স্ক স্থাপনের জন্য একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৮টি স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। ৫টি ভ্রাম্যমাণ ফিস ভেন্ডিং কিয়স্ককে কার্যকর করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ৮টি স্থানে মাছ বিক্রয় চলছে। BENFISH-এর তত্ত্বাবধানে কলকাতা এবং বিধাননগরের বিভিন্ন অঞ্চলে ৯টি ই.ভি (E.V.) মৎস্য খাদ্য বিক্রয় করছে।

২,০৯৩টি জাল এবং ১,৭৮৫টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি প্রত্যেক মৎস্যচাষি অভ্যন্তরীণ মৎস্য সমবায় সমিতিকে বিতরণ করা হয়েছে যাতে ৩.৭২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

মৎস্য খাতে 'ওল্ড এজ পেনশন' ২০,০০০-এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতি মাসে সুবিধাভোগীদের ১,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্পের আওতায় জঙ্গলমহল, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং বীরভূম জেলায় ৫১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন মৎস্যচাষ সংক্রান্ত পরিকল্পনা যেমন — বড়ো মাছ চাষ, দেশি মাগুর চাষ, ছোটো জলাশয়ে IMC চাষ ইত্যাদির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩২টি SLBC অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায়, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (৫ শতাংশ সুদ ছাড়সহ) স্বল্পমেয়াদ ঋণের সুবিধা দিতে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত MJCC-এর আওতায় ২৬,৬৩২ জন অনুমোদন পেয়েছেন।

২০২৫-২৬-এ ডেঙ্গু দমনের জন্য জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে ২,৬১,৯৫,৪৩১টি গাপ্পি (Guppy) মাছ ছাড়া হয়েছে।

৩.৭ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (NSAP) অধীনে মাসিক পেনশন ১,০০০ টাকা করে স্থির করা হয়েছে। ২০,৪৮,৬৮৯ জন সুবিধাপ্রাপক পেনশন পাচ্ছেন এবং তার মধ্যে ৮৯.৬২% কে আধার পেমেন্ট ব্রিজ সিস্টেম (APBS)-এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কিম (IGNOAPS)-এ, ১২,৮১,১৫৯ জন, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল উইডো পেনশন স্কিম (IGNWPS) -এ ৭,১৩,৯৬৩ জন, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ডিসএবিলিটি পেনশন স্কিম (IGNDPS)-এ ৫৩,৫৬৭ জন এবং ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (NFBS)-এ ১৫,৭৭৩ জনকে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ২০.১১.২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ১,৫১৯.৫২ কোটি টাকা এবং ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত আনুমানিক খরচ ১,৬৭২.২৬ কোটি টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ২২,৭৭,২৬৬ জন সুবিধাপ্রাপকের জন্য ২,৮২৭ কোটি টাকা প্রস্তাবিত হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন (WBSRLM) ১.২১ কোটি গ্রামীণ মহিলাদের যুক্ত করে ১২.০৬ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেছে যার মধ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬৪,৮০১টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। ৯,৩৩,২৫১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১,৬৬৯.৫৭ কোটি টাকার রিভলভিং ফান্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ৬,৪১,১৬২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৪,৬৬২.৮৯ কোটি টাকা কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের শুরু থেকে মোট ১,৪৭,৪৬৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩৫,০০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ৮,১৯,২৬৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১৯,৫০০.৭৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ১.৭৭ লক্ষ স্বনিযুক্ত গোষ্ঠীকে যুক্ত করে ৮১,৪৩৮টি স্কুলে ১.০৯ কোটি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের অংশ ৬৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭০৭ কোটি টাকা হয়েছে।

পর পর ৪টি অর্থবর্ষে ভারত সরকার লেবার বাজেট অনুমোদন না করার জন্য মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমে (MGNREGS) মাইনে ও অন্যান্য খরচ বাবদ রাজ্য সরকার নিজস্ব রাজস্ব থেকে ২৪.১১.২০২৫ পর্যন্ত ১১১.৬৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এই সময়ে বারবার রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করার পর ভারত সরকার রাজ্যে এই স্কিম পুনরায় শুরু করার মত দিয়েছে। সুতরাং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৩৩ কোটি শ্রমদিবস তৈরির জন্য অপারিশ্রমিক উপাদান হিসাবে ৫,৭০৮.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬-এ 'কর্মশ্রী' প্রকল্প ২২.৯৭ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করেছে, যার ফলে ৭৫ দিনের গড় জীবিকা সাপেক্ষে মজুরি হিসাবে ৪,০৫১.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ থেকে এই কর্মসূচির আওতায় ১০৩.৯৫ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করা হয়েছে এবং মজুরি হিসাবে ২০,৬৮৮.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৪৫ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBCADC) ২২টি প্রকল্প এবং একটি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র (KVK) পরিচালনা করছে। অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত এটি ৩০৭.২৬ মেট্রিক টন ধানের বীজ, ১৮.২ মেট্রিক টন ডালশস্য, ১৫৮ মেট্রিক টন চাল, ১৮ মেট্রিক টন ডাল, ২২,০০০ লিটার সরিষার তেল, এছাড়াও ৬২.২৫ মেট্রিক টন ফল ও শাকসবজি এবং ১১.০৫ লক্ষ বীজ উৎপাদন করেছে। পশুসম্পদ ক্ষেত্র বিভাগের জন্য ২.৬৮ লক্ষ মুরগির ছানা, স্বনিযুক্ত গোষ্ঠীগুলির জন্য ৩.৭৮ লক্ষ, ৩৮,৫০০ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলছানা, ১৫,২৭৫টি হাঁসের ছানা, ৫.৩৬ লক্ষ ডিম এবং ৫৫২টি শূকর ছানা উৎপাদন করেছে। মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে ৩,৪৫০ লক্ষ স্পন, ৩৮.৯ মেট্রিক টন ফ্রাই এবং ফিঙ্গারলিংস এবং ১৭,৭৩৭ কেজি টেবিল ফিস উৎপাদন করা হয়েছে। সর্বমোট ১,৬৭,৫৬৬ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অক্টোবর,

২০২৫ পর্যন্ত ১৫.২০ কোটি টাকা লাভ হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০০১ সাল থেকে PMGSY -এর অধীনে ২১,৪৩৩.৪৮ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ৪১,০৩৮.৫৮ কিমি সড়ক এবং ৬১টি ব্রিজ অনুমোদিত হয়েছে। ২০১১ থেকে ২৬,৫০৪ কিমি সড়ক এবং ৫৪টি ব্রিজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই প্রকল্প বাবদ ২৭১.১১ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩৪৮.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৯০১ কোটি টাকা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ ২,৭৭৯.৪৭ কোটি টাকা প্রস্তাবিত হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের আওতায় ১,১৯২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং 'পথশ্রী' প্রকল্পের অধীনে ৩,৫০০ কিমি নতুন সড়ক নির্মিত হয়েছে।

'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' একটি গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণমূলক প্রকল্প যা গোটা রাজ্যে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে রূপান্তরকারী ভূমিকা রেখেছে। এটি গ্রাম্য হাট, স্কুল-কলেজ, হেলথ সেন্টার, মাণ্ডির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে গ্রামবাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী-IV' আওতায় অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে ৯,৪৮৮ কোটি টাকা প্রস্তাবিত হয়েছে।

১৫তম অর্থ কমিশনের অধীনে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩,৫২৮ কোটি টাকা প্রস্তাবিত হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প খাতে অর্থ ব্যয় করছে। অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার বিচারে এই রাজ্য দেশের মধ্যে তিন নম্বর স্থানে আছে। গ্রামীণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সমন্বয়কারী প্রকল্প যেমন অঙ্গনওয়াড়ির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করছে।

২০২৫-২৬-এ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের আওতায় ৬,৪৮২ জন সুবিধাপ্রাপককে কিস্তিতে অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,০৭১টি গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 'বাংলার বাড়ি' (গ্রামীণ) প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ১২ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে ১৪,৪০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে ১৯,৬৩৮.২৬ কোটি টাকা ২০ লক্ষ পরিবারকে প্রদান করা হবে। 'চা-সুন্দরী' প্রকল্পের আওতায় ২৮,৫০০ জন চা-শ্রমিককে ২১৭.৫৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৬-২৭-এ ৪২.২০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

ভেক্টরবাহিত রোগের জন্য স্টেট পাবলিক হেলথ সেল ৫৭,৪২৭ জন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছে। VBDC স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং স্থানীয় স্তরে সতর্ক নজরদারির মাধ্যমে

পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে ডেঙ্গুর প্রকোপ কমানো গেছে। এই প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য ৪৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন।

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) ফেজ-II-এর অধীনে ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত ১৫টি জেলায় ১,৪১,৯২১টি গৃহ শৌচালয়, ৭৯০টি জনসাধারণের শৌচালয়, ৩১৮টি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ, ২,২৩৪টি হালকা দূষিত জল ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ, ৩১টি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ, ৯টি নির্মাণাধীন-সহ ২টি মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ এবং গোবর্ধন প্রকল্পে ৭,৯৯৫টি ওডিএফ-প্লাস মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৭২৬ কোটি টাকা প্রস্তাবিত হয়েছে।

RGSA -এর অধীনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কার্যকর্তাদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে PRI-এর ১,৬৪,৪৪৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৭.৩৪ কোটি টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে কেন্দ্র থেকে ১১৩.৫৯ কোটি টাকা এবং রাজ্য থেকে ৭৫.৭৩ কোটি টাকা সহ ১৮৯.৩২ কোটি টাকা প্রস্তাবিত হয়েছে।

৩.৮ সেচ ও জলপথ পরিবহণ

২০২৫-২৬ বর্ষে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ক্যানাল সিস্টেমের সংস্কারসাধনের মাধ্যমে বড়ো, মাঝারি ও ছোটো সেচ প্রকল্পের দ্বারা অতিরিক্ত ৯০,৩০৪ একর চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অ্যাসিসটেড' কার্যক্রমের সাহায্যে ডিভিসি ক্যানাল প্রকল্পের সংস্কারের মাধ্যমে বিশেষ করে হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার প্রান্তিক অঞ্চলের অতিরিক্ত ৪৭,৬১৬ একর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৮,৯২,৮৫৬ একর এলাকা সেচের আওতায় এসেছে।

প্রধান সেচ প্রকল্পগুলিতে কার্যকরী জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২১ লক্ষ একর চাষযোগ্য জমিতে অতিরিক্ত খরিফ সেচের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও DVRRC-এর সহযোগিতায় রাজ্যের অভ্যন্তর এবং বাইরে জলাধারে রবি-বোরো মরসুমের জন্য ৫.৭৫ লক্ষ একর জমির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

২০২৫-এর বিভিন্ন পর্যায়ে হতে থাকা ভারী বর্ষণে বিভিন্ন সাব-বেসিনের অন্তর্গত নদীগুলিতে বন্যার অতিরিক্ত জল প্রবাহিত হয়েছে। জুন, ২০২৫-এ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে স্বাভাবিকের থেকে ১৩ শতাংশেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কলকাতা ও তার সংলগ্ন পৌর এলাকাগুলিতে ২৩.০৯.২০২৫-এ ৩৪৪ মিলিমিটার ঘন বৃষ্টি হয়েছে। ০৫.১০.২০২৫-এ উত্তরবঙ্গের ৪টি জেলায় এবং সিকিম ও ভুটানেও ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২৭৩.৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। একইভাবে রাজ্যের বাইরে ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহে গঙ্গার আপার ক্যাচমেন্ট এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের ফলে ১১ দিন ধরে গঙ্গার জল EDL (২৫.৩০ M) এবং ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে ভারী বর্ষণের ফলে ৮ দিন ধরে গঙ্গা EDL-এর ঊর্ধ্বসীমায় প্রবাহিত হয়েছে।

২০২৫-এর বর্ষাকালে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ, ঝাড়খন্ডের DVC ক্যাচমেন্ট এলাকায়, পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে ও বাইরে গঙ্গার ক্যাচমেন্ট এলাকায় ভাঙন, ক্ষয়ক্ষতি ও ধস লক্ষ করা গেছে। জরুরিভিত্তিতে ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সমস্ত সকল জায়গায় মেরামত ও ফাটল পূরণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা গেছে।

ভারী বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও বর্ষার মরশুম শুরুর আগে প্রাক্ বর্ষার তদারকি কাজ সম্পন্ন করার ফলে, বাঁধ বরাবর বিভাগীয় কর্মী দ্বারা নজরদারি ও সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ এবং জেলা প্রশাসনের মধ্যে সংযোগের ফলে ২০২৩-এর ২৪.৯৯ শতাংশের তুলনায় ২০২৪-এর ক্ষয়ক্ষতি ৮২.৯৩ শতাংশ কম হয়েছে।

২০২৫ এবং ২৬-এ মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জ ব্লক, লালগোলা, ভগবানগোলা-II এবং জলঙ্গী ব্লকে বন্যা ও নদীপাড় ক্ষয়রোধ করার জন্য ১১৭ কিমি দীর্ঘ বাঁধ সংস্কার করা হয়েছে।

জলবহন ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ৩৭৮ কিমি নদীখাল খনন করা হয়েছে। গতবছরের মতো মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য ২০২৫-এর বর্ষাকালে ১,২৩৮ কিমি নদীখাল সংস্কার করা হয়েছে এবং ১,০৪০ কিমি নদীখাল খননের জন্য এককালীন ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্ষা ঋতু বাদে অন্যান্য সময়ে ও ১,২৩৮ কিমি নদীখালে বার্ষিক সংস্কারের কাজ চলবে। শহরাঞ্চলে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য নিকাশি খালের সংস্কারের কাজ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এর ফলস্বরূপ কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যার ফলে গঙ্গাসাগর মেলার (২০২৬) সময় প্রায় ২৪ ঘণ্টাই বাধাহীনভাবে লঞ্চ চলাচল সম্ভব হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলা-২০২৬-এর জন্য মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং-এর পরিকল্পনা ও দরপত্র সঠিকভাবে সম্পন্ন করার কাজ ২০২৫-এর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু করা হয়েছে এবং আশা করা যায় এটি ২০২৫-এর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সম্পূর্ণ হবে। গঙ্গাসাগর মেলার অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

সেচ পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগিতায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট'-এর অধীনে গত বছর ১৯,২৭৮ হেক্টর (৪৭,৬১৬ একর) এলাকা উন্নত সেচ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। ৭৬টি লেভেল সেনসর ও ৮টি ভেলোসিটি সেনসর স্থাপনসহ প্রধান খালে (Canal) ৪৪টি স্থানে SCADA-PLC ব্যবস্থা করা হয়েছে যা ক্যানাল গেট-এর সঠিক সময় পর্যবেক্ষণ ও কার্যক্রমের সাহায্য করে।

৮১টি স্থায়ী সেতু, নিষ্কাশন খাল এবং সেচখালের জন্য ৩৬০টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৩.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ছোটো এবং প্রান্তিক কৃষকদের সেচ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করছে। কৃষি সংক্রান্ত চাহিদাগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের মূল্যায়ন এবং কার্যকরী পরিচালনার জন্য এই বিভাগ কাজ করে চলেছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে 'জল ধরো-জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ৩,৬২০টি জলাশয় এবং জলধারণ ব্যবস্থা সৃষ্টি অথবা সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,৫০০টি সমতুল্য মানের জলাশয় জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ (WRI&D) কাজ চলছে। ১,১২০টি জলাশয় সৃষ্টি বা সংস্কারের কাজ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ (P&RD)-এর সমন্বয়ে করা হয়েছে।

২০১১-১২ সাল পর্যন্ত ৪,১৫,৩৮৪টি জলাশয় ও জলধারণ কাঠামো তৈরি অথবা সংস্কার করা হয়েছে।

জমিতে বহু ফসল চাষ করার উদ্দেশ্যে এবং জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মাটির সৃষ্টি'র অধীনে, ৪২,০০০ একর এলাকা জুড়ে ৫,৪৫৫টি সাইটে এই প্রকল্পটি লাগু করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০২২ থেকে ৬৫৫টি সাইটে ২২,১৭১ একর

রায়তি জমি এই প্রকল্পের আওতাধীন হয়েছে। ২০২৫-২৬ পর্যন্ত এই উদ্যোগে ৫৭,৭৮১-এরও বেশি কৃষক সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। ফলে প্রকল্প শুরুর আগে শস্য উৎপাদনের মাত্রা ৬৭% কমের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা ১৫৪%-এর বেশি হয়েছে।

২০২৫-২৬ পর্যন্ত 'মাটির সৃষ্টি' এলাকাতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় ৪৫৭টি স্প্রিঙ্কলার সেট এবং ৪৫টি ড্রিপ ইরিগেশন সেট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে, ৪ বছর আগের সেচের ক্ষমতা ২,৭০৯ হেক্টর সেমি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,৪২৪ হেক্টর সেমি হয়েছে। এই পর্বে ৫,৬২২ একর অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সেচ প্রকল্প চালুর মাধ্যমে কৃষিজাত শস্যের (খরিফ, রবি এবং গ্রীষ্মকালীন) ফলন ৪০,৬৪৯ একর বহু ফসলি এলাকায় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

'মাটির সৃষ্টি' কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩৬টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে ৪১৪ হেক্টর জমি জলসেচ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২,৪৭৬ হেক্টর জমি সেচ প্রকল্পের জন্য ১৬৭টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের কাজ চলছে।

'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে খরাপ্রবণ জেলা যেমন — বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার লবণাক্ত নদী অববাহিকায় এবং দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কাজ চলছে।

চলতি অর্থবর্ষে 'জলতীর্থ' প্রকল্পে ৯৫২ হেক্টর জমির জন্য ৫৭টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২,৫৩৩ হেক্টর জমির জন্য ১১১টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে।

সূচনাকাল থেকে ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে ভূগর্ভস্থ জলের ২,৪০০টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে, যাতে ৭২,৭৬১ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে।

এই অর্থবর্ষে ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত 'রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' (RIDF) অধীন ও নাবার্ড (NABARD)-এর আর্থিক সহায়তায় ১১৭টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, এর ফলে ২,০২৩ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। আরও ৪৮৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে যাতে ৬,৮৬৩ হেক্টর জমি সেচসেবন করা যাবে।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট' (WBADMIP)-র অধীনে এই অর্থবর্ষে ৩০শে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৪০৬টি প্রকল্পের

কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত ৩,৭৮৭ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এখনও ২৬৬টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের উন্নত ব্যবস্থাপনা, ক্রিয়াকলাপ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১,৫৮১টি সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবার নিয়ে ৪০টি জল ব্যবহারকারী সমিতি (WUAs) গঠন করা হয়েছে।

৩,০৫৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৯,৫৭৭ জন কৃষককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়াও ৪,৪৬২টি ব্যাবহারিক প্রদর্শনের মাধ্যমে ৭,৮৮৯টি সুবিধাপ্রাপক পরিবারকে বিশেষত কৃষি, উদ্যানপালন এবং মৎস্যচাষে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক পরিবারগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

সূচনাকাল থেকে প্রায় ৮৯,৮৯৬ হেক্টর সেচসেবিত জমিতে ৮,৩৯৭টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে এবং WBADMIP-র দ্বারা ৩,২৮৭টি ওয়াটার ইউজার অ্যাসোসিয়েশন (WUAs) গঠিত হয়েছে।

সৌরশক্তিচালিত ৬৬০টি ক্ষুদ্রসেচের কাজ শেষ হয়েছে, যেখানে ৯,২৪৬ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। আরও ১১,৭৫২ হেক্টর জমিতে সৌরশক্তিচালিত ৯৮৯টি ক্ষুদ্রসেচের কাজ চলছে।

ভূপৃষ্ঠের মিষ্টিজলের সংরক্ষণ এবং সেচ সম্ভাবনা (Irrigation Potential) সৃষ্টির জন্য WBADMIP জলতীর্থ এবং অন্য পরিকল্পনার অধীনে লবণাক্ত নদী অববাহিকায় পুরানো পলিযুক্ত খাঁড়িগুলিকে পুনর্খনন করা হয়েছে। এর ফলে শীতকালীন ফসল ও মাছ চাষের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে উপভোক্তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

এই অর্থবর্ষে WBADMIP-র অধীনে, ১,০৫৫ হেক্টর সেচ সম্ভাবনাযুক্ত প্রায় ৩৬.৯৯ কিমি দৈর্ঘ্যের পুরানো পলিযুক্ত খাঁড়িগুলিকে পুনরায় খনন করা হয়েছে এবং ৭০৭ হেক্টর সেচ সম্ভাবনাযুক্ত প্রায় ২৭.১০ কিমি দৈর্ঘ্যের পুরানো পলিযুক্ত খাঁড়ির খননের কাজ চলছে। এই অভিনব উদ্যোগ সমাজের পক্ষে বিভিন্নভাবে পরিবেশ সহায়ক হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণের কাজ শুরু হয়েছে। লবণাক্ত জলের প্রবেশ কম করানো গেছে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নদীধারের ক্ষয়রোধ সম্ভব হয়েছে এবং নদীর জলস্ফীতির ফলে বন্যার সম্ভাবনাও কম করা গেছে।

ভূগর্ভস্থ জলের সঠিক ব্যবহারের জন্য দপ্তর প্রতিনিয়ত গুরুত্ব আরোপ করছে। ভূপৃষ্ঠের জলের ব্যবহার আরও বাড়ানো হচ্ছে এবং ক্ষুদ্রচাষের ক্ষেত্রে জমিতে ভূতলের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের সূচারু সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে। এর ফলে, ডায়নামিক গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী জল উত্তোলন/নিষ্কাশনের পর্যায় [Stage of Development/Extraction (SOD)] ৫০.২৯% থেকে কমে ২০২৪-২০২৫-এ ৪৫.১৯%-তে দাঁড়িয়েছে।

৩.১০ সমবায়

এই বিভাগ রাজ্যব্যাপী সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিস্তৃত সমবায় পরিকাঠামোর মাধ্যমে এই বিভাগ সম আয় বণ্টন, মহিলা সশক্তিকরণ এবং বিশেষত: গ্রামীণ ও ব্যাঙ্কবিহীন এলাকাতে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলন একটি সুসংগঠিত পরিকাঠামো এবং শক্তিশালী সাংগঠনিক সংযোগভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনে ৩০,০০০-এর বেশি সমিতিতে ৮৯ লক্ষের বেশি সদস্য আছে। কৃষি, বিপণন, উপভোক্তাবিষয়ক, আবাসন এবং সেবা-উপভোগ ক্ষেত্রে সমবায় সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি যেমন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, কৃষক বন্ধু বেনিফিট স্কিম ইত্যাদি এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত বর্তমান অর্থবর্ষে ১০.১০ লক্ষ কৃষককে শস্যঋণ বাবদ ২,৯১২.১৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কিষান ক্রেডিট কার্ড স্কিমের (KCC) অধীনে ছাগল চাষ, শূকর পালন, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মুরগি পালনের জন্য ৩,৬৯১ জন সদস্যকে ২০.১১ কোটি টাকা পশুপালন ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের অধীনে ২.১৭ কোটি কৃষককে ৫,৮৫১.১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

KMS-এর ২০২৪-২৫-এ রাজ্যে ৯৩৬টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২.৮১ লক্ষ কৃষকের থেকে ৯.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে বেনফেড

(BENFED)-এর অধীনে ৫০৬টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১.৫৯ লক্ষ কৃষকের থেকে ৫.২২ লক্ষ মেট্রিক টন ধান এবং কনফেড (CONFED)-এর অধীনে ৪২টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১৮,৩৯২ জন কৃষকের থেকে ৫৮,০০০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে ১,৬৫,৫৩৬ জন সদস্য ক্রেডিট লিঙ্কড হয়েছে এবং বর্তমান অর্থবর্ষে ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য ১,০৯৮.৮১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের' মাধ্যমে ২,১১৮ জন মৎস্যজীবীকে ২৯.৫৩ কোটি টাকা, ১,৪৫৫ জন বেকার যুবক-যুবতীকে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের অধীনে ২৮.৭৩ কোটি টাকা এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের অধীনে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১২,৭৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক NPCI-এর সাথে গ্রাহকদের ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) পরিষেবা দিচ্ছে। তাছাড়া CBS-এর উন্নতিকল্পে স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে। অনেক প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি (PACS)-তে শস্য লোন মাইক্রো এটিএম-এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

RKVY-এর আওতায় ৩৪টি গ্রামীণ শস্যাগার তৈরি করা হয়েছে যার মোট ধারণ ক্ষমতা ৩,৪০০ মেট্রিক টন এবং বর্তমান অর্থবর্ষে ১০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর workshed-cum-sales counter এবং ৬টি অয়েল মিল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ৩৫টি গ্রামীণ শস্যাগার যার ধারণ ক্ষমতা প্রতিটি ১০০ মেট্রিক টন, একটি বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং ১০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর workshed-cum-sales counter- এর কাজ চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্র তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

৩.১১ বন

গাছ রোপণ ও চারাগাছের যথাযথ বণ্টনে বনদপ্তর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিম-এর অধীনে রাজ্যের ২,৮৫৬.৪৩ হেক্টর জমিতে বনসৃজন করা হয়েছে। ৭২.৪০ লাখ চারাগাছ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

'সবুজশ্রী'-র অধীনে সূচনাকাল থেকে অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত সদ্যজাতদের মায়েদেরকে মোট ৬৭,৯৯,৮৪৩ লক্ষ চারাগাছ প্রদান করা হয়েছে।

জলদাপাড়া থেকে শুরু করে, গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক, চাপড়ামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি এবং জলপাইগুড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট হল পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত একশৃঙ্গ গণ্ডারের বাসস্থান। ২০২৫-এর গণ্ডার শুমারি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দু'বছরে গণ্ডারের সংখ্যা বেড়ে ৩৪৭ থেকে ৩৯২টি হয়েছে।

বনদপ্তর Buxa Tiger Reserve-এর Rajabhatkhawa তে ২০০৬ সাল-এ Vulture Conservation Breeding কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে ৩টি জিপস্ প্রজাতির শকুনের সফলভাবে প্রজনন করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে ১৭৪টি শকুন আছে।

Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling-এর Red Panda Conservation Breeding and Augmentation প্রোগ্রাম এই প্রজাতির প্রজননের একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

সিঙ্গালিলা সাউথ রেঞ্জে ২,৫৯০ মিটার উচ্চতায় গৈরিবাস-এ বনদপ্তরের দ্বারা সর্বপ্রথম সিঙ্গালিলা রডোডেনড্রন ও বার্ড ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে জানুয়ারি, ২০২৫-এ তৃতীয় সুন্দরবন বার্ড ফেস্টিভাল আয়োজন করা হয়েছে।

সুন্দরবন হচ্ছে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর একমাত্র বিদিত বাটাগুড়বাস্কার আবাসস্থল। সজনেখালিতে প্রধান সেন্টারসহ ৭টি স্থানে এদের প্রজনন, বাসস্থান এবং লালনপালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হেয়ার কোরাল ও ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তরবাংলায় হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের বিজ্ঞানসম্মত শুমারি চলছে। এই সমীক্ষার মাধ্যমে ৪৪টি হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের অস্তিত্ব জানা গেছে।

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) বনাঞ্চলের জমি অবনাঞ্চলে রূপান্তরের ক্ষতিপূরণের জন্য বনসৃজনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কমপেনসেটারি অ্যাফরেস্টেশন-এর মাধ্যমে ১২৬.১৫ হেক্টর জমিতে নতুন বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। অ্যাডভান্স-কাম-ক্রিয়েশন প্রকল্পের অধীনের ১,৬০০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে এবং নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু-র আওতায় ৫৩০.৫৬৭ হেক্টর জমিতে পুরানো ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে এবং অ-বনাঞ্চলে ১৬৮ কিমি রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

JICA-এর সহায়তায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন প্রোজেক্ট' (WBFBCP) জলবায়ু পরিবর্তন, বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জীবনধারণের মানের উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার কাজ করে। ২২,৫১,১৫০টি ২ বছর বয়স্ক চারাগাছগুলিকে যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়া হচ্ছে এবং JICA-র আর্থিক সহায়তায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রোজেক্ট' (WBF&CP)-এর অধীনে ৮৪৫ হেক্টর জমিতে বনসৃজনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited (WBFDCL) ২০২৫-২৬ ফসল তোলার মরশুমে ৪,৮৬৬ হেক্টর জমিতে CFC কার্যক্রম শেষ করেছে। ২০২৫-২৬-এ ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত ৮৪০টি ই-নিলাম এর কাজ পরিচালিত হয়েছে এবং ১৮২ কোটি টাকা বিক্রয়মূল্যের ২২,৯৪৫টি লট বিক্রি করা হয়েছে। ২০২৫-২৬-এ WBFDCL ৩৫টি ইকো-টুরিজম কেন্দ্র পরিচালনা করেছে এবং প্রায় ৬.২৫ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটি (WBZA) বায়ো-ব্যাঙ্কিং সুবিধায় পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক, দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম জুলজিক্যাল পার্ক এবং হাওড়া-র গড়চুমুক ডিয়ার পার্ক দর্শনার্থীদের স্থান, গড়চুমুক ডিয়ার পার্কে হায়না এবং নেকড়ে বাঘের জন্য এনক্লোজার নির্মাণ, ঝাড়গ্রাম জুলজিক্যাল পার্কে দুটি পাখিরালয় নির্মাণ, কলকাতার নিউটাউনে হরিণালয় ডিয়ার পার্কে বাঘের এনক্লোজার মতো নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে।

সামাজিক পরিকাঠামো

৩.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যাতে সমস্ত নাগরিক বিশেষত দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণি কম খরচে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়, তার জন্য এই বিভাগ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিস্তৃতি, মজবুতিকরণ, কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উন্নতমানের পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের দ্বারা এবং ডেটা দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করেছে।

গ্রামীণ ও শহর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র (হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার) SSK-HWC স্থাপন করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু

রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য অ-সংক্রামক রোগ (NCD) বিশেষত ডায়াবেটিস, হাইপার টেনশন এবং চোখ, ENT পরিষেবা, ওরাল হেলথকেয়ার সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ভেক্টরবাহিত/জলবাহিত রোগ, জেরিয়াট্রিক, প্যালিয়েটিভ সংক্রান্ত পরিষেবা, এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১১,০৫৩ সাব সেন্টার, ৯০৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪৭৮টি পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪৭৭টি আরবান হেলথ ওয়েলনেস সেন্টার ও ৫৪০টি আয়ুষ HWC-SSKs-সহ ১৩,৪৫৩টি সু-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে কার্যকর আছে। ব্লক স্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নতির স্বার্থে ১৭৫টি ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটস (BPHUs) চালু আছে এবং ব্লকস্তরে ল্যাবরেটরি পরিষেবা দিচ্ছে।

সেকেন্ডারি ও টার্শিয়ারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মজবুতিকরণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, ব্লক ও জেলাস্তরে উন্নতমানের ডায়গনোস্টিক পরিষেবা প্রদান, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটসের (ICUs), প্রসার, ক্রিটিকাল কেয়ার, ট্রমা কেয়ার, এমার্জেন্সি পরিষেবা প্রসারের মাধ্যমে সমস্ত স্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন করে চলেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে শুরু করে টার্শিয়ারি লেভেলের হসপিটাল পর্যন্ত বর্তমান পরিকাঠামোর সংস্কার ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ৮১০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে ১,৩৬৫টি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে।

২৪টি সরকার পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজসহ রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ২০১১তে ১০টি থেকে ২০২৫-এ ৪০টি হয়েছে। MBBS সিটের সংখ্যা ২০১১তে ১,৩৫৫টি থেকে বেড়ে ২০২৫-এ ৬,৩৯৯টি হয়েছে। MD/MS সিটের সংখ্যা ২০১১তে ৯০০টি থেকে বেড়ে ২০২৫-এ ১,৯৪১টি এবং DM/MCH সিটের সংখ্যা ২০১১তে ৯৪টি থেকে বেড়ে ২০২৫-এ ২২১টি হয়েছে। এছাড়াও ৫৭টি DH/SDH/MCH- এ ৩৭১টি DNB সিট চালু করা হয়েছে যা ২০১১তে এর সংখ্যা একেবারে শূন্য ছিল।

নার্সিং ট্রেনিং স্কুল (NTS)-এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে নার্সিংপরিষেবায় ভর্তির সংখ্যা ২০১১-য় ২,২৬৫টি থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬-এ ১৫,৫৮১টি হয়েছে। নার্সিং ট্রেনিং কলেজের সংখ্যাও বাড়ার মাধ্যমে ২০১১-য় ৯৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় ভর্তি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬-এ ৮,৯৬০ জন হয়েছে।

গত ৫ বছরে রাজ্য সরকারের আয়ুষ চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রে ৫৪০টি কেন্দ্রের আয়ুষ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানোন্নয়নসহ ২,৬৭৪টি আয়ুষ ডিস্পেন্সারি চালু করা হয়েছে। এই

পরিষেবাগুলি ১,৮৮৩ জন মেডিক্যাল অফিসারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্যের আয়ুষ মেডিক্যাল কলেজের সাথে যুক্ত ৮টি আয়ুষ হাসপাতালে এবং তপসিখাতা (আলিপুরদুয়ার), পশ্চিম মেদিনীপুরের ২টি ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতালের OPD এবং IPD পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-২৪ থেকে ৫০ আসনবিশিষ্ট যোগা এবং ন্যাচেরোপ্যাথি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ, 'যোগাশ্রী' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আয়ুষ প্রকল্পের জন্য ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০১১ সালের ৫৮টির তুলনায় ২০২৫-২৬ বর্ষে ব্লাড ব্যাঙ্ক কেন্দ্র বেড়ে ৮৯টি হয়েছে। রাজ্যে আরও ৪০টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট (BCSU) এবং ৬৯টি ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট (BSU) দিবারাত্র সচল আছে।

শিশু চিকিৎসার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও ২০১১ থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ২০৫টি বেডসহ ১২টি নিওনাটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটস (NICU), ২,৫৫৩টি বেডসহ ৭১টি সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিটস (SNCU), ৬৭৯টি বেডসহ ২১টি পেড্রিয়াটিক ICU চালু আছে। এছাড়াও ২৮৬টি SNSU, ৫৪টি নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (NRC) এবং ১৪টি ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার (DEIC) চালু আছে। ২০২৬-২৭-এ আরও ৫টি DEIC কাজ শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মাতৃত্বকালীন এবং শিশু সুরক্ষা পরিষেবায় ১৩টি মাদার ওয়েটিং হাবস এবং ১৭টি ম্যাটারনাল এবং চাইল্ড হাবস কার্যকরী করা হয়েছে।

পরিকাঠামোজনিত উন্নতি এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হার ২০১১-এ ৬৮.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬-এ ৯৯.৫ শতাংশেরও বেশি হয়েছে। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার ২০১১ সালের প্রতি লক্ষ শিশুর জন্মের মধ্যে ১১৩ জন থেকে নেমে ২০২৫-এ ১০৪- জনে এসেছে। নবজাতক মৃত্যুর হারও এই পর্বে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (১২০ বেড), সিওএম ও সাগর দত্ত হাসপাতালে (৮০ বেড) এবং মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (১২০ বেড)-এ ৩টি টার্শিয়ারি (Tertiary) ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার, মুম্বাই-এর সহযোগিতায় IPGMER-SSKM হাসপাতাল এবং নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ২টি আধুনিকতম ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় ও উন্নতমানের চিকিৎসা পরিকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে জেলাগুলিতে ২২টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকস (CCBs) এবং ২৩টি ডিস্ট্রিক্ট ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিস (DIPHLs) তৈরি করা হয়েছে। নতুন মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ করা ছাড়াও ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সম্পূর্ণ হয়েছে। একটি ১০০ বেডের মিরিক সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, ২৫০ বেডের কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হসপিটাল, আমতলা রুরাল হসপিটালে একটি নতুন বিল্ডিং, এন.আর.এস মেডিক্যাল কলেজ এবং হসপিটাল, কলকাতায় বি.সি. রায় মেমোরিয়াল বিল্ডিং (B+G+9), IPGMER-SSKM হসপিটাল, কলকাতায় 'অনন্য' (G+9) নামে একটি প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিং নির্মাণ কাজের অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়াও ২০২৫-২৬ থেকে মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে কর্মরত মহিলাদের জন্য ১৪৬.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

বর্তমানে ওষুধের MRP-র ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড়-সহ ১১৭টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান (FPMS) চালু আছে। ২০২৫-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫,২৭০.২৮ কোটি টাকার মোট বিক্রয়ে ৩,৪১০.৫১ কোটি টাকা ছাড়-সহ ১০.২৫ কোটি প্রেসক্রিপশন-এর ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের সফল ব্যবহারের মাধ্যমে ৬১টি সিটি স্ক্যান, ২০টি MRIs, ৬৭টি ডায়ালিসিস ইউনিটস এবং ৩৩টি ডিজিটাল এক্স-রে দ্বারা ১৯৫টি ফেয়ার প্রাইস ডায়গনোস্টিক অ্যান্ড ডায়ালিসিস সেন্টার (FPDCs)-এ উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত এই খাতে ২,১২৩.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নীতকরণের জন্য পিপিপি মডেলের আওতায় বোলপুর, রানাঘাট, হাওড়াতে তিনটি মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে।

রাজ্যের দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে প্রতিরোধমূলক, নিরাময়জনিত এবং রেফারেল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে নভেম্বর, ২০২৫ থেকে 'স্বাস্থ্য বন্ধু' প্রকল্পের আওতায় ২১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা হয়েছে। প্রত্যেকটি MMU ইউএসজি ও ইসিজিসহ ৩৫টি ডায়গনোস্টিক পরিষেবা প্রদান করে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৫৫ শতাংশ মহিলা এবং ১৪ শতাংশেরও বেশি ৬০ বছরের ঊর্দ্ধে প্রবীণ নাগরিকসহ ১.২ লক্ষ উপভোক্তার কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পের আওতায় ডাক্তার এবং নার্সদের বিশ্রাম কক্ষ, ডিউটি রুমের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্যানিক বাটন অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন, হোস্টেলগুলির সংস্কারসাধন ইত্যাদির কাজ করা হচ্ছে।

শুরু থেকে 'শিশু সাথী' প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে জন্মগত হার্টের রোগ, নিউরাল টিউব ত্রুটি, ক্লাব ফুট, ক্লেফ্ট লিপ/প্যালেট রোগের জন্য ১৮ বছরের নীচে ৫১,১১০ জন শিশুকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

'চোখের আলো' প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত ৩.৩৭ লক্ষেরও বেশি ছানি অপারেশন, ৩.৫৪ লক্ষ বিনামূল্যে চশমা বিতরণ এবং ৮২৭টি কেরাটোপ্লাস্টিসসহ ১,৭১৯টি কর্নিয়া সংগ্রহ করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ থেকে এ পর্যন্ত ৩.১৮ কোটি লোককে ছানি, রিফ্র্যাক্টিভ এরর এবং অন্যান্য চোখের অসুখের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৬.৯০ লক্ষ ছানি অপারেশন এবং ৩৪.১১ লক্ষ চশমা বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় ১১টি স্যাটেলাইট চক্ষু শল্য চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ৯টি আই ব্যাঙ্ক সরকারি পরিকাঠামোয় গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যে চক্ষু পরিষেবার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য আরও ৭টি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

২০২১, আগস্ট থেকে 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' একটি অভিনব টেলি মেডিসিন সেবা পরিচালিত হচ্ছে। সেকেন্ডারি এবং টার্শিয়ারি হসপিটালগুলির সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এই পরিষেবা ৯,৮২৭টি সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৮০টি PHC এবং ৪৬৫টি UPHC কেন্দ্রে প্রদান করা হচ্ছে। ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দৈনিক ৮৫,০০০ -এরও বেশি পরামর্শসহ ৭.১১ কোটিরও বেশি চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে টেলিমেডিসিন পরিষেবায় টেলি-সাইক্রিয়াট্রি পরিষেবা যোগ করা হয়েছে এবং সম্প্রতি চালু হওয়া মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটসগুলিতেও টেলিমেডিসিন পরিষেবাও যুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রণী 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৫১ কোটি লোক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২,৯২৮টি হাসপাতাল ও নার্সিং হোম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুরুর সময় থেকে এই প্রকল্পের অধীনে মোট ১.০৪ কোটি উপভোক্তা পরিষেবা গ্রহণ করেছে, যার আর্থিক মূল্য ১৩, ৭৪০ কোটি টাকা।

ডেঙ্গু এলিসা (ELISA) পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ২০১০-১১-তে ৫টি থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬-এ ৪০১টি হয়েছে।

হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি'-এর ক্ষেত্রে দুটি ইনফেকশনই 'নোটিফায়াবল ডিসিস' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভাইরাল হেপাটাইটিস কন্ট্রোল প্রকল্পের আওতায় রাজ্যব্যাপী

বিনামূল্যে ডায়গনোস্টিক পরিষেবা এবং হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'-এর চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৩৬টি চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

টিউবারকিউলোসিস এবং রিফামপিসিন প্রতিরোধক যক্ষ্মার দ্রুত শনাক্তকরণের জন্য ৮২টি CBNAAT মেশিন এবং ৩২৬টি ট্রু ন্যাট মেশিন রাজ্যে চালু আছে। সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ২৪,৮৫৭ জন নথিভুক্ত যক্ষ্মা রোগীর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (৩০.১১.২০২৫) পর্যন্ত ২১ কোটি টাকার পুষ্টি সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২৪×৭ চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য ১৮,৭৭১ জন ডাক্তার, ৫৯,০৫৩ জন নার্স (দ্বিতীয় এএনএম সহ), ১৪,১১৪ জন প্যারামেডিক্স এবং ৭২,১২৮ জন আশাকর্মী সহ এক উন্নতমানের চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় ১,০২৮টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ২০২৫-২৬-এ সাধারণ ওষুধ, সাজসরঞ্জামের জন্য ১,৩১৫ কোটি টাকা এবং হাই-এন্ড মেশিনের জন্য ৪৫৪.৭১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের ৫টি মানসিক চিকিৎসা হাসপাতাল, সমস্ত জেলা হাসপাতাল এবং সরকারি হাসপাতালের মানসিক রোগ কেন্দ্র থেকে পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াট্রিতে দুটি উৎকর্ষ কেন্দ্র চালু আছে। নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৯ লক্ষ রোগীকে OPD পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজ্যে ৫৭১টি আত্মহত্যা প্রতিরোধক ক্যাম্প চালু আছে। অক্টোবর, ২০২২ থেকে একটি টেলি মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম (টোল ফ্রি নং- ১৪৪১৬) সহ দুটি কার্যকরী সেল যা মানসিক রোগীদের সাক্ষাতে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান করে চালু আছে। এই টোল ফ্রি নম্বরটি 'আপৎকালীন আত্মহত্যা প্রতিরোধক হেল্প লাইন' নম্বর হিসাবেও চালু আছে।

৩.১৩ বিদ্যালয় শিক্ষা

পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এবং মিড-ডে-মিল কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পরিকাঠামো নির্মাণের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। ২৪টি বিশেষীকৃত উদ্যোগের মাধ্যমে এটি রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত চাহিদাপূরণের ও সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে দায়বদ্ধ।

২০১১ সাল পর্যন্ত ৮৬৯টি জুনিয়র হাইস্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২,২৪০টি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তরোত্তর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে ৭,৩০৪টি নতুন স্কুল ও ২,২২,৭৭৮টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯,৩১০টি স্কুলকে ICT-এর কর্মসূচির আওতায় এবং এছাড়া ২,৬৫০টি স্কুলে ডিজিটাল ডিভাইস হিসাবে K-Yan প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও স্কুলগুলিতে ৪৫,০১০টি ছাত্রী শৌচাগার, ২৬,৮২৬টি ছাত্র শৌচাগার এবং ১০,২২৭টি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (CWSN)-দের শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১৪ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া ও প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ৪১,৬২১টিরও বেশি ব্রেইল বুকস (Braile Books) (দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য) এবং বড়ো হরফে ছাপা পুস্তক (ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি শিক্ষার্থীদের) বিতরণ করা হবে।

এখনও পর্যন্ত 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে ৫৩ লক্ষেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ সুবিধা লাভ করেছে। এর মধ্যে ২০২৪-২৫ সালে প্রায় ১৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই সুবিধা পেয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে একাদশ শ্রেণির ৮.৫০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে ১,০০,২৪০ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩,৭৯৭.২২ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে।

YouTube ও Banglar Siksha Portal-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাসের সমস্ত বিষয়ের উপর অডিও-ভিসুয়াল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে সমস্ত অডিও-ভিসুয়াল উপকরণ (শিক্ষা সংক্রান্ত) গুলি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তৈরি কিউ আর (QR) কোড ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির জন্য ৩৭৫টি অডিও-ভিসুয়াল মডিউল তৈরি করা হয়েছে।

২০০৯ ও ২০২৫-এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটগুলি ডিজিলকার (Digilocker Platform)-এর মাধ্যমে আপলোড করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তা সহজে পৌঁছে দেবার সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ১.৪৪ কোটি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১.২৭ কোটি ছাত্র-ছাত্রীদের আধার (৮৮%) 'বাংলার শিক্ষা পোর্টালে' সংযুক্ত করেছে। এর পাশাপাশি বিগত বছর থেকে বেসরকারি স্কুলের

NOC-এর জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু হয়েছে CBSE ও CISCE বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার জন্য, যাতে ইতিমধ্যে ২১৯টি স্কুল সুবিধা পেয়েছে।

রাজ্য সরকার মিড-ডে-মিল কর্মসূচির অধীনে ও রাজ্যে ১০০ শতাংশ সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বর্তমানে, প্রায় ১.১১ কোটি ছাত্র-ছাত্রী এর আওতাভুক্ত। সমস্ত স্কুলে মিড-ডে-মিল রান্নার জন্য এলপিজি (LPG) -এর ব্যবস্থা রয়েছে।

পারফরমেন্স গ্রেডিং ইনডেক্স (PGI) অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ Grade-VI থেকে Grade-I-এ উন্নীত হয়েছে। ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত Foundational Literacy and Numeracy Index, ২০২২ অনুযায়ী এই রাজ্য প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে জাতীয় স্তরে এক নম্বর স্থান দখল করেছে।

৩.১৪ উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষা বিভাগ প্রসার, সমতা, গুণমান এবং রোজগারের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটিয়েছে। বর্ধিত আর্থিক সহায়তা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মাধ্যমে এই বিভাগ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাগত উন্নতির কাজ করে চলেছে।

রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিগত চোদ্দো বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২টিতে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে ৩১টি হল রাজ্যপোষিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১১টি হল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যা এই বিভাগের সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অন্যদিকে সরকারি এবং সরকারপোষিত মিলিয়ে বর্তমানে ৫১৮টি কলেজ কার্যরত, যার মধ্যে ৫৩টি নতুন সরকারি স্নাতকস্তরের কলেজ বিগত ১৪ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও উচ্চশিক্ষায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১০-১১ সালে যেখানে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩.২৪ লক্ষ সেই জায়গায় ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২০.৫৩ লক্ষ।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ' প্রকল্পে প্রায় ৪,৪৯,৯৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রায় ৮৭৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। একাদশ ও

দ্বাদশ শ্রেণির এবং UG ও PG ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এবং রিসার্চ স্কলারদের জন্য 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ' মেধা বৃত্তি আবেদনের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু আছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে ৮১,০০২-এরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

রাজ্য সরকার ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার সুবিধার্থে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত স্নাতকোত্তর পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্প চালু করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪০,০৪৮ জন ছাত্রী কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছে যার জন্য ১০৪.১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ৪,১২৯ জন ছাত্রী এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিদেশে স্বীকৃত কোনো ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য West Bengal Student Credit Card Scheme-এ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছেলেদের জন্য বার্ষিক ৪ শতাংশ সরল সুদে এবং মেয়েদের জন্য বার্ষিক ৩.৫ শতাংশ সরল সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ১,০০,২৪০ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে যার সামগ্রিক পরিমাণ প্রায় ৩,৭৯৭.২২ কোটি টাকা।

৩.১৫ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

২০১৬ থেকে শুরু করে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পে, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ৪৩ লক্ষ শিক্ষানবিশকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-এ শর্ট টার্ম ট্রেনিং পুনর্গঠনের পর থেকে রাজ্য সরকারের পরিচালিত স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ৬০% যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে বিভিন্ন পেশায় যোগদান করেছে। বাকিরাও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়।

অন্তর্ভুক্তির প্রসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সূচনা করা হয়েছে। ২০২৫-২৬-এ, নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সংশোধনাগারের ১৫৭ জন বন্দিকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জীবিকা অর্জনের সুযোগ প্রদানের জন্য রাজ্যব্যাপী সোশাল ওয়েলফেয়ার হোমের ৮৫ জন আবাসিককে প্রশিক্ষণ সমাপ্তি শেষে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। LAMPS -এর ১৯২ জন আদিবাসী সদস্য, যার মধ্যে অধিকাংশই মহিলা টেলরিং, মাশরুম চাষ এবং ভার্মি কম্পোস্টিং-এর প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। ১৩টি ITI-তে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর

সদস্যসহ গ্রামের যুবক-যুবতীদের গ্রাম্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা (নল জল মিত্র) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সর্বমোট ৫২২ জন প্রশিক্ষিত হয়েছে। বাণীপুর স্টেট ওয়েলফেয়ার হোমস্-এ বসবাসকারী ৯২ জন দুঃস্থ যুবক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ওয়েলডার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্ট্রিশিয়ান (ডিস্ট্রিবিউশন)-এর প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। আলো হাব আর্টিজানের ৫৩ জনকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ২০২৪-২৫-এ ২৩ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যুবকও রয়েছে।

স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের যথাযথ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ৪টি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি— অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটি, নেওটিয়া ইউনিভার্সিটি এবং সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিকের পার্বত্য মহকুমায় ৫৪টি নতুন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সিমেন্স, স্যামসাং, জ্যাকুয়ার-এর সহযোগিতায় পেশা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ইনটার্নশিপের জন্য ITI এবং ইন্ডাস্ট্রি পার্কের উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

পলিটেকনিক, ITI, বৃত্তিমূলক, অ্যাপ্রেনট্রিসশিপ, স্বল্পমেয়াদি কোর্স এবং অন্যান্য দক্ষতাবৃদ্ধির কোর্সের জন্য কমন অ্যাডমিশন পোর্টাল পুনর্গঠিত হয়েছে। জব ফেয়ার ও অ্যাপ্রেনট্রিসশিপ মেলা নিয়মিত চালু করা হয়েছে। নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ৪১,০৫০ জন প্রার্থী অ্যাপ্রেনট্রিসশিপের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এবং রোজগার সেবা পোর্টাল ও ৪৪টি জব ফেয়ারের মাধ্যমে ৬৪,৯৩৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট-এর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ৩৫৭টি হয়েছে, যার মধ্যে ৭৭টি সরকার চালিত, ৩টি সরকার পোষিত, ১টি কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত এবং ২৭৬টি স্ব-অর্থায়িত। রাজ্যের ৬৯টি মহকুমার ৬২টি তে পলিটেকনিক স্থাপন করা হয়েছে। ২০১১-র ১৭,১৮৫ জনের তুলনায় ২০২৫ সালে ছাত্রধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪,১২০ জন হয়েছে। মেকাট্রনিক্স, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সাইবার ফরেন্সিক, তথ্য নিরাপত্তা এবং ইনটেরিওর ডেকরেশন ইত্যাদির বিভিন্ন কোর্সের সূচনা করা হয়েছে।

NCVET দ্বারা দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং (WBSCVT) পুরস্কার প্রদানকারী এবং মূল্যায়নকারী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ২০২৪

সালের এপ্রিল মাসে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোমোশন স্কিম' (WBAPS) চালু করা হয়েছে। যাতে রাজ্যের অভ্যন্তরে শিক্ষানবিশদের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা করে এবং রাজ্যের বাইরে কর্মরতদের জন্য মাসিক ২,৫০০ টাকা করে রাজ্য সরকার দ্বারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্ট-২০২৫-এ ৫ জন ITI প্রশিক্ষার্থী— যার মধ্যে ৩জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা জাতীয় স্তরে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। ২জন সরকারি ITI প্রশিক্ষক ন্যাশনাল টিচার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ লাভ করেছে। রাজ্য বাজেট অনুসারে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রথম স্টেট স্কিল কম্পিটিশন ২৫টি ক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে এবং ১১৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ২০ জনকে বিজয়ী চিহ্নিত করেছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্যস্তরে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালে প্রথম 'উৎকর্ষ বাংলা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৬ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া

রাজ্য যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর খড়দায় বেঙ্গল ফুটবল একাডেমি, অমল দত্ত ক্রীড়াঙ্গন, দমদমে রাইফেল শুটিং একাডেমি এবং ব্যাডমিন্টন একাডেমি, পুরুলিয়ার কাশীপুরে উইমেন ফুটবল একাডেমি, বেলেঘাটায় স্টেট সুইমিং একাডেমি, বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বেঙ্গল টেনিস একাডেমি এবং টেবিল টেনিস একাডেমি স্থাপন ও সুইমিং পুল, মাল্টিজিম, মিনি ইনডোর গেমস/রিক্রিয়েশন কমপ্লেক্স, প্লেগ্রাউন্ড স্থাপনের মাধ্যমে ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতিসাধনে জন্য সচেষ্ট। খেলাধুলার উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত ও সংগঠনমূলক বিভিন্ন অনুদান দেওয়া হয়েছে।

তরুণ ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ প্রদানের জন্য হকি প্রশিক্ষণ, কোচিং এবং প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে ২২,০০০ দর্শকাসন বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়াম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নির্মাণ করা হয়েছে যা হকি প্রশিক্ষণ ও কোচিং-এর হাব হিসাবে কাজ করবে, এর ফলে তরুণ খেলোয়াড়রা খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। সম্প্রতি এই হকি স্টেডিয়ামে ৮ই নভেম্বর থেকে ১৬ই নভেম্বর ২০২৫ হকি বেঙ্গলের সহযোগিতায় ১২৬তম বেটন কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Indian Football Association (W.B.)-এর সহযোগিতায় কন্যাশ্রী কাপ এবং U-14 এবং U-17আন্তঃজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপ, ২০২৫ বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১২তম আই. এস. এল.(12th ISL) সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় যেসব অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের মাসিক ১,০০০ টাকা সাম্মানিক প্রদান করা হচ্ছে। ১,৫৮০ জন ক্রীড়াবিদকে নিয়মিত ভিত্তিতে এই সাম্মানিক প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পদকবিজয়ী ক্রীড়াবিদদের অসামরিক এবং পুলিশ দপ্তরে নিয়োগের জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকার অধীনে ৭৮তম সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী ২১জন ফুটবলারকে পুলিশ দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮৭জন পদক বিজয়ী ক্রীড়াবিদকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

যুব কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (YCTC) এই রাজ্যের ছাত্রযুবদের স্বল্পমূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ২০২৫ সালে ৮৯০ টি সেন্টারে ১,৬০,৮৯৯ জন শিক্ষার্থীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

দুর্গাপূজা 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' হিসাবে 'ইউনেস্কো' স্বীকৃতি লাভ করেছে। বার্ষিক দুর্গাপূজা কার্নিভালে (৫ই অক্টোবর, ২০২৫) রেড রোডে এবং তার আগের দিন বিভিন্ন জেলায় ৯০টিরও বেশি বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিমার বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উৎসবমুখর আবহ প্রদর্শনের মাধ্যমে গৌরবময় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'লোক প্রসার' প্রকল্পের অধীনে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ১.৮ লক্ষ লোকশিল্পীদের ১,০০০ টাকা 'রিটেনার ফি' হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠ (ষাটোর্ধ্ব) লোকশিল্পীদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে। নথিভুক্ত লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রদর্শনের জন্য ১,০০০ টাকা করে পারফরম্যান্স ফি দেওয়া হয়। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি রিটেনার ফি, পারফরম্যান্স ফি এবং পেনশন পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই বিভাগের পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাংলা মোদের গর্ব'- একটি সচেতনতামূলক ও সাংস্কৃতিক মেলা, বিভিন্ন জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসব, কলকাতা ও জঙ্গলমহলে সাহিত্য উৎসব, থিয়েটার উৎসব, যাত্রা কর্মশালা, পরম্পরা ডান্স ফেস্টিভাল, ক্লাসিকাল ডান্স ফেস্টিভাল, দলিত সাহিত্য উৎসব, রাজ্য চারুকলা উৎসব, ডুয়ার্স আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। আন্তঃস্কুল নাট্য প্রতিযোগিতা, যুব শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন এবং 'নূতন যৌবনের দূত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের ৬ই নভেম্বর থেকে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত ধনধান্য স্টেডিয়ামে '৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' (KIFF) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনী এবং প্রদীপ কুমার, শ্যাম পেকিনপা, রবার্ট অল্টম্যান, রিচার্ড বাটন, উজসিয়েচ হাস, গুরু দত্ত এবং সন্তোষ দত্তের শতবার্ষিকীতে সম্মানজ্ঞাপন করা হয়। ২১টি প্রেক্ষাগৃহে ৩৯টি দেশের ২১৫টি সিনেমা প্রদর্শিত হয় এবং ৭টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

২০২৫-এর ২৪শে জুলাই 'মহানায়ক উত্তমকুমার সম্মান' অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালনের মাধ্যমে অভিনেতা ও ফিল্মের সাথে যুক্ত কলাকুশলীদের বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

২০২৫-২৬-এর এই বিভাগ মহান ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে। কলকাতা ও অন্যান্য জেলাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবি প্রণাম) ও কাজি নজরুল ইসলামের (নজরুল জন্মজয়ন্তী) স্মৃতিতে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। তাদের মৃত্যু বার্ষিকীতেও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্তের স্মৃতিতে কথায় ও গানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে 'বাংলা দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

পুরোহিতদের সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আর্থিকভাবে দুর্বল পুরোহিত ও পূজারিদের আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার মাসে ১,৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে চলেছে যা সরাসরি সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে। ২৯,১৮১ জন পুরোহিত এই সুবিধা পাচ্ছেন।

'ডিরেক্টরেট অব আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম'-এর তত্ত্বাবধানে মালদার পাণ্ডুয়ায় পাঠান প্যালেস (হামাম); পুরুলিয়ার ঝালদায় বেগুনকোদর-এর রাসমন্দির; বোরাম

দেউলঘাটায় ৩টি মন্দির ও পাথরের স্থাপত্য; পুরুলিয়ার পাকবিরায় পরিত্যক্ত জৈন মন্দির ও পাথরের ভাস্কর্য; পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি গড়ের হাওয়া মহল এবং আটচালা মন্দিরের সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

বীরভূম জেলার বাঁশলোই, ব্রাহ্মণী এবং ময়ূরাক্ষী নদীর খাদ বরাবর 'ডিরেক্টরেট অব্ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম' দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হয়েছে। প্রস্তর যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত অসংখ্য স্তূপ, প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী এবং স্মারক শনাক্ত এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।

যাত্রাশিল্পী এবং থিয়েটার গ্রুপগুলির আর্থিক উন্নয়নমূলক খাতে ৮০২ জন দরিদ্র এবং বয়স্ক যাত্রাশিল্পীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ৮৫ জন শিল্পীকে 'লিটারেরি অ্যান্ড কালচারাল পেনশন স্কিম'-এর অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট, ২০১৮'—র মাধ্যমে ১৫৪ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিককে মাসে ২,৫০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে, যা 'সরাসরি সুবিধা প্রদান' পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে।

৩.১৮ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

'সহানুভূতি প্রকল্প'-এর অধীনে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া নবম ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির ৭,৫৭১ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ১২.২৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলের ১২২ জন ছাত্র-ছাত্রী ও 'এডুকেশনাল-ওয়েলফেয়ার' হোম-এর ৩৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলের ৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৪৮ জন 'এডুকেশনাল-ওয়েলফেয়ার হোমের' আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীও ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ভরতুকি অনুদান প্রত্যেক মাসে শিক্ষার্থীপিছু ১,৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,২০০ টাকা এবং আপৎকালীন অনুদান শিক্ষার্থীপিছু প্রত্যেক বছরে ১,২০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের জন্য স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ২৭টি সরকার এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত জেলা লাইব্রেরিতে এবং ২৩২টি শহর/মহকুমা লাইব্রেরিতে কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার স্থাপন করেছে এবং এই উদ্দেশ্যে বিশেষ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর জন্য 'Read Your Own Book Corner' প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় দুটি জেলা বইমেলা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই আর্থিক বছরের আগামী মাসগুলিতে ২২টি জেলা বইমেলা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ধনধান্যে, আলিপুর, কলকাতাতে ৩১.০৮.২৫ তারিখে পাবলিক লাইব্রেরি দিবস পালন করা হয়েছে।

পাঠকের সুবিধার্থে দুষ্প্রাপ্য বই-এর ডিজিটাইজেশন এবং গ্রন্থাগারগুলির দ্রুত পরিষেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরি সার্ভিস মেন্টেন্যান্স সিস্টেম পোর্টাল এবং একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে ডিজিটাইজড করার জন্য একটি পাইলট প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে।

বস্তুগত পরিকাঠামো

৩.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি

বর্তমান অর্থবর্ষের ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত জলজীবন মিশন প্রকল্পের অধীনে ৯,৩৩০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫৭,৫৬৪.০১ কোটি টাকা খরচের মাধ্যমে ১৭৫.৫২ লক্ষ কার্যকরী নলবাহিত জল সংযোগ (FHTCs) রয়েছে এবং এইসমস্ত সকল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ১৭৫.৫২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৯৯.০৯ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এই সময়কালে ২.১৪ লক্ষ কার্যকরী নলবাহিত জলসংযোগ (FHTC)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত পরিবারে FHTCs মাধ্যমে নলবাহিত জল সরবরাহের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মোট ৯,০০৪টি গ্রামকে ১০০ ভাগ নলবাহিত জল সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে।

'জলজীবন মিশনের' অধীনে ৫৫,২৫২টি স্কুল, ৪১,৮৯৫টি অঙ্গনওয়াড়ি এবং ৮,৩৩৯টি স্বাস্থকেন্দ্রে প্রবাহমান জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২,৯১৪টি গ্রাম

পঞ্চায়েত বিল্ডিংস, ২,০৩৫টি আশ্রমশালা, ৩,৭৩৯টি কমিউনিটি সেন্টার, ১৩৩টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ৩৭২টি অন্যান্য সরকারি কার্যালয়ে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

পানীয় জলের গুণমান রক্ষা ও সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ২১৬টি ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ (NABL) দ্বারা স্বীকৃত জল পরীক্ষা ল্যাবরেটরি কাজ করছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে ২১৬টি জলের গুণমান পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩,৪০,৬৩৫ রকম নমুনা পরীক্ষার কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রত্যন্ত বসতি অঞ্চলে পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষার জন্য ৯টি মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান (MLVs) নিযুক্ত করা হয়েছে। ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন (IEC)-এর মাধ্যমে এমএলভি (MLV) গ্রামীণ এলাকায় জনসচেতনা মাধ্যম হিসাবে পরিষেবা দেয়। ২০২৫-২৬-এ এমএলভি (MLVs) দ্বারা ১,৫১৪ রকমেরও বেশি পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

৪২,৮৭৬ জন যুবকে 'উৎকর্ষ বাংলা'-র অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্লাম্বার, পাইপ ফিটারস, পাম্প/ভালব অপারেটরস, ইলেকট্রিশিয়ানস্ এবং মেকানিকস-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, জলজীবন মিশন-এর প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং চালনা ও সৃষ্ট সম্পদগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

৫৬,৮১২ জন আশাকর্মীকে 'ফিল্ড টেস্ট কিটস্' (FTK)-এর মাধ্যমে জলের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আশাকর্মীরা-FTK-এর মাধ্যমে FHTC, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ২,০৮,৮১৩ রকম জলের নমুনা পরীক্ষা করেছেন।

জাপান ইনটারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA) -এর সহায়তায় পুরুলিয়ায় ১,২৯৬ কোটি টাকার অনুমোদিত খরচে রূপায়ণের অধীন জলসরবরাহ প্রকল্পটি, যা জুলাই, ২০২৬-এর সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এবং এই প্রকল্পে ৮.১৭ লক্ষ লোক উপকৃত হবেন।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (ADB)-এর সহায়তায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প ৩, ৮৭০ কোটি টাকা অনুমোদিত

খরচে বাস্তবায়নের পথে যা, আগামী ডিসেম্বর, ২০২৬ এ সম্পূর্ণ হবে এবং এর ফলে ২৪.১১ লক্ষ লোক উপকৃত হবে।

খরা, বন্যা পরবর্তী অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের, মেলা, অনুষ্ঠান ও সরকারি মিটিং ইত্যাদি বিবিধ লোকেদের জন্য, ৩২.৪৫ লক্ষ পানীয় জলের বোতল, ২.৯৭ কোটি পানীয় জলের প্যাকেট এবং ৩.৯৫ কোটি লিটার বহনযোগ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে পানীয় জল বিতরণ করা হয়েছে।

২০২৫-এর গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গণে আগত তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো যেমন— অস্থায়ী আবাস, সুরক্ষিত পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থায় জল সরবরাহ, তরল ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাসন, অগ্নি নির্বাপণ ও সুরক্ষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত সফলভাবে করা হয়েছে।

৩.২০ পরিবহণ

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত) সুবিধা পোর্টাল ও উত্তর সুবিধা পোর্টালসহ মোটর যানবাহন থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে ২,৯২২.৪৩ কোটি টাকা, যেখানে ২০২৪-২৫-এ মোটর যানবাহন থেকে আয় ছিল ৪,৩০৭.৭২ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪-এ ছিল ৪,০৬৬.৪০ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১তে ছিল ৯৩৬.০১ কোটি টাকা।

যে কোনো সময়ে মোটরগাড়ির প্রকৃত অবস্থান জানতে, ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করতে, নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং কিছু অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন করতে যা কিনা বিশেষত বিপদাপন্ন মহিলা ও শিশুদের জরুরি অবস্থায় সতর্কীকরণে ব্যবহৃত হবে, সেই উদ্দেশ্যে মোটরগাড়িতে কমান্ড এবং কন্ট্রোলসহ ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম (VLTS) চালু করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ (নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত) ১৩,৭০১টি (VLTD) লাগানো হয়েছে এবং শুরু থেকে ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১,৭৮,৯৭৩টি (VLTD) লাগানো হয়েছে।

চালু ODTTAs-এর তুলনায় সরকার অনুমোদিত APP CAB সার্ভিস, 'যাত্রীসাথী' পরিষেবা চালু করা হয়েছে যেখানে আরোহী ও চালক উভয়ই অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে। ২০২৫-এর নভেম্বর পর্যন্ত ১,২৬,৪৪৬ জন অনলাইন ড্রাইভার নিবন্ধন (Register) করা হয়েছে।

নিরাপদ জল পরিবহণ পদ্ধতির জন্য 'জলধারা' প্রকল্প চালু করা হয়েছে যেখানে চলতি দেশি-নৌকা ভুটভুটিকে সঠিকভাবে যন্ত্রচালিত করা হয়। 'জলধারা' প্রকল্পের অধীনে উন্নত নিরাপদ ও সুরক্ষিত জেটি/ফেরিঘাট-এর নিশ্চিতকরণে ২৭৯টি ফেরিঘাটে ১১৯টি জলধারা যন্ত্রচালিত নৌকা এবং ৫৪৯ জন 'জলসাথী' নিযুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কাজগুলি প্রধানত — ট্রান্সপোর্ট ডিরেক্টরেট, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, PWD, UD & MA, H&FW এবং স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে ২০১৫-তে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭,৫৫৫টি ও ৬,৬৫৬ জন যা ২০২৪-এ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪,৩৯২টি ও ৬,৩৫২ জন।

গাড়ির মালিক যাতে আরও সহজ ও স্বচ্ছভাবে তাদের বকেয়া মেটাতে পারে, তার জন্য পরিবহণ দপ্তর, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশ দ্বারা মোটর ভেহিকল (MV) কেসের জরিমানা আদায়ের জন্য 'সংযোগ' পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

২০২৫-এর ৯ই অক্টোবরে টোটো (TOTO)-র গতিবিধি ও নিয়ন্ত্রণের নীতি-নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। স্ব-শংসাপত্রের ভিত্তিতে টোটো (TOTO) গাড়ির ডিজিটাল সীমানা নির্ধারণের কাজের জন্য টেম্পোরারি টোটো এনরোল নাম্বার ('TTEN'), ই-রিক্সা এবং TTEN পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার, পেট্রাপোল, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা এবং জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে ট্রাক পার্কিং প্লেস/টার্মিনালস দ্বারা সুসংহতভাবে চেকপোস্ট চালু করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ICPs/LCS-এ দ্রুত এবং মসৃণভাবে গাড়ি চলাচলের জন্য ল্যান্ডপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কাস্টমস (CBIC) এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF)-এর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের দ্বারা প্রস্তুত 'সুবিধা'-ভেহিকল ফেসিলিটেশন সিস্টেম, একটি উৎসর্গীকৃত পোর্টাল চালু করা হয়েছে। 'সুবিধা' ফেসিলিটেশন সিস্টেম ব্যবহারকারীর সমস্যার দ্রুত সমস্যা সমাধানে ডেডিকেটেড হেল্পলাইনসহ একটি ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে ICP বিবিধ স্থানে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের মাল পরিবহণের গাড়ি (goods vehicle) রপ্তানির জন্য বর্তমানে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে এবং এই পরিষেবা অন্যান্য পোর্টেও বাড়ানো হবে। ২০২৫-২৬-এর

৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত ২,৩২,৫১৮টি গাড়ি সুবিধা পোর্টাল ফেসিলিটি গ্রহণ করেছে এবং এর জন্য ১৫১.১২ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০২৫-২৬-এর ৩০.১১.২০২৫-এ মোট ৩,৪৩৪টি গাড়ি উত্তর সুবিধা পোর্টাল ব্যবহার করেছে এবং এর জন্য ৪.৩৮ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বাহন ডেটা বেস-এর মাধ্যমে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে চালু ২,০৪,৪৯১টি মোটরগাড়ির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের পুরানো গাড়ির নব রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৩০টি রেট্রো-ফিটমেন্ট (retro-fitment) সেন্টার রয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন CNG, LPG এবং ইলেকট্রিক কিট উৎপাদনকারীদের জন্য এবং রেট্রো-ফিটমেন্ট কেন্দ্রের ইউজার আইডি নথিভুক্তকরণ ও তৈরির জন্য 'পরিবহণ সেবা পোর্টালের' অধীনে 'বাহন গ্রিন সেবা' লিঙ্ক চালু করা হয়েছে। নভেম্বরে; ২০২৫-পর্যন্ত ১১,৫৮১টি মোটরক্যাব-এর রেট্রো ফিটমেন্টসহ ১,৬৬,৫৫৮টি বিভিন্ন ধরনের মোটর ভেহিকেলসের রেট্রো-ফিটমেন্ট করা হয়েছে।

এর পূর্বে EV পরিকাঠামো তৈরিতে NCAP ছাড়া অন্য ফান্ড থেকে (WBTC) ১২০টি ইলেকট্রিক বাস (Fame-1-এর অধীনে ৮০, Fame -২-এর অধীনে ক্যাপেক্স মোড-এ ৪০টি) ক্রয় করেছে। এছাড়াও NCAP ব্যতীত অন্য ফান্ড থেকে ২২৫টি CNG বাস কেনার কাজ প্রক্রিয়াধীন।

প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচে GRSE-এর দ্বারা তৈরি একটি CNG ইলেকট্রিক ফেরি 'ঢেউ' নামে কাজ করে চলেছে। এছাড়া, WBIWTLSDP প্রকল্পের ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রায় ২৪০ কোটি টাকা খরচে ১৩টি হাইব্রিড (ইলেকট্রিক + ডিজেল) জাহাজ (vessel) তৈরির কাজ চলছে।

পরিবহণ দপ্তরের অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (WBTC) ১৯টি বিভিন্ন বাসডিপো/বাসস্ট্যান্ডে ৮৪টি ইভি (EV) চার্জার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পুল কার অফিসে একটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জার চালু করা হয়েছে।

৩.২১ পূর্ত

পূর্ত বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মূল স্তম্ভ। এটি রাজ্যের মূল্যবান সম্পদের যেমন— রাস্তা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহ্যশালী কাঠামোগুলির

নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের সামাজিক ও আর্থিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সড়ক সংযোগের মাত্রা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য, যানবাহন চলাচল ও জ্বালানির অপচয় কমানোর স্বার্থে বর্তমান অর্থবর্ষে বিভিন্ন জেলায় ২,০৭১.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৬টি রাস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৪৯ কিমি রাস্তা, ১৬টি সেতু এবং একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ (ROB)-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৫.২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯টি জীর্ণ সেতুর পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ৪.৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি সড়ক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কন্টাই-বেলদা রোড (SH-5) ১.৬৮৭ কিমি থেকে ৩৩.৪ কিমি চওড়া করা সম্ভব হয়েছে। ১২৯.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় কুলি-বড়ঞা-গ্রামসালিকা-মজলিশপুর- রামজীবনপুর রাস্তা ০ কিমি পোস্ট থেকে ২৮.৫৫ কিমি চওড়া করা হয়েছে।

১২৭.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় কুলি-মোড়গ্রাম রাস্তা (SH-7) ০ কিমি পোস্ট থেকে ৩৬.৪৫ কিমি চওড়া করা হয়েছে। ১০৮.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়া জেলায় বরাকর-পুরুলিয়া রোডের (SH-5) এর রঘুনাথপুর থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত অংশ ৩৩.৫ কিমি থেকে ৭২.৯৬২ কিমি দুই লেনের পাকা রাস্তা হিসেবে চওড়া এবং মজবুত করা হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ১০০.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে চৈতন্যপুর-কুকড়াহাটি রাস্তা ০ কিমি পোস্ট থেকে ৬.৮ কিমি এবং চৈতন্যপুর-বালুঘাটা রাস্তা Ch. ০ কিমি পোস্ট থেকে ৯.২ কিমি পর্যন্ত চওড়া এবং মজবুত করা হয়েছে। ৬২.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণা-ঘাটাল রোড (SH-4) ০ কিমি পোস্ট থেকে ১৭.৮৫৫ কিমি পর্যন্ত সুদৃঢ় করা হয়েছে।

৪৮.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মালদা জেলায় ৩২.০৯ কিমি থেকে ৫৪.৫৭ কিমি SH-১০ এর ৬ কিমি পোস্ট থেকে ২১.২৮ কিমি বামনগোলা-হাবিবপুর রাস্তা এবং বুলবুলচণ্ডী-হবিবপুর রাস্তা ০ কিমি পোস্ট থেকে ৭.২০ কিমি রাস্তা দুই লেনে সম্প্রসারিত এবং মজবুত করা হয়েছে। ৪৭.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়া জেলায়

দমদা-চাকুলতোড়-দারাদি-কেন্দা-মানবাজার রাস্তা ১২ কিমি পোস্ট থেকে ১৮ কিমি এবং ৩২ কিমি পোস্ট থেকে ৪৬ পোস্ট কিমি রাস্তা চওড়া এবং মজবুত করা হয়েছে।

৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়া জেলায় বলরামপুর-বড়বাজার-সিন্দ্রি রোড (SH-4) ০ কিমি পোস্ট থেকে ১৯ কিমি পোস্ট চওড়া ও সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়েছে। ৪৫.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বারুইপুর-রামনগর-উত্তরভাগ-পোর্ট-ক্যানিং রাস্তা ০ কিমি থেকে ২৫ কিমি পোস্ট রাস্তা মজবুত করা হয়েছে।

৩.২২ ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সঙ্গতিপূর্ণ ও সরল নাগরিক পরিষেবার জন্য সরকার সময়মতো মিউটেশন ও জমির নাম পরিবর্তনের কাজের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৪৫,৬৮,০৪২টি মিউটেশনের কাজ ও ১,২৭,৫৬৪টি ভূমি রূপান্তরের কাজ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

পূর্বে ইজারাভিত্তিক সত্তা সংক্রান্ত জমির ক্ষেত্রে বন্ধকি ঋণ নিতে কিংবা ওই ধরনের জমির সত্তা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রিম অনুমতি নিতে হত বলে সম্পন্ন হতে দেরি হত। সেই কারণে ২০২৩ সালে WBLR Act, 1955-এর Section 52 (2) ধারা সংশোধন করে সরকারি জমির চিরস্থায়ী মালিকানা দেওয়ার সংস্থান করা হয়েছে।

৬(২) ধারায় জমি যা ধারক (Retainer)/স্থানান্তরকারী (Transferees) দ্বারা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে তা যাতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বসবাসের ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব হয় তার জন্য WBLR Act, 1955-এর Section 4B (2) এর অনুসারী একটি আদেশনামা-র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে যার নং ৬৩১-এল পি তারিখ ১৮.০২.২০২০।

শিল্প ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে Long Term Settlement (LTS)- পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি নং 3920-LP/1A-02/24 তারিখ 30.10.2024-এর মাধ্যমে ২০২৪-এ WBL & LR Manual, 1991-এর Rule 226 সংশোধিত হয়েছে।

Ease of Doing Business reforms-এর অধীনে ২০২৫-এ Memorandum No. 3927-LP/1A-12/13 dated 17.11.2025-এর মাধ্যমে শিল্পকার্যের উদ্দেশ্যে জমির নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে আরও সরল করা হয়েছে।

বন্ধ বা পরিত্যক্ত চা-বাগানগুলি চালু এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বাগানগুলি স্বল্প সময়ের জন্য লিজের অনুমোদন দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি SOP জারি করা হয়েছে যার বিজ্ঞপ্তি নং ৩৯৫৫-এল পি/৩টি ০৩/২৪ তারিখ ০৬.১১.২০২৪।

২০১৭ থেকে সমস্ত কৃষিজমির উপর সম্পূর্ণ খাজনা মুকুব (ভূমিরাজস্ব ও উপকর) কার্যকরী হয়েছে। ২০২২-এ e-khajna module চালু হয়েছে এতে নাগরিকদের বাড়ি থেকে অনলাইনের মাধ্যমে জমি রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগিয়ে — ৫০,২৪,৯৩৯ জন অকৃষিযোগ্য জমির রায়ত অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে স্ব-ইচ্ছায় ২২৫.৪৩ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব প্রদান করেছেন।

সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার উদ্দেশ্যে বিচক্ষণতার সাথে সরকারি জমি ব্যবহার করতে হবে। সময়ে সময়ে এই দপ্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নতিতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে আন্তঃবিভাগীয় স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমি প্রদান করে থাকে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬২টি Long Term Settlement (LTS)-এর মাধ্যমে ৮৭৮.৩৫ একর সরকারি অধিগৃহীত জমির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ বাবদ সালামি ও বার্ষিক ভাড়ার জন্য প্রথম বর্ষে প্রায় ১৪৭.৪১ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৩৫.২৬ একর জমির ১৩৭টি ইন্টারডিপার্টমেন্টাল ট্রান্সফার (IDT) মঞ্জুর করা হয়েছে। ৪টি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের জমি ভারত সরকারকে স্থানান্তর করার কাজ মঞ্জুর হয়েছে যা ১০ একরের বেশি এবং যার ট্রান্সফার ভ্যালু ৬.২৩ কোটি টাকা।

অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ৭,২১০টি কৃষিজমি পাট্টা, ১১,০৮০টি চা-বাগান পাট্টা, ৫,৫১১টি হোমস্টেড পাট্টা এবং রিফিউজি কলোনিতে ৫৮১টি ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিডস্ (FHTD) দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ১,৯৫,০২৪টি কৃষিজমি-পাট্টা, ৪৬,৯২৩টি চা-বাগান পাট্টা, ৯২,৯৫২টি বাসস্থান (Homestead) পাট্টা ২,২৬,২৭৩ টি নিজ গৃহ নিজ ভূমি (NGNB) পাট্টাসহ ৫৯,৭০৭টি FHTD পাট্টা উপযুক্ত পরিবারগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

২০২২ থেকে ব্যাবসা সরলীকরণ ও স্বচ্ছতার উদ্দেশ্যে বাংলারভূমি পোর্টালে একটি ব্রিকফিল্ড মডিউল চালু করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) ১৬.১৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই বিভাগ মোট ২,৪৪৯.১১ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে।

৩.২৩ বিদ্যুৎ

চলতি অর্থবর্ষে ২০২৫-২৬-এ রাজ্যে নভেম্বরের ২৫ তারিখ পর্যন্ত ৫,৭২,১৮২টি নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৩ টি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট সাব-স্টেশন তৈরি করা হয়েছে, যার ক্ষমতা ২৪৫.২ MVA । এছাড়া অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদাপূরণে ৬৫০.৫ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন ৮০টি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট সাব-স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। ৫,৯১৫টি ১১ KV বহির্গামী ফিডার মিটারিং সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রিড আধুনিকীকরণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে WBSEDCL (WBEDGMP)-'এক্সটারনাল এইডেড প্রোজেক্ট (EAP)' হিসাবে ২,৮০০.৫৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে কাজ শুরু করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক (IBRD) ও 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক (AIIB)' থেকে পাওয়া আংশিক ঋণ এবং রাজ্যের ৩০ শতাংশ অংশীদারিত্বে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ১,৮৮৩ কোটি টাকা এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে। WBEDGMP এই প্রকল্পে শিলিগুড়ি, বারুইপুর, চন্দননগর, আসানসোল, বাগুইহাটি-কেষ্টপুর, রাজারহাট এবং খড়গপুরে ৮৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১১টি জেলায় ১৬টি জি আই এস সাবস্টেশন নির্মাণাধীন রয়েছে, যাতে মোট বিনিয়োগ করা হয়েছে ২০৫.২৮ কোটি টাকা।

১০,২১৬.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে RDSS-প্রকল্প গঠন করা হয়েছে যা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ প্রকল্পে বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করবে, এই প্রকল্পে ধাপে ধাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১,৩৯৪.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা আছে। ১,৯০০.৬৮ কোটি টাকার আর্থিক অগ্রগতিসহ ৬০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। RDSS -এর স্টেট শেয়ার-এর অধীনে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ৪৯৪.১৩ কোটি টাকা দিয়েছে।

বিভিন্ন নাগরিককেন্দ্রিক উদ্যোগ যেমন— 'দুয়ারে সরকার' এবং 'আমার পাড়া আমার সমাধান'-এর মাধ্যমে ৩৯,৪২৯টি নতুন বৈদ্যুতিন সংযোগের আবেদন গৃহীত হয়েছে। ২৩,৭৫১টি সংযোগ ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ৬৩,২৪৯টি আবেদনপত্রের আউটস্ট্যান্ডিং বকেয়া ভরতুকি অনুমোদনের কাজ চলছে এবং ৫৭,৩১৬টি ভরতুকি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সাব-স্টেশনের ফাঁকা জমিতে বেসরকারি উদ্যোগের সাথে যৌথ সহায়তায় আয় বণ্টনের ভিত্তিতে e-ভেহিকেল চার্জিং পরিকাঠামো উন্নয়ন করে e-ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৩টি বিভিন্ন পর্বে EV অ্যাক্সিলেটর

সেলের আওতায় ১৮৮টি e-ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ৩০টি EVCS চালু আছে এবং এ পর্যন্ত ৪.৫ কোটি টাকার আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

রাম্মাম স্টেজ-II (১৩.১০ কোটি টাকা)-এর জন্য ৪টি পেল্টন রানার সংগ্রহ করা হয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জলঢাকা স্টেজ-II-এ ৫টি MVA ট্রান্সফর্মার আনা হয়েছে। রাম্মাম স্টেজ-II-এর ১২০ kW মাইক্রো হাইড্রেল প্রোজেক্টের জন্য DPR শেষ হয়েছে। ৩১.১০.২০২৫-এ ২৫৩.১৬ MW সোলার ক্যাপাসিটি স্থাপন (২৪০.২০ MW গ্রাউন্ড-মাউন্টেড+ ১২.৯৬ MW রুফটপ), ৯৩৭.৩৯ MU উৎপাদন করা হয়েছে। ২০ MW সোলার প্রোজেক্ট (গঙ্গাপুর ফেজ-I এবং ফেজ-II, বীরভূম) এবং PPSP আপার ড্যাম (পুরুলিয়ায়) ৫ MW ফ্লোটিং সোলার তৈরির কাজ চলছে।

শুল্কে মূল্যবৃদ্ধি প্রশমিত করতে রাজ্য সরকার কৃষিসংক্রান্ত গ্রাহকসহ ১.৭৪ কোটি গৃহস্থ গ্রাহককে অগ্রিম ভরতুকির সুবিধা দিতে রাজ্য সরকার চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ১,৪০৮.৫৫ কোটি টাকা দিয়েছে। এর সঙ্গে প্রায় ৩৪ লক্ষ গ্রাহককে 'হাসির আলোর' আওতায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ-এর সুবিধা দিতে WBSEDCL-কে মোট ১৪৯.০৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু রাজ্য সরকার ১.৫০ লক্ষ গ্রাহককে প্রতি মাসে 'হাসির'আলোর আওতায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ-এর সুবিধা দিতে CESC-কে চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ৭.৭৫ কোটি টাকা দিয়েছে।

১৭টি ক্রিটিকাল ইনস্টলেশন-এর ক্ষেত্রে WBSEDCL ISO 27001: 2022 সার্টিফিকেশন লাভ করেছে। বর্তমান অর্থবর্ষে হোয়াটসঅ্যাপ বট, এআই বেসড্ মিটার রিডিং, অটোমেটেড পেমেন্ট প্রসেসেস, আইওএস বিদ্যুৎ সহযোগী অ্যাপ, সেফটি ইনস্পেকশন অ্যাপ এবং স্মার্ট প্রিপেড ড্যাশ বোর্ড ইত্যাদি অটোমেটেড সার্ভিসেস চালু করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার বাসুদেবপুর এবং রানিতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বেলেগাছিতে নতুন কাস্টমার কেয়ার সেন্টার স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বাসুদেবপুর কাস্টমার কেয়ার সেন্টার-এর উদ্বোধন নভেম্বর, ২০২৫-এ হয়েছে এবং অন্যান্যগুলির উদ্বোধনও বর্তমান অর্থবর্ষে সম্পন্ন হবে।

ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার জন্য WBSETCL পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একাধিক বিদ্যুৎ সাবস্টেশন চালু এবং উন্নত করেছে। এই সময়ের মধ্যেই আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় ৪২০ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন, ২২০/১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন,

মালদা জেলার হাবিবপুরে ১০০ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সিলিকন ভ্যালিতে ২০০ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩২/৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন চালু করা হয়েছিল। অতিরিক্ত ১০০০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতা যুক্ত করে পূর্ব বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়াতে ২২০/১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন থেকে ৪০০/২২০/১৩২/৩৩ কেভি স্টেশনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩২০ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে ১৩২/৩৩ কেভি থেকে ২২০/১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশনের মানোন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মোট ৩,১০৪.৩০ MVA ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ১৩৬.২১ সার্কিট কিলোমিটার (CKM) লাইন যুক্ত করা হয়েছে। WBSETCL তার ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা ৯৯.৯৪% বজায় রেখেছে (৩১.১০.২০২৫ পর্যন্ত)।

চলতি অর্থবর্ষে (২০২৫-২৬), WBPDCL ২০,৭৫৮ MU (নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত)-এর রেকর্ড ব্রেকিং গ্রস উৎপাদনশীলতা অর্জন করেছে যা এই সময়ের সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৪,৪০২ MW-এর সর্বোচ্চ মাত্রা ইন্সটলড ক্যাপাসিটি ৪,২৬৫ MWকে অতিক্রম করে গেছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লোড ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মানের বিচারে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (CEA)-র অনুসারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং WBPDCL একটি সংস্থা হিসাবে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে।

২০২৫-২৬ চলতি অর্থবর্ষে WBPDCL-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত সব কয়লার উৎস হল এর ক্যাপটিভ খনি যা কোল ইন্ডিয়া সাবসিডিয়ারিস-এর থেকে কয়লা উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাকে হ্রাস করেছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে WBPDCL বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রোজেক্ট-এ ১ ও ২ নং ‘র ওয়াটার পন্ড’এবং সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ প্রোজেক্ট ১ ও ২ নং ‘র ওয়াটার পন্ড’-এ দুটি ১০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্লোটিং সোলার ফটোভোল্টেইক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দত্তাবাঁধে এবং ২ নং ‘র ওয়াটার পন্ড’-এ ৭.৫ MW ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার ফটোভোল্টেইক পাওয়ারের মধ্যে ৬ MW চালু হয়ে গেছে এবং বাকি ১.৫ MW-এর কাজ চলছে।

দেওচা-পাচামি-দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিং কোল ব্লকের ২,৬০০ মিলিয়ন টন ব্যাসাল্ট পূর্ণ ৩২৬.৭৮ একর জমি ব্যাসাল্ট উত্তোলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গ্রাউন্ড কোল মাইনিং-এর আওতায় গ্লোবাল EoI দেওয়া হয়েছে, যেখানে পোল্যান্ড থেকে একজন গ্লোবাল বিডারসহ ৬টি পার্টি অংশগ্রহণ করেছে।

২০৩০ সালের পরে চাহিদা এবং যোগানের বিদ্যুৎ ঘাটতিপূরণে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে DBFOO (ডিসাইন, বিল্ড, ফিনান্স, ওন, অপারেট) দ্বারা PPP মডেলে রাজ্য সরকার ১ম গ্রিনফিল্ড, ১,৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্প রূপায়ণের অনুমোদন প্রদান করেছে এবং এই প্রকল্পটি M/S JSW এনার্জিকে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৬,০০০ কোটি টাকার বেসরকারি বিনিয়োগ মারফৎ রাজ্যব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে।

একই উদ্দেশ্যে একই রুটের অধীনে রাজ্য সরকার দ্বিতীয় ২×৮০০ MW গ্রিন ফিল্ড স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করেছে যার জন্য জমি নির্দিষ্ট করতে হবে।

২টি ব্রাউনফিল্ড (থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট) TPP (ডিপিএল-এ ১×৮০০ MW, বক্রেশ্বরে ১×৬৬০ MW) স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় বক্রেশ্বর ড্যামে একটি বিশাল ফ্লোটিং সোলার ফোটোভোল্টেইক প্ল্যান্ট (FSPV), পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) এবং DPL-এ অতিরিক্ত ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাবিশিষ্ট গ্রিন সু (greenshoe) স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে (নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেড (DPL) সাফল্যের সঙ্গে ট্রান্স দামোদর কোল মাইন থেকে ১,৩১,৪৫৯ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করেছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত DPL ৭০.২৭% PLF সহ ২,২২৬.২৭০ MU বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করেছে। DPL-এর অব্যবহৃত জমির মধ্যে বালি, হাওড়াতে সাফল্যের সাথে জমিকে আর্থিকভাবে লাভজনক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা গেছে এবং পূর্ব বর্ধমানের বাহির সর্বমঙ্গলাতে এর আর্থিকভাবে লাভজনক পদ্ধতিতে ব্যবহারের কাজও সম্পন্ন হবে।

'তথ্যসাথী' পোর্টালে CEI দ্বারা ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশনের ড্রয়িং এবং সার্ভিস ডেলিভারির অনলাইন গ্রিভেন্স মেকানিজমের জন্য অনলাইন অনুমোদনের পাশাপাশি

অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সমস্ত BRAP প্লাস ২,০২৪ পয়েন্টস সাফল্যের সঙ্গে চালু করা হয়েছে।

৩.২৪ নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক

গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক পরিষেবা প্রদান এবং জীবিকার সুযোগের মাধ্যমে পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ নগরায়ণের সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য সচেষ্ট। একটি প্রযুক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নতমানের জীবনযাত্রা ও বিকাশশীল নগর উন্নতিতে সচেষ্ট।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ডেভলপমেন্ট অফ মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া (DMA)-এর অধীনে রাস্তাঘাটের নির্মাণ এবং সংস্কারের জন্য ২৫৬.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বেসিক মিনিমাম সার্ভিসেস (BMS) বিশেষত নিকাশি ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত ২৫.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বিভাগ জমাদারদের মর্যাদা রক্ষার জন্য ড্রেনগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

উত্তরপাড়ায় ইতিমধ্যে ৩১৫ KWP সম্পন্ন রুফটপ সোলার পিভি (PV) পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থা (KMC) কাউন্সিল অঞ্চল উন্নতি প্রকল্প ও সমন্বিত বরো-র উন্নতিপ্রকল্পে প্রতি ওয়ার্ড-এ যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ও ২০ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই বছর কালীঘাট স্কাইওয়াক সম্পূর্ণ হয়েছে। 'টক টু মেয়র' KMC-এর এমন একটি সফল পদক্ষেপ যার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের অভিযোগ ও সমস্যার সমাধান এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত আদান-প্রদান সহজ হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট অথরিটি (SUDA) কাজ করছে। ৭৫ হাজার নির্মল বন্ধু (কনজারভেন্সি ওয়ার্কার্স) বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্নতা সুনিশ্চিত করছে। ১৮টি ULB-তে ফ্রেশ ওয়েস্ট প্রসেসিং ব্যবস্থা চালু আছে, আরও ৫৫টি ULB-তে ফ্রেশ ওয়েস্ট প্রসেসিং ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ চলছে। অবশিষ্ট ৫৫টি ULB-তে ফ্রেশ ওয়েস্ট প্রসেসিং প্ল্যান্টের স্থাপনের কাজ দরপত্র (Tender) পর্যায়ে রয়েছে। ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ৯টি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। ৮৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন (MT) লিগ্যাসি ওয়েস্টকে বায়ো-মাইনড ও বায়ো-রেমিডিয়েটেড করা হয়েছে।

AMRUT পরিকল্পনার মাধ্যমে ৫,৮৩৩.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮টি জলসরবরাহ, ৭টি স্টর্ম ওয়াটার ড্রেইনেজ স্কিম, ৩টি সিউয়ারেজ ও সেপ্টেজ স্কিম, ২টি নন-মোটোরাইজড আরবান ট্রান্সপোর্ট স্কিম, ৪২১টি গ্রিন স্পেস ডেভলপমেন্ট স্কিম এবং ৩টি ওয়াটার বডি রিজুভিনেশন স্কিম সম্পূর্ণ হয়েছে। জল সরবরাহ পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে ৭৯ শতাংশ শহরাঞ্চলের পরিবারে জলের কল স্থাপন করা হয়েছে।

২,২৬৮ জন নিরাশ্রয় দুর্বল মানুষ শেল্টার ফর আরবান হোমলেস (SUH)-এ বসবাস করছে। এছাড়া বহু মানুষকে 'রাত্রিকালীন সার্ভের' মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের জন্য ৭২টি কার্যকর Shelter for Urban Homeless (SUH)-এর ব্যবস্থা করা গেছে। ২,৭৮,৩৫৩ জন শহরাঞ্চলের স্ট্রিট ভেন্ডরকে ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাইক্রোফিন্যান্স প্রদান করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৪১টি 'মা' ক্যান্টিনের মাধ্যমে ২৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ৮.৩০ কোটি দরিদ্র উপভোক্তাকে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

'জয় বাংলা' প্রকল্পের আওতায় জনপ্রতি ১,০০০ টাকা করে ২,৭৯,৫১১ জন ব্যক্তিকে বার্ধক্যভাতা, ২,০৮,৯০৮ জন মহিলাকে বিধবাভাতা এবং ১৩,৮২৩ জন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫-এ ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের অধীনে পরিবারের প্রধান আয় উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যুতে ২,০০৬টি দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকার পরিবারের প্রত্যেককে ৪০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। 'সমব্যথী' স্কিমের অধীনে ৪,৪৭,২১৩ জন দরিদ্র সুবিধাপ্রাপকদের প্রত্যেক পরিবারের মৃত সদস্যকে দাহ করা/কবর দেওয়ার জন্য ২,০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

৫.২০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ করে শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের প্রদান করা হয়েছে। ২.১৭ লক্ষ বাসস্থান নির্মাণের কাজ বিভিন্ন স্তরে আছে। অনুমোদিত ৭৬২টি UH & WC-এর মধ্যে ৪৮২টি সমাপ্ত হয়ে গেছে।

২০২৫-২৬ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট অথরিটি (KMDA) ৫০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫৩.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া ও কলকাতায় বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ-সহ ই এম বাইপাসে উল্টোডাঙা - গড়িয়া-র ৯.২ কিমি সেতু নির্মাণের কাজ, বাঘাযতীন ROB-এর সংস্কারের কাজ গ্রহণ করেছে।

২০২৫-২৬ এ নিউটাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি (NKDA) ২৪টি পার্কের সংস্করণ, বালিগুড়ি মার্কেট-সহ, সেন্ট্রাল মল, সাপুরজি, গীতাঞ্জলি ও তরুলিয়া-র কাছে

হকার্স মার্কেট তৈরি, ক্যানাল B (Part), E ও C -এর ঢাকনা তৈরি, খাল রক্ষণাবেক্ষণ ও নিষ্কাশন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ, পিকনিক স্পটে ৪টি কুটির নির্মাণ, NCAP-এর অধীনে আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজগুলি সম্পূর্ণ করেছে।

নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি (NDITA) নিকাশি ব্যবস্থার সৌন্দর্যায়ন, উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সহ পরিকাঠামোগত মানোন্নয়নের কাজ গ্রহণ করেছে। NDITA e-governance-এর মাধ্যমে নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

নগরোন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তর বিভিন্ন আধা শহরাঞ্চল এলাকায় পরিকাঠামোগত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ৪১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে মনুষ্য জীবন ও প্রকৃতির গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী ও কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.২৫ আবাসন

সাধ্যের মধ্যে বাসস্থান সংস্থানের উদ্দেশ্যে আবাসন বিভাগ বিভিন্ন সামাজিক বাসস্থান সংক্রান্ত প্রকল্পের রূপায়ণ এবং রিয়েল এস্টেট-এর নীতি নির্ধারণের কাজ করে চলেছে। হাউজিং ডিরেক্টরেট এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং বোর্ডের মতো ডিরেক্টরেটগুলির মাধ্যমে এই বিভাগ পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে।

২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ১১টি জায়গায় (site) Phase-II - তে ২,৮৫১টি একতলবিশিষ্ট বাসস্থান (dwelling unit) নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলাকর্তৃপক্ষকে (আলিপুরদুয়ার ১,৮৪২ টি, জলপাইগুড়ি ১,০০৯টি) হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'চা-সুন্দরী এক্সটেনশন' প্রকল্পে তিনটি জেলার ২৪,৫০০ জন (আলিপুরদুয়ার:১৪,০০০ জন, জলপাইগুড়ি: ১০,০০০ জন ও উত্তর দিনাজপুর: ৫০০ জন) সুবিধাভোগীদের প্রত্যেককে প্রথম কিস্তির ৬০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উক্ত ২৪,৫০০ সুবিধাভোগীদের মধ্যে ১৭,৬৩৩ জন যোগ্য সুবিধাভোগীদের প্রত্যেককে দ্বিতীয় কিস্তির ৪০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই বিভাগ ১,১৪৮টি আবাসন সমন্বিত ৩৩টি RHE পুরানো অথবা নতুন স্থানে তৈরি করেছে। ২০২৫-২৬ বর্ষে একটি RHE (কালিম্পং RHE, কালিম্পং B Type; ৮টি আবাসন)-এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আরও

একটি নতুন RHE (আলিপুরদুয়ার টাউন, কোর্ট রাইস মিল RHE, আলিপুরদুয়ার: A এবং D Type ৩২টি আবাসন)-এর কাজ চলছে।

২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই বিভাগ ২৬টি রাত্রিকালীন আবাসন কেন্দ্র তৈরি করে স্বাস্থ্য দপ্তরকে পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করেছে। ২০২৫-২৬-এ একটি 'রাত্রিকালীন আবাসন কেন্দ্র' (মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল : সিট - ১২০টি, বেড : ১০০ ডরমিটরি) নির্মাণ করা হয়েছে। এম.আর.বাঙ্গুর হসপিটাল, কলকাতায় ৫৮টি বেডযুক্ত একটি নতুন রাত্রিকালীন আবাসনের নির্মাণ কার্য চলছে।

২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এল.আই.জি. (LIG) ও এম.আই.জি. (MIG)-দের জন্য 'নিজশ্রী' হাউসিং প্রকল্পের অধীনে (i) নরমপুর-মেদিনীপুর, (ii) খড়গপুর-ইনদা, (iii) হলদিয়া-বাসুদেবপুর, (iv) বাঁকুড়া সদর, বাঁকুড়া, (v) অশোকনগর (উত্তর ২৪ পরগণা) এবং (vi) বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া, এই ৬টি স্থানে মোট ২০৮টি ফ্ল্যাট (১ বি এইচ কে-৬৪টি, ২ বি এইচ কে-১৪৪টি-এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২৫-২৬ এ অশোকনগর উত্তর ২৪ পরগণায় (টু.বি.এইচ.কে. : ১৬টি ফ্ল্যাট)-এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, 'কর্মাঞ্জলী' প্রকল্পের অধীনে কর্মরতা মহিলাদের জন্য ১৪টি হোস্টেলের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে, যেখানে স্বল্প বেতনভোগী মহিলারা নামমাত্র ভাড়ায় থাকবার সুবিধা পায়।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি (WBRERA) এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল'(WBREAT)-এর অধীনে সমস্ত অভিযোগ দায়ের ও প্রতিকারের কাজ অনলাইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট ১, ৫১৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে, ৫৮৪টির নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে এবং ৯২৭টি মামলা শুনানির পর্যায়ে আছে।

৩.২৬ অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস

অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস দপ্তর স্বচ্ছ ও দীর্ঘস্থায়ী সবুজ শক্তি উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পুনর্নবীকরণ শক্তির সর্বাধিক কার্যকরী ব্যবহার-এর মাধ্যমে সবুজ ও অধিকতর সাশ্রয়ী ভবিষ্যৎ অর্জনের জন্য অধীনস্ত সংস্থা WBREDA এবং WBGEDCL-এর মাধ্যমে এই দপ্তর কাজ করে।

২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে ভজনঘাট ১০ MW গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার পি ভি পাওয়ার প্ল্যান্ট গ্রিডকে শক্তি সরবরাহ করছে। এখনও পর্যন্ত ৬৩.১৩৪৮ MU (মিলিয়ন ইউনিট) সৌরশক্তি উৎপাদন করা হয়েছে এবং গ্রিডকে সরবরাহ করা হয়েছে।

আজ পর্যন্ত ৩,৫০০টির বেশি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাগুলিতে রুফটপ গ্রিড সংযোগ সমন্বিত সোলার-ফটোভোলটেইক পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রদান করা হয়েছে। ইনস্টলেশনের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং গ্রিড সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

একইভাবে সমস্ত জেলা কালেক্টরেট, কিছু এস পি অফিস, বিডিও অফিস এবং ক্রুশিয়াল পুলিশ ভবনে রুফটপ গ্রিড সংযোগ সমন্বিত সোলার ফোটোভোলটেইক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ করা হয়েছে।

ওয়েস্টবেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর কল্যাণী লেয়ার ফার্মে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ১.৫ MW রুফটপ সোলার ফোটোভোলটেইক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় এতে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ খরচ কমবে এবং প্রচুর খরচ সাশ্রয় হবে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-এর বিকল্প শক্তি ভবনে দুটি ৭.৪ KW EV চার্জিং স্টেশন-সহ ৪০ KW/১০০ KWh ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম-এর স্থাপনের অপর একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলায় প্রচুর সোলার স্ট্রিট লাইট ও সোলার হাই মাস্ট লাইট-লাগানোর কাজ চলছে। PWD, পরিবহণ দপ্তর, এবং জেলা কর্তৃপক্ষ 'ট্রাফিক ব্ল্যাকস্পট' হিসাবে এই সমস্ত জায়গা শনাক্ত করেছে। 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' প্রকল্পে সোলার স্ট্রিট লাইট ও সোলার হাই মাস্ট লাইটস প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, প্যাভলভ হসপিটাল এবং কলকাতার দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠ আনন্দ পলিটেকনিক কলেজে প্রত্যেকটির জন্য 'বর্জ্য থেকে শক্তি' প্রকল্প রূপায়ণের ২০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

NRES বিভাগ SHG, MSME ফিশারি ভ্যালু চেন এবং কৃষিক্ষেত্রে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস ব্যবহারের সম্ভাবনা অন্বেষণ করছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ১৬৪টি উপজাতি স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)-র জন্য চাষের জমিতে সোলার পাম্প বসানোর উদ্দেশ্যে ৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

WBREDA ৬টি একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুলে (EMRS) রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ও সোলার পি ভি স্ট্রিট লাইটিং সিস্টেম (SPV-SLS) এবং সোলার হিটিং সিস্টেম (SWHS)-সহ বসিয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট/আর এম সি-তে ফল ও সবজি তাজা রাখতে সোলার কোল্ড রুম স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে RIDF-XXXI-tranche -এর অধীনে উত্তর দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে ৫.০৮ কোটি ও ৫.৪৩ কোটি টাকা খরচের মাধ্যমে ২৪টি সোলার কোল্ড রুম স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে RIDF-XXXI tranche-এর অধীনে সিস্টেম-সহ রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে সালতোড়া লেয়ার ফার্ম, মেখলিগঞ্জ লেয়ার ফার্ম, মালদা লেয়ার ফার্ম এবং হরিণঘাটা লেয়ার ফার্মে যথাক্রমে ৬.৪৩ কোটি, ১১.৫৭ কোটি, ১১.৫৮ কোটি এবং ১১.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৩.২৭ নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' একটি সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ প্রকল্প যাতে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি সমস্ত মহিলাদের মাসিক আয় প্রদান এর মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতায়ন করা হয়। সরকারি চাকুরিজীবী মহিলারা এর আওতায় আসে না। এই প্রকল্পে SC ও ST মহিলা উপভোক্তাদের জন্য মাসিক ১,২০০ টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণির উপভোক্তাদের জন্য আর্থিক মাসিক ১,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২.২০ কোটি মহিলা এই সুবিধা পান। ২০২৫-২৬ সালে এই প্রকল্পে ১৭,০৭৬.০৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

যুবতীদের ক্ষমতায়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' একটি পাইলট প্রকল্প যা সফলতম ১২ বছরে পদার্পণ করেছে। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৯৬.৩০ লক্ষ প্রাপক সুবিধা পেয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে ১৫.৫০ লক্ষ ছাত্রী প্রত্যেকে এই প্রকল্পে বার্ষিক ১,০০০ টাকার সুবিধা পায় এবং ২.২৪ লক্ষ ছাত্রী প্রত্যেকে এককালীন ২৫,০০০ টাকার সুবিধা গ্রহণ করেছে। ২০২৫-২৬-এ ৪৬৫.১৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

'রূপশ্রী প্রকল্প' হল একটি 'নগদ স্থানান্তর প্রকল্প' (Cash transfer scheme) যাতে দরিদ্র পরিবারকে কন্যার মেয়েদের বিয়ের জন্য ঋণ নিতে বা সম্পত্তি বিক্রি করতে

না হয়। ২০২৫-২৬ সালে এই প্রকল্পে অসহায় মেয়েদের প্রথম বিবাহের জন্য নগদ ২৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয় এবং ১,৪৩,১৯১ জনকে মোট ৩৪৭.১৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এই দপ্তর সামাজিক পেনশন স্কিমের আওতায় বয়স্ক নাগরিক, বিধবা মহিলা এবং অক্ষমতাযুক্ত মানুষজনের মৌলিক চাহিদার সাহায্যার্থে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা প্রদান করে। ২০২৫-২৬ সালে ৩৪.৫৩ লক্ষ বয়স্ক নাগরিকদের ২,৪৪৭.৩৫৮ কোটি টাকা এবং ২০.৫৭ লক্ষ বিধবা মহিলাকে ১,৬৪৯.৩৭৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৪০ শতাংশ বা তার বেশি অক্ষমতাযুক্ত মানুষজনের সাহায্যার্থে মানবিক পেনশন স্কিমের আওতায় এখন অবধি ৭.৫৯ লক্ষ সুবিধাপ্রাপককে আনা হয়েছে। এর জন্য ৬০৯.০৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবার মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৬ বছরের মধ্যে ৬৫.৪৫ লক্ষ শিশু এবং ৯.৭০ লক্ষ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য প্রতি মাসে ২৫ দিন করে নিয়মিত গরম রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫.২৪ লক্ষ শিশুকে ১.১৯ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রাজ্যের প্রাক্ বিদ্যালয় স্তরে পড়াশুনো করানো হয়েছে। এই প্রকল্প শিশুদের পুষ্টির মান উন্নত করেছে এবং ৩১ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী ৫ বছরের নীচে মাত্র ১.১২ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম।

'মিশন বাৎসল্য'-র অধীনে সরকার এবং NGO পরিচালিত হোম, স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি এবং ওপেন শেল্টারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৬,৪৬৬ জন শিশুকে হোম-এ রাখা হয়েছে, যা শিশু যত্ন ও সুরক্ষা (Care and Protection) Act -দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া এই দপ্তর ১২০ জন শিশুকে দত্তক হিসাবে পরিবারে পুনর্বাসন, ৪,৪৪০ জনকে আর্থিক অনুদান এবং ৮,৮৯৭ জন শিশুকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো ও নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এই বিভাগ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন মহিলাদের জন্য ৩৬টি শক্তি সদন শেল্টার হোম এবং হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্যার্থে ২৪টি 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ভবঘুরেদের জন্য ১০টি নির্দিষ্ট আবাস এবং কলকাতা, হাওড়া ও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে গৃহহীন নগরবাসীদের জন্য ৩১টি নির্দিষ্ট আবাস চালু আছে। উপরন্তু যারা সদ্য মানসিক অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছেন সেইসব আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের জন্য রাজ্য সরকার তাদের আশ্রয়ের জন্য 'প্রত্যয়' নামে ২টি হাফওয়ে হোম চালু করেছে

এবং যতদিন না তারা স্বতন্ত্রভাবে জীবন চালাতে সক্ষম হচ্ছে ততদিন সেখানে আশ্রয় পাবে।

৩.২৮ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

রাজ্যে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজ করে চলেছে। এই দপ্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সঠিক বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট।

এই দপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকে 'ঐক্যশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে এবং এই প্রকল্পে ২৮ লক্ষ আবেদনকারীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১১ থেকে 'ঐক্যশ্রী' ও অন্যান্য প্রকল্পে ৪.৮৫ কোটি মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ১০,২০৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এবছর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যারা পেশাদারি/কারিগরি/ বৃত্তিমূলক পড়াশুনা ভারতে এবং ভারতের বাইরে করছেন তাদের জন্য ১৭.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৭টি এডুকেশন লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১১ থেকে মোট ৩৯,৫৯৬ জন মেধাবী সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীকে ৩২৬.৮০ কোটি টাকার এডুকেশন ঋণ দেওয়া হয়েছে।

স্ব-উদ্যোগে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ১০,৪০৫ জন সুবিধাপ্রাপক এবং ৬০,২১৮জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য মেয়াদি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ বছরে মোট ৩০৪.০৮ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ১,৪৩,০৪৪ জন এবং ১৪,৮৮,২২৬ জন উদ্যোগপতিকে যথাক্রমে মোট ১,২৯১ কোটি ও ২,৬৩৫ কোটি টাকা মেয়াদি ঋণ ও ডি এল এস (ক্ষুদ্র ঋণ) দেওয়া হয়েছে।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশন মোট ৯২টি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছে। ৩০০টি মাদ্রাসার জন্য ৬০০টি স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১০০টি মাদ্রাসার জন্য ১০০টি ডিজিটাল ল্যাবরেটরি এবং ৭৬টি মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাবরেটরির মানোন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের ডিজিটাল ডকুমেন্ট ওয়ালেটের মাধ্যমে প্রকৃত ডিজিটাল ডকুমেন্ট ব্যবহারের জন্য ডিজি-লকার সুবিধা চালু করা হয়েছে। পর্ষদ পরীক্ষার ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য এবং অনলাইন আবেদনপত্র যাচাই-এর জন্য এই দপ্তর পোস্ট পাবলিকেশন রিভিউ (PPR) এবং পোস্ট পাবলিকেশন স্ক্রুটিনি (PPS) পদ্ধতি চালু করেছে।

MsDP প্রকল্পের অধীনে ২০২৫-২৬ সালে ২৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে ১৪টি জেলার ৩২টি ব্লক সুবিধা পেয়েছে। MDW প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য ১৮২.২০ কোটিরও বেশি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনটি প্রকল্পে ৫.০৫ লক্ষেরও বেশি প্রকল্প সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। এবং এর জন্য ১০,৩৩৭ কোটিরও বেশি টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত স্কুল ও কলেজ সংলগ্ন ৬০৫টি হোস্টেল তৈরি চলছে, যার মধ্যে ৪৬৩টি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান ছাত্র প্রতি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৮,০০০ টাকা হয়েছে যা তাদের হোস্টেলের সুবিধা পেতে সাহায্য করছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, যা NAAC থেকে B+Accreditation অর্জন করেছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সে ১,৮৪২ জন নতুন ছাত্র-ছাত্রীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং এবছরে এখনও পর্যন্ত PhD তে ২১ জন নতুন ছাত্র-ছাত্রীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং ৫০টি PhD ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের উদ্যোগে ২৫৪ জন গ্র্যাজুয়েট বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির সুবিধা লাভ করেছে। কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের একজন সহ-অধ্যাপককে মর্যাদাপূর্ণ 'হামবোল্ট রিসার্চ ফেলোশিপ' (Humbolt Research Fellowship) পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

টার্ম লোন সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের জন্য চিরাচরিত NACH-এর পরিবর্তে ঐতিহ্যবাহী e-NACH চালু করা হয়েছে, এর ফলে আবেদন পরবর্তী ঋণ অনুমোদনের সময় প্রায় দেড়গুণ কমিয়ে আনা হয়েছে। সময়মতো স্কলারশিপ ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ গ্রহণ কর্পোরেশন 'ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ' পোর্টাল-এর জন্য 'ঐক্যশ্রী কানেক্ট' বিভাগ চালু করেছে।

সরকারি মালিকাধীন সংস্থা (Parastatal organisation) যেমন — WBMDFC, WBSHC এবং উর্দু একাডেমি সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য কোচিং-এর আয়োজন করেছে। IAS এবং অন্য UPSC পরীক্ষার জন্য ১০০ জন চাকরিপ্রার্থীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে যোগ্যশ্রী সিভিল সার্ভিসেস কোচিং ফর মাইনরিটিজ শুরু করা হয়েছে। WBMDFC মুর্শিদাবাদের WBCS (Exe) পরীক্ষার জন্য আবাসিক কোচিং-এর এবং কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা এবং রাজ্যের সব জেলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নিয়োগের জন্য ১,০০০ জন প্রার্থীকে কোচিং-এর ব্যবস্থা করেছে। সমগ্র রাজ্যের

২,৪৩০ জনের প্রশিক্ষণের জন্য WBMDFC সুবিধাপ্রাপকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি স্বনিযুক্তি উন্নত প্রশিক্ষণ (EDP) চালু করেছে।

বর্তমানে NIFT -এর ৪টি কোর্সে ১৭৫ জন প্রার্থী এবং MSME-তে ২৬০ জন প্রার্থীকে উচ্চ কর্মসংস্থানে সম্ভাব্য নিয়োগের প্রস্তাব চলছে। PBSSD পরিচালিত ৩ দিনের প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের পরে, রেকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং (RPL) কর্মসূচির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার ৪,০০০ রাজমিস্ত্রীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রচলিত শিল্প যেমন — জরি, রত্ন এবং অলংকার এবং চর্মশিল্প RPL প্রশিক্ষণ বর্তমান অর্থবর্ষের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান বছরে প্রায় ৭,৫২৩ জন শিক্ষানবিশ স্কিল ডেভলপমেন্ট-এর সুবিধা পেয়েছে।

২০১১ পর্যন্ত ৯,৯০২টি কবরখানার সীমানা প্রাচীর তৈরি করতে ১,৩৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া সহায়সম্বলহীন সংখ্যালঘু মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য ২,৪৫৬ কোটি টাকার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যার ফলে ২.৬ লক্ষ মহিলা উপকৃত হবে।

৩.২৯ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সার্বিক বিকাশের জন্য এই বিভাগ সারা রাজ্যব্যাপী কাজ করে চলেছে।

২০২৫-২৬-এ এখনও পর্যন্ত মোট ১,৮৮,৩৭৮ টি [SC : ১,৩৪,১৪৯ ST : ২৯,৩০৯ OBC-A : ১১,৯৮৭ OBC-B :১২,৯৩৩] জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। মে, ২০১১ থেকে ১.৬৯ কোটিরও বেশি [SC :১০০.৩৯ লক্ষ ST : ২১.৮২ লক্ষ OBC : ৪৭.৫৯ লক্ষ] জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যের সামাজিক পেনশন প্রকল্প 'তপশিলি বন্ধু'-র মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়। ২০২৫-২৬ পর্যন্ত ১১.৬৬ লক্ষ পেনশন প্রাপকদের মাসিক পেনশন বাবদ ৯১০.০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। শুরু থেকে উপরিউক্ত পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ৭,৩৮১.১৩ কোটি টাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে 'শিক্ষাশ্রী'-র আওতায় ৬,২১,৮৬৭ জন তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৪৯.৭৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ১,৪৪,১৭০ জন এবং প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ১,৬৪,৯৬৫ জনের জন্য যথাক্রমে ২৩.৬০ কোটি টাকা এবং ১৯.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ

করা হয়েছে। এই রকম OBC, EBC, DNT-দের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ৩৪,৫৪১ জন ও প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ৩৬,৭৯১ জনের জন্য যথাক্রমে ২৫.৪১ কোটি টাকা এবং ১১.৪২৭ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৫-২৬-এ এখনও পর্যন্ত পঞ্চম থেকে দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত তপশিলি জাতির যথাক্রমে ১,৮৯৯ ও ৭৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে 'মেধাশ্রী' প্রকল্পে ১,৯৪,৫০৯ জন পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির OBC ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৫.৫৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনায় (BJRCY)-য় রাজ্যের তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৪৬টি (মেয়েদের ৩৪, ছেলেদের ১২টি) কেন্দ্রীয় হোস্টেল, ৩৫টি কেন্দ্রীয় হোস্টেল [এসসি ২৮টি এবং কম্বাইন্ড (এসসি এবং এসটি) :৭টি], OBC ছেলে ও মেয়েদের জন্য ১২টি কেন্দ্রীয় হোস্টেল এবং পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা মিলে মোট ৯৭টি আশ্রম হোস্টেল তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্তমানে চালু রয়েছে।

২০১৫-১৬ সাল থেকে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১.৪৪ কোটি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ৪,৯০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে প্রায় ৫২৪ কোটি টাকা ব্যয় ধরে নবম শ্রেণির (শিক্ষাবর্ষ ২০২৫) প্রায় ১২.৫০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের এই সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এসসি, এসটি এবং ওবিসি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ২.৫৯ লক্ষ এসসি এবং ওবিসি সুবিধাপ্রাপককে (এসসি-২,৩৭,৩৩১ এবং ওবিসি-২১,৬৬৯) সহায়তা প্রদান করছে। ২০২৫-২৬-এ প্রায় ১৫,০০০ এসসি এবং ওবিসি সুবিধাপ্রাপককে ৩০ কোটি টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সরকার স্বীকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পূর্ণসময়ের প্রযুক্তিগত ও পেশাগত শিক্ষাগ্রহণের জন্য এসসি/ওবিসি/সাফাই কর্মচারী বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের এডুকেশন লোন সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা (দেশে পাঠরত) থেকে ৩০ লক্ষ টাকা (বিদেশে পাঠরতদের) জন্য। বিগত ১৪ বছরে এই প্রকল্পে মোট ১,৮৬২ এসসি ও ওবিসি (এসসি ১,৩৪৫, ওবিসি ৫১৭ জন) ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করেছে।

২০২২-২৩ সালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বি সি ডব্লিউ দপ্তরে সমগ্র রাজ্যের ৩৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের JEE/

NEET/WBJEE এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে। গত তিন বছরে ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী IIT-এ ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া ৫৬ জন সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এবং যথেষ্ট ছাত্র-ছাত্রী NIIT, IISER ও অন্যান্য স্বনামধন্য শিক্ষাকেন্দ্রে ভরতির সুযোগ পেয়েছে। 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পে এখন সর্বোপরি আর এক ভাগে রাজ্যব্যাপী ১১০টি কেন্দ্রে ৫,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষিত হচ্ছে।

২০২৫-২৬ সাল থেকে সরকারি, পিএসইউ, ব্যাঙ্ক, রেলওয়েজ, পোস্টঅফিস, মিলিটারি এবং প্যারা-মিলিটারি পোস্টে গ্রুপ-বি/গ্রুপ-সি/গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পের আওতায় এসসি/এসটি পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রথম বছরে রাজ্যের জেলাভিত্তিক ২৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১,১৫০ জন এসসি/এসটি পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ সাল থেকে জেলাভিত্তিক ৪৬টি কেন্দ্রে ২,৩০০ জন এসসি এবং এসটি পরীক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা পাবে।

অদ্যাবধি পর্যন্ত নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য ১৮টি ডেভেলপমেন্ট/কালচারাল/ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে ৮টি ডেভেলপমেন্ট/কালচারাল/ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭৫০ জন তপশিলি মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের 'ড. বি.আর. আম্বেদকর মেধা পুরস্কার ২০২৫' প্রদান করা হয়েছে। ড.বি.আর.আম্বেদকর-এর জন্মোৎসব, মালদা জেলার গৌড়ের রামকেলি মেলা ময়দানে গম্ভীরা উৎসব, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী, ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এই দপ্তরের দ্বারা পালিত হয়েছে।

'ঢাকি' (ড্রামারস অব বেঙ্গল) প্রধানত জনজাতিগোষ্ঠীরা যারা ৪০০টি ব্লকের এবং পুরসভার অন্তর্গত গ্রামীণ হাট ও বিভিন্ন মেলাতে ঢাক বাজিয়ে এই বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম জনমানসে নিরন্তর প্রচার করে চলেছে। এর জন্য ২০২৫-২৬ সালে ঢাকিদের মজুরি বাবদ ১.৫২ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ২০২৫-২৬-এ 'পি সি আর অ্যাক্ট, ১৯৫৫' আইনের অধীনে ৬৪৪টি দম্পতিকে অসবর্ণ বিবাহ উৎসাহ বাবদ এবং 'পি ও এ অ্যাক্ট, ১৯৮৯' -এর অধীনে নৃশংসতার শিকার ৩০৪ জনকে মোট ১৯৩ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

RIDF - XXIX-এর অধীনে ৩৪টি মডেল কমিউনিটি সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গের ২২টি SC অধ্যুষিত জেলায় ৬৩০টি স্মার্ট ক্লাস রুম তৈরির কাজ চলছে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্টের রায় অনুযায়ী ১৯০টি সম্প্রদায়ের ওপর নতুন সমীক্ষা চালানোর পরে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর ৪৯টি সম্প্রদায়কে OBC-A এবং ৯১টি OBC-B সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত এবং উপশ্রেণিকরণ করেছে। এবং রাজ্য সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই সুপারিশ গ্রহণ করেছে।

'দুয়ারে সরকার' প্রচেষ্টার অধীনে ৪৭,৬০,৩১৪ জনকে (এসসি: ৩২,৩৭,৫৬৬, এসটি: ৬,৬২,৪৪২ এবং ওবিসি: ৮,৬০,৩০৬) জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। ৩৬,৪০৬ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের 'শিক্ষাশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ১,১৩৯ জন ওবিসিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের 'মেধাশ্রী বৃত্তি' এবং 'তপশিলি বন্ধু' পরিকল্পনার অধীনে ষাট বা ষাটোর্ধ্ব ৮৫,৬৮৮ জন তপশিলি মানুষকে এখনও পর্যন্ত বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

৩.৩০ উপজাতি উন্নয়ন

রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য এই বিভাগ কাজ করে চলেছে। এই বিভাগ উপজাতি সম্প্রদায়ের সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সচেষ্ট।

২০২৫-২৬-এ এই দপ্তর ১,০৯,২৭২জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত/পোষিত স্কুলগুলিতে পড়ার জন্য 'শিক্ষাশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই বছর ১০,৩০৭জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত আশ্রমের আবাসিক বিদ্যালয়ের বাসিন্দাদের ভোজনের এবং আসবাবপত্রের জন্য ১৮.৭২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং আবাসিক বিদ্যালয়ের কর্মীদের বেতনের জন্য ৪.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৯,৫০১টি তপশিলি উপজাতিদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্কুলের আবাসিকদের ভোজনের জন্য ৩০.২৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৪ থেকে আবাসিকদের ভোজনের ব্যয় মাথাপিছু ১,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১,৮০০ টাকা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মালদা জেলার গাজলে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর এবং ডেবরাতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদান করার

উদ্দেশ্যে সাঁওতালি মাধ্যমের তিনটি 'সিধু কানু মেমোরিয়াল আবাসিক স্কুল' স্থাপন করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত বর্তমান অর্থবর্ষে 'জয় জোহার' স্কিমের অধীনে ২,৯৮,৩১৫ সুবিধাভোগীর জন্য মাসে ১,০০০ টাকা করে পেনশন প্রদান করা হয়েছে।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস কালেক্টরস সোশাল সিকিউরিটি স্কিম' (২০১৫) গঠন করে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জঙ্গলমহলভুক্ত জেলার প্রায় ৩৫,৮৪৫ জন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নথিভুক্ত সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে, ৬০ বছর অতিক্রান্তদের এককালীন অর্থসাহায্য থেকে শুরু করে দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু এবং আঘাতজনিত অর্থসাহায্য, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২০২৫-২৬ সালে ১৮৬ জন সুবিধাপ্রাপককে ১.৪৮ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

এই অর্থবর্ষে LAMP-এর মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে জীবিকা অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫-এ এই প্রকল্পের সূচনা থেকে এখনও পর্যন্ত ৭,৯৩২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২৩.৮০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ স্থাপন এবং উন্নয়নের জন্য পানীয় জল এবং শৌচাগার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে উপজাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য রাস্তা, কালভার্ট ও সেতু, সৌরশক্তিচালিত পাম্প, হ্যান্ড পাম্প, রিগবোর টিউবয়েল বসানো এবং তপশিলি উপজাতির জন্য নির্দিষ্ট হোস্টেলের মেরামতি এবং সংস্কার, কমিউনিটি হল, ICDS সেন্টার, জাহের থান, মাঝি থান নির্মাণ এবং সৌরশক্তিচালিত স্ট্রিট লাইট বসানোর জন্য রাজ্য সরকার জেলাগুলিকে এখনও পর্যন্ত ৭৮.৯৪ কোটি টাকা দিয়েছে।

৩.৩১ শ্রম

সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কল্যাণ এবং সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণের জন্য শ্রম দপ্তর দায়বদ্ধ। বিনিয়োগবান্ধব সংস্কারের মাধ্যমে এই বিভাগ সুস্থ পরিবেশ, শিশুশ্রমের অবলুপ্তি এবং জীবিকার সম্ভাবনা বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে চলেছে।

নির্মাণ কাজ ও পরিবহণ কাজসহ ৬১টি অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীর জন্য 'বিনামূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা' (BMSSY) বাস্তবায়িত হয়েছে। শুরু থেকে এই প্রকল্পের অধীনে নথিভুক্ত ১.৮৩ কোটিরও বেশি জন শ্রমিকদের মধ্যে ৩৬.৭ লক্ষ সুবিধাপ্রাপককে ২,৮৮০.০৪ কোটি টাকা এবং ৬০,৪৮৪ জন পেনশনারকে ৩০৫.০৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যে লকআউট/সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক, বন্ধ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের আর্থিক সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার ফিনানসিয়াল অ্যাসিসটেন্স টু দি ওয়ার্কার্স অফ লকড আউট ইন্ডাস্ট্রিজ (FAWLOI) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (নভেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত) এই প্রকল্পের অধীনে ৮.১২ লক্ষেরও বেশি সুবিধাপ্রাপককে ৯৭৮.৩৪ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। ২০২৫-২৬-এর তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত ১৪৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১৬,০২১ জন কর্মীকে ১৪.৭৯ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৩ থেকে চাকরিপ্রার্থীর কর্মসংস্থান যোগ্যতা সক্ষম করতে বা দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভর উদ্যোগ স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'যুবশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব সহায়তার জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক-এ ১ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর প্রত্যেককে প্রতিমাসে ১,৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। ২০২৫ নভেম্বর পর্যন্ত ২,১৩,১১৪ জন চাকরিপ্রার্থী 'যুবশ্রী'-র সুবিধা লাভ করেছে।

রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের একমাত্র অরক্ষিত অবস্থার সমাধানে এবং পশ্চিমবঙ্গের আধার/এপিক অধিকৃত ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার স্কিম, ২০২৩-এ নিবন্ধনের যোগ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যে বৈষম্য ও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা জন্মস্থানে ফিরতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার স্কিম ২০২৩-এর পাশাপাশি 'শ্রমশ্রী স্কিম' ২০২৫ চালু করেছে। Article 21 এবং 41 সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী এই প্রকল্প মানবিকভিত্তিতে জীবন সুরক্ষা প্রদান জীবিকা ও পুনর্বাসন প্রদানে বদ্ধ পরিকর।

২০২৫ সালে 'মিনিমাম ওয়েজেস'-এর আওতায় থাকা কর্ম তালিকার সংখ্যা ২০১১ সালের ৬১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩ হয়েছে। অদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মাসিক মজুরি ২০১১-এ ২,৪৪৮ টাকা এবং ৪,৭৫৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ২০২৫ সালে যথাক্রমে ৮,৫৮৮ ও ১৩,৭৪৮ টাকা করা হয়েছে।

২৬.০৭.১২-তে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সরকারি মালিকানাধীন (State Owned) একটি job-portal-এর উদ্বোধন করেন। যার মূল উদ্দেশ্য হল নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের আরও ভালো চাকরির সুযোগ ও নথিভুক্ত নিয়োগকর্তার বিভিন্ন চাকরিপ্রার্থীদের তথ্য ও কর্মীর চাহিদা প্রসার করা।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পোর্টালে ২৮,২১৭ জন চাকরিপ্রার্থী ও ১৩ জন নিয়োগকর্তার নাম নথিভুক্ত হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে এই পোর্টালে মোট ৪২,১২,০৯৪ জন চাকরিপ্রার্থী ও ২,১৯৬ নিয়োগকর্তা-র নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং এই পোর্টালের পরিষেবা গ্রহণ করে চলেছে।

প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট, ১৯৫১-এর অধীনে পশ্চিবঙ্গের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের ২৮৫টি চা-বাগানের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং জেলার ১২০টি, কালিম্পং জেলার ৬টি, জলপাইগুড়ি জেলার ৮৮টি, আলিপুরদুয়ার জেলার ৬১টি, কোচবিহার জেলার ৫টি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ৫টি চা-বাগান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা-বাগানে ২০ শতাংশ অধিবৃত্তি (Bonus) প্রদানের একটি উপদেশনামা জারি করেছে। প্রায় ২,৫৬,৭৭২ জন চা-বাগান শ্রমিক এতে উপকৃত হয়েছে।

দি কনসিলিয়েশন মেশিনারি অফ লেবার কমিশনারেট ২৫টি সাময়িক বন্ধ চা-বাগানকে সচল করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ছয় মাসে FAWLOI প্রকল্পে ৮,৭৬৬ জন যোগ্য চা-বাগান কর্মীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন টি-এস্টেট পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯৫টি ক্রেশ এবং ৫২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনুমোদন করেছে। যার মধ্যে, ইতিমধ্যে ৩৪টি শিশুরক্ষণী (creche) ও ১৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পূর্ণ চালু রয়েছে।

পাটশিল্প ২.৫ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান-এর ব্যবস্থা করেছে, সেইসঙ্গে তার অনুসারী শিল্পেও এক হাজারের বেশি কর্মসংস্থান-এর ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া পাট ব্যবসায় বহুকর্মী নিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১৬টি পাটকল আছে। এখনও পর্যন্ত ১৯,৩৭২ জন চাকরিপ্রার্থীকে পাটকলে স্পনসর করা হয়েছে যার মধ্যে ৬,৮৪০ জন কর্মে নিযুক্ত হয়েছে।

ডিরেক্টর অফ এমপ্লয়মেন্ট শ্রম দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন — পাট শিল্পের ওপর 'অন সাইট ট্রেনিং-কাম-এনগেজমেন্ট প্রোগ্রাম', নির্ভরশীল

চা-বাগানের কর্মীদের জন্য 'ডেটা এন্ট্রি অপারেটর' ও 'ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট, গৃহশ্রমিকদের জন্য' 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং', 'ইউ এস কে পি' (USKP), 'সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যাওয়ারনেস-কাম-মোটিভেশন ক্যাম্প' ইত্যাদি।

USKP (উদীয়মান কর্মসংস্থান প্রকল্প)-র অধীনে ব্যাঙ্কে ৪৭,৬৬৬টি কেসের স্পনসর করা হয়েছে এবং যার মধ্যে ৩০.১১.২৫ পর্যন্ত ১২,০৬১টি অনুমোদন ও ১২,০২০টি প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩ থেকে ১৪.১১.২০২৫ পর্যন্ত ২০২৫ জন নিয়োগকর্তা ও ৬৫,১০২ জন চাকরিপ্রার্থী নিয়ে ১,৯৬৭টি নিয়োগ অভিযান (job drives)-এর আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৮,৫৮৬ জন চাকরিপ্রার্থীকে কাজের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ও ৪,৮৭৯ জন চাকরিপ্রার্থী কাজে যোগদান করেছে।

আমাদের রাজ্যে নিবন্ধিত কারখানার সংখ্যা বেড়ে ৩৮৭টি হয়েছে এবং বর্তমানে নিবন্ধিত কারখানার সংখ্যা ২২,২৩৫টি। কর্মীসংখ্যা ২২,৫৯০ জন বেড়েছে।

এই অর্থবর্ষে ৩.২৯ কোটি টাকার লাইসেন্স ফি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিজ 'রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসিসটেন্স বিফোর অ্যান্ড আফটার ডেথ'-এর অধীনে ৯০ জন সুবিধাপ্রাপক এবং 'সিলিকোসিস রিহ্যাবিলিটেশন পেনশন' স্কিম, 'সিলিকোসিস রিলিফ, রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট পলিসি, ওয়েস্টবেঙ্গল'-এর অধীনে ৩৭ জন সুবিধাপ্রাপককে ১.৮৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলায় ই.এস.আই. প্রকল্পের দ্বারা ৩,১৫৪টি বেডসহ ১৩টি ই.এস.আই. হাসপাতাল এবং ৮৫টি সার্ভিস ডিসপেনসারি ও ৬৭টি স্পেশালিটি টাই-আপ হাসপাতালের মাধ্যমে ১.১০ কোটি সুবিধাপ্রাপকের মধ্যে ২২.২০ লক্ষ বিমাকৃত সুবিধাপ্রাপককে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। শিলিগুড়ি ও হলদিয়ায় ১০০ শয্যাসহ দুটি হাসপাতাল এবং আসানসোলে ৫০ শয্যাসহ নতুন হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ সালে মানিকতলা ই.এস.আই হাসপাতালে কার্ডিয়োলজি হাব সুপার স্পেশালিটি রেফারেল সেন্টার অফ কার্ডিয়োলজিসহ নিজস্ব জনবল দ্বারা এবং ১৬টি ICCU বেড ও ১৭টি ITU বেড-এর মাধ্যমে পরিষেবা চালু আছে যা stent, পেসমেকার, ICD ইত্যাদি বসিয়ে বহু জটিল কার্ডিয়োলজি রোগীদের জীবন বাঁচাতে পারে।

৩.৩২ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দপ্তর দ্বারা গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী, বিশেষ করে মহিলা দ্বারা পরিচালিত গোষ্ঠীর সমন্বয়সাধনে দায়িত্বশীল।

পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্প (WBSSP)-এর অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রদত্ত ঋণের ওপর দেয় সুদের ছাড় প্রদান করা হচ্ছে যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ওপরে সুদের বোঝা কমে মাত্র ২ শতাংশ হয়। বর্তমান অর্থবর্ষে ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১,৫৯,৬২৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ৪৩.৬৭ কোটি টাকা সুদ বাবদ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

২০২৫-২৬-এ 'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKP)'-র উদ্যোগে গ্রাম্য ও শহুরে এলাকায় প্রসারের জন্য প্রকল্প সহায়ককে ৬৫,৮২,৬২৮ টাকার ইনসেনটিভ টি.এ (T.A) এবং বোনাস দেওয়া হয়েছে।

স্বনিযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেড' বিভিন্ন বাণিজ্যক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রব্যের গুণমানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এ আর ডি (ARD) দপ্তরের সহায়তায় ক্ষুদ্র প্রকল্পের অধীনে মুরগিপালন, ছাগলপালন, শুকরপালন, হাঁসপালন, গবাদিপশু প্রতিপালন ইত্যাদির জন্য ৩৬৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২.৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। যেখানে ২০২৪-২৫ বর্ষে ১,০১০ যোগ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে মুরগিপালন, ছাগলপালনের জন্য ৭.২৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের প্রসারের জন্য এই দপ্তর স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) পরিচালনায় সরকারি অফিস ও হাসপাতালে ক্যান্টিন পরিষেবা চালু করেছে। ১৮টি ক্যান্টিনে বাসনপত্র কেনার জন্য ২২,৮৯,৭১৫ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

এই দপ্তর নতুন দিল্লীর বেঙ্গল প্রি-পূজা হ্যান্ডলুম মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল যেখানে ১৫জন শিল্পী (Artisan)-কে স্পনসর করা হয়েছিল। নতুন দিল্লীর ম্যাঙ্গো মেলায় ৫ জন শিল্পী (Artisan)-কে স্পনসর করা হয়েছিল।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং SVSKP উদ্যোগপতিদের তৈরি দ্রব্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই দপ্তর কলকাতায় 'রাজ্য সবলা মেলা' এবং জেলাতে জেলা সবলা মেলা-র আয়োজন

করে। রাজ্য সবলা মেলা ২০২৪-২৫ ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত কলকাতার 'নিউটাউন মেলা গ্রাউন্ডে' অনুষ্ঠিত হয়।

৩.৩৩ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রণয়ন ও রূপায়ণের দায়িত্ব সম্পন্ন করছে। ২০১১-১২ সালের শুরু থেকে ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত এই বিভাগ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় উল্লেখযোগ্য ৩,৩৩৯টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই দপ্তর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন জেলার আধিকারিকদের সুপারিশ অনুযায়ী ক্লাসরুম নির্মাণ এবং সংযোগসাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই দপ্তরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি হল : (১) আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলায় গ্রামীণ হাট শেড নির্মাণ, (২) মেখলিগঞ্জ ব্লকের ধরলা নদীর ওপরে কম্পোজিট ব্রিজ নির্মাণ, (৩) দিনহাটা মিউনিসিপ্যালিটিতে সুইমিং পুল তৈরি, (৪) কোচবিহার জেলার দিনহাটা মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় দিনহাটা সংহতি ময়দানে গ্যালারি নির্মাণ, (৫) জলপাইগুড়ি জেলায় জোড়াপানি নদীর ওপর বক্স ব্রিজ নির্মাণ, (৬) দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লক এবং চটহাট (Chathat) বাঁশগাঁও কিসমত গ্রাম পঞ্চায়েতে পেভার ব্লক রাস্তা নির্মাণ, (৭) উত্তর দিনাজপুরের পিতানু নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ, (৮) পুরাতন গঙ্গারামপুর হাইস্কুল মাঠ থেকে বড় আখিরা, দক্ষিণ দিনাজপুর পর্যন্ত পেভার ব্লক রোড নির্মাণ, (৯) মালদার হরিশচন্দ্রপুর-I ব্লকে ক্লাসরুম নির্মাণ এবং হরিশচন্দ্রপুর কলেজের ভিতর রাস্তা নির্মাণ এবং মালদার বামনগোলা ব্লকের আওতায় গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি থেকে ভাঙাচিরা ব্রিজ পর্যন্ত সি.সি. রোড নির্মাণ।

৩.৩৪ সুন্দরবন বিষয়ক

রাজ্য সরকারের এলাকা উন্নয়নভিত্তিক কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে সুন্দরবন বিভাগ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ক পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যে সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের কাছে সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে।

২০২৫-২৬-এর বেশ কয়েকটি R.C.C. জেটি ও R.C.C. ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য নির্মাণকার্য হল : ৬৫.৬৮ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাতলা নদীর ওপর ক্যানিং-I ব্লকের মাতলা-I গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ক্যানিং-II ব্লকের তাম্বুলদহ-I গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে মৌখালি খেয়াঘাটের কাছে সংযোজক রাস্তা নির্মাণ, আলোকিতকরণ ও RCC ব্রিজ নির্মাণ। ১.১৭ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা ব্লক এবং পুলিশ স্টেশনের আওতায় রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বাগবাগান মৌজায় বিদ্যাধরী নদীর ওপর রাজাপুর ঘাটে মাটি পরীক্ষা এবং RCC জেটিসহ অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ। ১.৪২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা ব্লক ও পুলিশ স্টেশনের আওতায় বালি-I গ্রাম পঞ্চায়েতে আমলামেথি মৌজায় দত্তা নদীর ওপর সাতেরকোনা ঘাটে প্রি-কাস্ট RCC পাইলজেটিসহ অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ। ১.৩৯ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা ব্লকে ছোটমোল্লাখালি কোস্টাল থানার আওতায় ছোটমোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে কালিদাসপুর মৌজায় কাপুরা নদীর ওপর কালিদাসপুর ৯নং ফেরিঘাটে প্রিকাস্ট RCC পাইলজেটিসহ অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ।

২০২৫-২৬-এ ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত ২০১ কিমি রাস্তা (২৭ কিমি ইঁট-বাঁধাই রাস্তা, ১৬৪ কিমি কংক্রিট রাস্তা, ১০ কিমি বিটুমিনাস রাস্তা) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৬টি ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলছে। ৭টি জেটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষি কর্মসূচির অংশ হিসাবে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ৯০,০০০ সুবিধাপ্রাপক নতুন কার্যকরী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে — ১৯,১৯০টি কৃষি সহায়ক উপকরণ (ব্যাটারিচালিত স্প্রেয়ার- ১৩,৮৭০টি, প্যাডি থ্রেশার-৫,৩২০টি) এবং ৭০,৮১০টি কৃষি উপকরণ (অ্যাগ্রো শেড নেট-৪,৫০০ জন সুবিধাপ্রাপককে, এলিফ্যান্ট ফুট ইয়াম — ৩২,৩০০ জন সুবিধাপ্রাপককে এবং ৩৪,০১০ জন সুবিধাপ্রাপককে ওয়াটার সল্যুবল ফার্টিলাইজার প্রদান করা হচ্ছে।

এই বিভাগের মাধ্যমে ৩০,০০০ জন গরিব মৎস্যজীবীকে ভারতীয় প্রধান কার্প (রুই, কাতলা, মৃগেল) ৫০০টি করে চারাপোনা এবং ৫০ কেজি করে মাছের খাদ্য প্রদান করা হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে ৬৩৫ হেক্টরেরও বেশি অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ এবং ঝাউগাছের চারা (ম্যানগ্রোভ-৪৩৫ হেক্টর এবং ঝাউ-২০০ হেক্টর) রোপণ করা হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে ১৯টি ব্লকের সবকটিতেই ১১ই ডিসেম্বর, সুন্দরবন দিবস পালন করা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষ-এ ২০২৫-২৬-এ সুন্দরবন অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জল-কৃষি, গবাদিপশুর পালন, কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক কর্মসূচি (পোলট্রি, মাছ ও কাঁকড়া চাষ, ধান/পান/জৈব চাষ) ও ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জন ও ক্ষমতা উন্নয়নে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ (RKMLSP)-এর মাধ্যমে করা হবে। এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ৬৭.৬৭ লক্ষ টাকা।

পরিবহণ দপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে— দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তি ব্লকের গদখালিতে, গোসাবা ব্লকের গোসাবায়, উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখা ব্লকের বামনপুকুরে ও উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখা ব্লকের মাঝেরপাড়ায় ৪৮.৬৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে অ্যাপ্রোচ রোড ও ভেসেলসহ পন্টুন জেটি নির্মাণ। গদখালি ও গোসাবার মধ্যে চলাচলের জন্য দুটি ভেসেল ক্রয় করা হয়েছে এবং বামনপুকুর ও মাঝেরপাড়ার দ্বীপের বাসিন্দাদের সুগম যাতায়াতের জন্য একটি ভেসেল ক্রয় করা হয়েছে।

৩.৩৫ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

এই বিভাগ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ৭টি জেলায় অনগ্রসর তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবন-জীবিকামূলক প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিভাগ 'জঙ্গলমহল উৎসব'-এর মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যা আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

এই বিভাগ ৩৫৩.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য পরিকল্পনা প্রকল্প এবং CAPEX প্রকল্পের আওতায় ২৩১টি প্রকল্প যেমন— গ্রামীণ সংযোগ, সৌরশক্তি পরিচালিত রিভার্স অসমোসিস পানীয় জল প্রকল্প, জীবিকা অর্জন প্রকল্প যেমন, মার্কেট কমপ্লেক্স ইত্যাদি চালু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত প্রকল্প 'কনস্ট্রাকশন অব্ মার্কেট কমপ্লেক্স অ্যাট প্লট নং ১৭০৩, ১৭০৫, জে.এল নং ৫০, মৌজা-দোমোহনি, বরাবনি, পশ্চিম বর্ধমান' যা স্থানীয় বিক্রেতাদের তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করতে সাহায্য করবে এবং এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা করার মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০ লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের ৭টি জেলার বিভিন্ন স্থানে 'সৌরশক্তিচালিত রিভার্স অসমোসিস সক্ষম পানীয় জলকেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্পের অধীনে ১৩০টি প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এর ফলে প্রান্তিক এলাকায় এবং প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে পানীয় জল সরবরাহ করা দুরূহ, সেখানে ৫০,০০০ বাসিন্দাকে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটি প্ল্যান্ট প্রতি ঘণ্টায় ১,০০০ লিটার পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করতে সমর্থ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা-I এবং গড়বেতা-II তে ১৫টি জলাশয় পুনঃখনন করা হয়েছে এবং আনুমানিক ৯০ হেক্টর জমি এর ফলে সেচের সুবিধা পাবে এবং ৮,০০০ কৃষক এবং মৎস্যজীবীর দীর্ঘমেয়াদি জীবিকা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

এই বিভাগ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সহায়তায় পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে বছরে ৩ লক্ষ লেয়ার মুরগি থেকে ৯৪৫ লক্ষ ডিম এবং পুরুলিয়ার গোবিন্দপুরে বছরে ৭৫৬ লক্ষ ডিম উৎপাদনকারী ২.৪ লক্ষ লেয়ার মুরগির ২টি ব্যাবসায়িক পোল্ট্রি লেয়ার ফার্ম তৈরি করেছে।

৬০.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে (RIDF-XXIX) প্রকল্পে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৩৯টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের প্রান্তিক জনসাধারণকে যার মধ্যে অধিকাংশই তপশিলি জাতি ও উপজাতি, তাদের সামিল করার জন্য আঞ্চলিক এবং চিরায়ত শিল্প, সংস্কৃতি, ক্রীড়া সংক্রান্ত বিষয় প্রদর্শনের জন্য জঙ্গলমহল উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

প্রশাসন

৩.৩৬ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক

জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ যেমন— জনগণের কাছে দায়িত্বশীলভাবে পরিষেবা প্রদান, অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ, বিভিন্ন জায়গায় CCTV ক্যামেরা লাগানো এবং সোশ্যাল মিডিয়া মারফৎ মানুষকে সচেতন করা, নিয়মিত পদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য জয়েন্ট কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং ইন্সপেক্টর সমমর্যাদার পদে ২৫টি ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদসৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকার অনুমোদন প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন যানবাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য ২৮.১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। CCTV ক্যামেরা, সফট্ওয়্যার ডিফাইন্ড রেডিয়ো এবং টিয়ার গ্যাস গান কেনা হয়েছে এবং পুলিশকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৪৭৮টি ত্রিচি অ্যাসাল্ট রাইফেলস এবং ১,৯১,৬৩৩টি কার্তুজ (cartridge) আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে।

রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নবদিগন্ত ভবন (হেডকোয়ার্টার্স), কলকাতা-৭০০০৯১ এবং অম্বিকানগর, শিলিগুড়িতে ২টি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স পুলিশ স্টেশন এবং দীঘা জগন্নাথ মন্দির, বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ এবং রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে ৩টি পুলিশ আউটপোস্ট ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ১৪৮টি স্থায়ী পদ এবং ৬৪টি চুক্তিভিত্তিক পদ তৈরি করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে নিমতৌড়ি এবং শালবনির পরিকাঠামো মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারেট অফিস নির্মাণ শেষের পথে এবং জানুয়ারি '২৬-এ এটির হস্তান্তর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে কলকাতার ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে উন্নীতকরণ করা হয়েছে, যেমন— রাজ্যব্যাপী মোবাইল ফরেনসিক ইউনিটস তৈরির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ৩২টি মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অফিসারকে কোর্টের সামনে হাজিরা দেওয়ার সময়সীমা কমানোর উদ্দেশ্যে হেড কোয়ার্টার্স, RFSL জলপাইগুড়ি এবং দুর্গাপুরে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

১লা এপ্রিল, ২০২৫ থেকে আজ পর্যন্ত, স্পেশাল ডিসপেনসেশন পদ্ধতিতে ৫৪ জন প্রার্থীর এবং ৫১ জন কর্মরত অবস্থায় মৃত হোমগার্ড ভলেন্টিয়ারের নিকট আত্মীয়ের হোমগার্ড ভলেন্টিয়ার হিসাবে নথিভুক্তিকরণ করা হয়েছে।

৩.৩৭ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

ই-ওয়ালেট-এর মাধ্যমে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK)গুলি থেকে বিদ্যুৎ বিল, জমির মিউটেশন, খাজনা, রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে

লেনদেন সহজভাবে করা সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের মতো পরিষেবা যেমন রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক, কাস্ট সার্টিফিকেট, বাংলা শস্যবিমা যোজনা, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড, মাইনরিটি টার্ম লোন অ্যাপলিকেশন, ডেথ অ্যান্ড বার্থ সার্টিফিকেট, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের (BSK) মাধ্যমে স্থিতি অনুসন্ধান-এর সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

ই-ওয়ালেট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর BSK গুলি থেকে ১,৩৮৫ কোটি টাকা আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি রাজ্য সরকারি দপ্তরে ৩২৫টি পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে পরিষেবার সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। রাজ্যে ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের (BSK) মাধ্যমে আজ পর্যন্ত ১৪ কোটি পরিষেবায় ৮.৭৭ কোটি নাগরিক উপকৃত হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা, গুণমান ব্যবস্থাপনা, সম্পদের ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা ও সময়ের সঠিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরকারি অফিসগুলোতে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স প্রোগ্রাম-এর অধীনে একটি মিশন মোড প্রোজেক্ট ই-অফিস চালু করা হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার ভোক্তা ই-অফিস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কাজ করছে। পরবর্তী ধাপে ব্লক লেভেল অফিসগুলি ই-অফিস প্ল্যাটফর্মের আওতায় আসবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (CEPM)-এর অধীনে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার (SNTCSSC) তরুণ শিক্ষার্থীদের UPSC আয়োজিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কোচিং-কাম-গাইডেন্স দিয়ে রাজ্যের উৎসাহী ছেলেমেয়েদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে থাকে। ২০২৫-এর পরীক্ষায় পারসোনালিটি টেস্টে ১৭ (সতেরো) জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে, যাদের মধ্যে ৪ জন ছাত্রের ১ জন করে আই.এ.এস (IAS), আই পি এস (IPS), আই আর এম এস (IRMS) এবং আই আই এস (IIS) পরীক্ষায় সফল হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইনফরমেশন কমিশন-এ দুই (২) জন স্টেট ইনফরমেশন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনারের অফিস বাংলার সমৃদ্ধ সঙ্গীত ও ঐতিহ্যের প্রচারে নিউ দিল্লীতে (i) ১লা মে থেকে ৪ঠা মে ২০২৫-এর 'বেঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভাল'-এ

দিল্লী থেকে অনেক প্রখ্যাত বাঙালি থিয়েটার দল এবং কলকাতা থেকে একটি দল অংশগ্রহণ করেছে, (ii) সত্যজিৎ রায় মুভিস-এর উপর 'বেঙ্গল ফিল্ম ফেস্টিভাল'-২০২৫-এর (৭ই আগস্ট থেকে ৯ই আগস্ট) এবং (iii) দি ফার্স্ট এডিশন অফ দি 'বেঙ্গল মিউজিক ফেস্টিভাল' ২০২৫-এর (১৮ই আগস্ট থেকে ২০ এপ্রিল)-এর আয়োজন করা হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দেভোগ (Debhog), হলদিয়ার ইলেক্ট্রিক্যাল সাব স্টেশন সহ নতুন এসডিও (SDO) ভবন (G+1) নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৩৮ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা

এবছর দপ্তর ১৪টি বিপর্যয়কে রাজ্য নির্দিষ্ট বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং রাজ্য সহায়তার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া সমস্ত রাজ্যে বাড়ির সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তের জন্যে ক্ষতিপূরণ বাড়িয়ে ১.২ লক্ষ টাকা ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্তের জন্যে ৭০,০০০ টাকা করা হয়েছে।

ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যের জন্য এক্সটেনশন ইমারজেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট (ERSS) (Dial 112) সিস্টেমের মাধ্যমে ৯৪টি কল গ্রহণ করা হয়েছে। কমন অ্যালার্ট প্রোটোকল (CAP) Sachet platform-এর মাধ্যমে জনগণের মোবাইল ফোনে মোট ২,৮৭১টি সতর্কমূলক বার্তা পাঠানো হয়েছে।

এই অর্থবর্ষে ৯১টি ফ্যামিলিয়ারাইজেশন এক্সারসাইজ (FAMEX)-প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ করা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা সম্পর্কিত বিপর্যয়ের কাজ ৩টি মক এক্সারসাইজ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং কালিম্পং জেলায় 'ক্লাউড বার্স্ট ও ল্যান্ডস্লাইড'-এর জন্য ১টি মক এক্সারসাইজ পরিচালিত হয়েছে।

সর্বমোট ২৪টি অনুমোদিত বহুমুখী উদ্ধার কেন্দ্র (MPRS) (উত্তর ২৪ পরগণার ৪টি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৫টি, পূর্ব মেদিনীপুরের ৫টি)-র মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে ৫টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৩টি তৈরি করা হয়েছে।

২০২৫-এর জুন থেকে অক্টোবর বর্ষা ঋতুতে দপ্তর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলায় বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের ১৩.৮৬ লক্ষ ত্রিপল, ১৩.৬৮ লক্ষ জামাকাপড়, ৩০,১৫০টি ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট এবং ১৬.৮ কোটি টাকা ত্রাণ সাহায্যে প্রদান করেছে।

SDMF-এর অধীনে বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত কাজের জন্য ১২টি দপ্তর ও জেলার জন্য ৮৬৮.৯৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫-এর জন্য OBMs এবং পর্যাপ্ত CDVs ১৯টি নৌকাসহ ২০০ জন কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও শ্রাবণী মেলার মতো অনুষ্ঠানে যথেষ্ট কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

স্টেট ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (SEOC) ৩৬৫ দিন ২৪ × ৭ কাজ করে চলেছে এবং সব জেলার EOCs ও ২৪ ঘণ্টা কাজ করে চলেছে। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির উন্নত যোগাযোগের জন্য দপ্তর ৬৬টি স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করছে।

০১.০৯.২০২৫ থেকে ১০.০৯.২০২৫ 'সেন্ট্রাল সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'-(CCDTI)-এ ৭৭৬ জন সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভান্সড প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং 'কোস্টাল ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট'-এ ৪০ জন বিশেষ প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এছাড়া 'পার্বত্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা'-র জন্য ২৪ জনের প্রশিক্ষণ এবং সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটিতে অনলাইন মোডে ৫০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

২০২৫-২৬ সালে WBNVF ডিরেক্টরেট দ্বারা নিয়োজিত ৫৮৯টি অগ্রগামী ও ক্যাম্প গার্ডদের প্রশিক্ষণের জন্য রায়ট ড্রিল (Riot Drill) এবং INSAS-এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৫-২৬-এ এখনও পর্যন্ত ৬৫ জন Ex-NVF ভলেন্টিয়ার Ex-gratia/অবসরকালীন সুবিধা দেওয়ার জন্য ৩০.০৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

রেসকিউ ভেহিকলস ফর স্টেট ডিসাস্টার রেসপন্স টিম (SDRT) ও স্টেট ডিসাস্টার রিজিওনাল রেসপন্স টিম (SDRRT)-এর পুরোদমে কাজকর্মের জন্য SDRF থেকে উদ্ধার সরঞ্জাম ও উদ্ধারকারী যান সংগ্রহের জন্য ৪৪.৯৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া SDRF-এর পক্ষ থেকে সিভিল ডিফেন্স (CD) অর্গানাইজেশনের উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ১৯.৩৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩.৩৯ অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

২০২৫-২৬-এ অগ্নি নির্বাপণ বিভাগ রাজ্যব্যাপী অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থাদির উন্নতির জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুর্বল এলাকাগুলির নতুন ফায়ার স্টেশন করার জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছে। ফায়ার সেফটি

সার্টিফিকেট এবং এর নবীকরণের তাড়াতাড়ি ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পরিবর্তন এনেছে।

এই বিভাগ সারা রাজ্যে ১৪টি নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। যথা— ১. মানবাজার, পুরুলিয়া, ২. ধূলাগড়, হাওড়া, ৩. আমতা, হাওড়া, ৪. আমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৫. হারাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৬. গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, ৭. বড়জোড়া, বাঁকুড়া, ৮. ধনিয়াখালি, হুগলি, ৯. লাভপুর, বীরভূম, ১০. নলহাটি, বীরভূম, ১১. সুকিয়াপোখরি, দার্জিলিং, ১২. গরুবাথান, কালিম্পং, ১৩. নোনাডাঙ্গা, কলকাতা, ১৪. ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

এছাড়াও পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে চালু অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রগুলির সংস্কারসাধন এবং তত্ত্বাবধানের কাজ চলছে। ২০১১-১২-তে ১০৯টি অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র বেড়ে এখনও পর্যন্ত ১৬৭টি হয়েছে।

কম ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষুদ্র ব্যাবসার আইনসম্মত বিষয়সহ সংশোধন, স্ব-শংসাপত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং তারফলে ২৪,৩৫৩ জন নাগরিক উপকৃত হচ্ছেন। আবাসিক ভবন, স্কুল ভবন ও সরকারি ভবনগুলির জন্য ফায়ার রিপোর্ট ফিস মকুব করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফায়ার এনওসি (NOC), স্পট লাইসেন্স ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাইসেন্সের সময়কাল ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। সমস্ত রকমের খাবারের দোকানের (২,০০০ বর্গফুট পরিমিত ও ৭৫টি আসনসহ) স্ব-শংসাপত্রের মাধ্যমে ফায়ার লাইসেন্সের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে।

৩০দিন বা তার বেশি দিন পড়ে থাকা আবেদনপত্রের জন্য e-District পোর্টালসহ (https://edistrict.wb.gov.in) অটো রিজেকসন মেকানিজম-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবহারকারী বান্ধব (user friendly)-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (শেষ তিন মাস ছাড়া) লাইসেন্স ফি এবং FSR/FSC ফি থেকে ৪৫.২৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়, যা ধারাবাহিক বৃদ্ধি, তুলনামূলকভাবে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ছিল ৩০.২৮ কোটি টাকা। অনলাইন প্রক্রিয়ায় ২,৮৯২টি ফায়ার লাইসেন্স ও ৭,৭৮৯টি ফায়ার লাইসেন্সের রিনিউয়াল করা হয়েছে।

নাগরিকদের সুবিধার জন্য 'ল্যান্ডলাইন-সহ হেল্পডেস্ক' ও ই-মেইল বেসড পরিষেবা, আউটরিচ ক্যাম্প ও স্পট লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিংগুলির

৩,২৯৮টি ফায়ার অডিট করা হয়েছে। ২০২৫-এর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে পাঁচজন ফায়ার অফিসার/পার্সোনেলকে মেধাবী পরিষেবার জন্য প্রেসিডেন্টস ফায়ার সার্ভিস মেডেল পুরস্কৃত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬-এ উত্তরবঙ্গ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অসামান্য কর্মদক্ষতার জন্য ২০জন অফিসার/কর্মীদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কমেনডেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস-এর বিভিন্ন ইউনিটের সহযোগিতায় অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল, কলেজ, হসপিটাল ও নার্সিং হোম, শপিং মল, অফিস বিল্ডিং, ক্লাব, পূজা প্যান্ডেল-এর ৪,১৮০টি ফায়ার সচেতনতা কার্যক্রম পালন করা হয়েছে।

৩.৪০ সংশোধনাগার ও প্রশাসন

আধুনিক পরিকাঠামো, প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন যেমন - ই-প্রিজন স্যুট এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বিভাগ সংশোধনাগারগুলির মানোন্নয়নে দায়বদ্ধ। সংশোধনাগারগুলিতে অতিরিক্ত আবাসিক সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এই বিভাগ আবাসিকদের পুনর্বাসন এবং মানবিক পরিষেবা দিতে সচেষ্ট।

১৩৮.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে একটি নতুন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার তৈরির প্রকল্পের কাজ শেষের মুখে এবং আশা করা যায় ২০২৬-২৭-এ তা সম্পূর্ণ হবে। ২০৩.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে অপর একটি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার তৈরির প্রকল্প শেষের মুখে, আশা করা যায় এটিও ২০২৬-২৭-এ সম্পূর্ণ হবে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বন্দিদের এই জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বারুইপুরের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের অফিসার ও স্টাফদের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদিত ৪১.২০ কোটি টাকার আবাসন তৈরির কাজ চলছে এবং এর জন্য ৩৭.৪৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এই প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সম্পূর্ণ হবে।

৪.১৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকাঠামোর কাজ যেমন — সুইপারস ব্যারাকের নির্মাণ, স্টাফ ব্যারাকের সম্প্রসারণ, ২৪টি অতিরিক্ত সাক্ষাৎকার কেন্দ্র, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম,বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনালয়ে মডিউলার ফার্নিচার এবং সিসিটিভি সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন ইত্যাদি চলছে এবং আশা করা যায় ২০২৬-২৭-এ সম্পূর্ণ হবে।

২.৪৮ কোটি টাকার ডিআইজি (বারুইপুর রেঞ্জ) অফ কারেকশনাল সার্ভিসেস, ওয়েস্টবেঙ্গল ও একজিকিউটিভ গেস্ট হাউস-এর ৩ তলা (G+2) বাড়ি নির্মাণের কাজ আশা করা যায় ২০২৫-২৬ এ সম্পূর্ণ হবে। ৩.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে মুক্তি পাওয়া বিদেশি বন্দিদের থাকার জন্য 'নিরাপদ আবাস' নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ শেষের মুখে।

কল্যাণী উপসংশোধনাগারে ১.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি দোতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে যেখানে ১০০ জন বন্দি থাকার ব্যবস্থা আছে এবং আশা করা যায় ২০২৬-২৭-এ তা সম্পূর্ণ হবে। ১.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণনগর ডিসিএইচ (DCH) দোতলা ভবনের আরসিসি (RCC) পরিসীমা পাঁচিল নির্মাণের কাজ চলছে এবং আশা করা যায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে তা সম্পূর্ণ হবে।

২০২৫-২৬ সালে e-governance -এর তৎপরতায় ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (VMS) Module-এর মাধ্যমে সংশোধনাগারে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ২.৯৩ লক্ষেরও বেশি জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে e-Mulakat Module-এর মাধ্যমে ২,৩১৯ জন বন্দির পরিবারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত e-court সুবিধার মাধ্যমে ১.৪৬ লক্ষেরও বেশি জন বন্দির শুনানির জন্য court-এ ভার্চুয়ালি হাজির করা হয়েছে।

৩.৪১ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান

অন্তর্ভুক্তিমূলক সুস্থায়ী, সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কেবলমাত্র স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং মালিকানার দ্বারা অর্জিত হতে পারে এই বিশ্বাসে স্থির থেকে রাজ্য সরকার রাজ্যব্যাপী ৮০,০০০+ পোলিং বুথে ৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি বণ্টনের মাধ্যমে (প্রত্যেক বুথে দশ লক্ষ) অংশগ্রহণমূলক শাসনপ্রণালী ও জনগণ অভিমুখী এবং সশক্তিকরণের লক্ষ্যে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' (APAS) নামক একটি অভিনব উদ্যোগের সূচনা করেছে।

APAS প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় স্তরে জনগণকে মিটিং-এ অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। যেখানে আলোচনার মাধ্যমে ছোটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত ফাঁক/ বিষয় সমাধানের জন্য তারা নিজস্ব পোলিং বুথ এরিয়ায় সর্বমোট দশ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রকল্প শনাক্তকরণের মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রয়োগ করে থাকে। গোটা রাজ্যে

৩১,৭৬২টি APAS ক্যাম্পে ২.৪৪ কোটি সুবিধাপ্রাপক এসেছেন। স্থানীয় স্তরে বুথগুলিতে বরাদ্দ তহবিলের সীমার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় যেমন— যোগাযোগ (সড়ক, রাস্তাঘাট ইত্যাদি), রাস্তার আলো, নিকাশি, পানীয় জল, সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিকাঠামো যেমন — ICDS সেন্টার এবং স্কুলগুলির উন্নতি/মেরামত সমাধানের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ৯ লক্ষেরও বেশি প্রকল্প গৃহীত হওয়ার পরে বিভিন্ন মাপকাঠিতে পর্যাপ্ত নিরীক্ষার দ্বারা প্রায় ৫.৯৬ লক্ষ প্রকল্প প্রয়োগযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে ৫.৭৪ লক্ষের ও বেশি প্রকল্পের জন্য কোটেশন/টেন্ডার আহ্বান, ৩.৫৪ লক্ষের ও বেশি প্রকল্পের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার বার করা এবং প্রায় ৬৭,০০০ প্রকল্প সম্পূর্ণ ও জিও সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে। এই বিভাগের মাধ্যমে APAS প্রকল্পের যথাযথ এবং সময়োচিত রূপায়ণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধাপে ৫,৬১৬ কোটিরও বেশি টাকা রাজ্য সরকার প্রদান করেছে।

APAS ভারতবর্ষের প্রথম প্রকল্প যেখানে রাজ্য সরকার ব্যাপক আকারে সাধারণ নাগরিকের কাছে অংশগ্রহণমূলক শাসনপ্রণালী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পরিসর নির্মাণ করেছে। তৃণমূলস্তরের উন্নয়নমূলক মডেলের মাধ্যমে APAS স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে সমাধান, সক্ষমতা অর্জন এবং নাগরিক অধিকার অর্জনে সহায়তা করছে।

এছাড়াও এই APAS ক্যাম্পগুলিতে রাজ্য সরকারের জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী 'দুয়ারে সরকার' প্রচেষ্টার মাধ্যমে নাগরিকরা আবেদনপত্র দাখিল করে ১৮টি দপ্তরের ৩৭টি প্রকল্পের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সুবিধা লাভ করছেন। APAS ক্যাম্পগুলিতে গৃহীত ১.০৪ কোটি আবেদনপত্রের মধ্যে ৯২.৬১ লক্ষের ও বেশি পরিষেবা ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে।

১লা ডিসেম্বর, ২০২০তে চালু হওয়া 'দুয়ারে সরকার' হ্যাবিটেশন-লেভেল আউটরিচ ক্যাম্পস-এর মাধ্যমে নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদান করতে সচেষ্ট। প্রথম পর্যায়ে চালু হওয়া ১২টি প্রকল্প/পরিষেবা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে নবম পর্যায়ে এটির সংখ্যা ৩৭ করা হয়েছে। নবম পর্যায় পর্যন্ত ৭,৭৫,০৩০টি ক্যাম্পে ১২.৪৮ কোটি মানুষ তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। ১০.৮৬ কোটিরও বেশি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। এবং ৯.৫২ কোটি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এমনকি APAS ক্যাম্পেও 'দুয়ারে সরকার'-এর আবেদন একসঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (BEUP)-র আওতায় সপ্তদশ বিধানসভায় (২০২১-২৬) এখনও পর্যন্ত (৩০.১১.২০২৫) ১২,৭২২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (KMC) ও জেলাগুলিতে ৮৭৭.২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১৭তম লোকসভায় (২০১৯-২৪) মেম্বার্স অব পার্লামেন্ট লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম (MPLADS) -এর আওতায় ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত ৫৭৬.৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৮তম লোকসভা পর্বে (২০২৪ থেকে শুরু করে) ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত ৯১.৪৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত বর্তমান রাজ্যসভার এমপি-দের জন্য ১৯৯.০৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

'ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস (BAE&S)-এর নিয়মিত কাজ হল ব্লক ও জেলা পর্যায়ে ২১টি শস্যপণ্যের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন পরিমাপ নির্ধারণ করা। এছাড়াও BAE & S গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবং নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP & NSDP), ডিস্ট্রিক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (DDP), ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন (IIP), কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স (CPI), অ্যানুয়াল সার্ভে অফ ইন্ডাস্ট্রিস (ASI), রাজ্য এবং জেলার স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক প্রকাশনা, পরিসংখ্যানগত সারমর্ম ইত্যাদি নির্ধারণের কাজ করছে। রাজ্য বাজেট, ২০২৫-২৬-এর সময় দ্য ইকনমিক রিভিউ ২০২৪-২৫ প্রকাশিত হয়েছে এবং দ্য ইকনমিক রিভিউ ২০২৫-২৬-এর কাজ চলছে।

স্টেট স্প্যাটিয়াল ডেটা সেন্টার (SSDC) বিভিন্ন দপ্তরকে GIS ভিত্তিক পরিকল্পনা সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমস্ত রাজ্যের জন্য জিও রেফারেন্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেয়ার্স (জেলা, মহকুমা, গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা, লোকসভা এবং বিধানসভাক্ষেত্র, NH/SH, রেলওয়েজ এবং মেটাল রোডস) প্রস্তুত করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি, কমার্স এবং এন্টারপ্রাইজেস (IC&E)-এর সহযোগিতায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ইকনমিক করিডরের GIS ম্যাপিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত কোর্ট চত্বরে জিও-ট্যাগিং-এর কাজ চলছে।

৩.৪২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি

২০২৫-২৬ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়নের স্বার্থে ৩৮৪টি প্রকল্পকে

সহায়তা দান করেছে এই অর্থবর্ষে আরও ৬১টি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বিবেচনা স্তরে রয়েছে।

জৈব ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কলকাতা বায়োটেক পার্ক বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রাদি দিয়ে উন্নত করেছে যা গবেষণারতদের অত্যাধুনিক গবেষণাতে সাহায্য করছে। BOOST (Biotechnology based opportunities offered to Science & Technology Development) নামে প্রকল্পটি ৯টি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

RISE (Research Internship in Biotechnology Based-Sciences and Engineering) প্রকল্পটি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৩৮ জন MSc. ছাত্র-ছাত্রীকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ২১টি সরকারি হাসপাতাল থেকে পাঠানো ৯৮৩ জন রোগীর ওপর ১,১০৬টি জেনেটিক টেস্ট DSTBT দ্বারা আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল জেনোমিক্স বিনামূল্যে সম্পাদন করেছে, যার বাজাবমূল্য প্রায় ১.২ কোটি টাকা।

এই দপ্তর, কৃষিবিভাগ, পরিবেশ দপ্তর, বন দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভেনিউ অধি দপ্তর, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগসহ বিভিন্ন দপ্তরকে নিজস্ব উৎকৃষ্ট রিমোট সেন্সিং এবং GIS ব্যবস্থা ও নানান কর্মসূচির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। এই দপ্তর এই অর্থবর্ষে জিওইনফরমেটিক্সে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাতে বিভিন্ন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম করছে।

রাজ্যের ইউনিভার্সিটি, কলেজ (পি.জি. থেকে ইউ.জি. স্তরে), স্কুল (হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে) সায়েন্স ল্যাবরেটরিগুলির মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য এই দপ্তর WB-FIST (Fostering Infrastructure for Science & Technology), নামক প্রকল্পটি পুনরায় চালু করেছে। এর আওতায় এখন পর্যন্ত ৩৪টি বিদ্যালয় (HS) ফান্ড পেয়েছে।

The Technology Development and Adaptation Centre (TDAC) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গবেষক/অধ্যাপক/বৈজ্ঞানিকগণ/এবং শিক্ষাবিদদের সাহায্য করছে। পেটেন্ট ও জি.আই. রেজিস্ট্রেশনের মূল চালিকা দপ্তর হিসাবে পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার জমা পড়া ৪২টি জি.আই. রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্তের মধ্যে

৩২টিকে অনুমোদন প্রদান করেছে এবং ১০টি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই অর্থবর্ষে ৮টি জি.আই. অনুমোদিত হয়েছে। ১০টি টেকনোলজিকে বাণিজ্যিকীকরণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। Intellectual Property Rights and Technology Business Management নামক একটি পেশাগত কোর্সও এর পাশাপাশি চলছে। সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটিতে ১টি নতুন কোর্স শুরু করা হয়েছে।

এই বছর এই দপ্তর ভারত সরকারের থেকে ২টি ন্যাশনাল ইনটেলেক্টুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যাওয়ার্ড ইন টেকনোলজি ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার অ্যান্ড পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার ক্যাটেগোরিস লাভ করেছে।

'Jagadish Bose National Science Talent Search (JBNSTS) প্রকল্পের আওতায় ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ২৯ জন শিক্ষককে ১১টি (১দিন ব্যাপী), ২টি (৩দিন ব্যাপী) আবাসিক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৪৩ পরিবেশ

পরিবেশ বিভাগের প্রধান কাজ হল প্রকৃতির ভারসাম্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ুগত স্থিতিশীলতা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সুদৃঢ় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এই বিভাগ নিজে এবং আধা সরকারি সংস্থার দ্বারা জীববৈচিত্র্য এবং সুস্থায়ী পরিবেশগত বিকাশের জন্য কাজ করছে।

স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (SEIAA) পরিবেশ দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৫২টি পরিবেশ দূষণ ছাড়পত্র দিয়েছে। যদিও জাতীয়ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ ছাড়পত্রের সময়সীমা ১৪১ দিন, পশ্চিমবঙ্গে এটি ৫১ দিনেই শেষ করা হয়। রাজ্য সরকারের কাছে উপরোক্ত প্রকল্পের জন্য SEIAA দ্বারা অনুমোদিত ৮৪ লক্ষ টাকার পরিবেশ দূষণ ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সারা দেশের মধ্যে বায়ুর গুণমান নির্ণয়ের অত্যাধুনিক পদ্ধতি চালু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ৮৩টি স্থানে অনুকূল বায়ুর গুণমান পরীক্ষা করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম (NCAP)-এর আওতায় কলকাতা এবং অন্যান্য প্রত্যাশিত বায়ু গুণমান না থাকা শহরগুলিরক্ষেত্রে বায়ুর গুণমান উন্নত করার উদ্দেশ্যে WBPCB মৎস্যজাত দ্রব্যের সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৯টি বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য ২ কোটি এবং কলকাতা, হাওড়া এবং দুর্গাপুর/আসানসোল অঞ্চলে ২৫টি বৈদ্যুতিক বাসের চলাচলের জন্য পর্যটন দপ্তরকে ৫০ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

WBPCB ৩২০টি সেন্সরভিত্তিক CAAQMS এবং ২৭০টি LED সহ রিয়েল টাইম নয়েস মনিটরিং স্টেশন চালু করেছে। রাজ্যের ১৪৩টি স্থানে উপরিপৃষ্ঠের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের গুণমান নির্ণয়ের কাজ চলছে। 'নমামি গঙ্গা' প্রকল্পের আওতায় ১৫টি স্থানে ফরাক্কা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত গঙ্গা নদীকে সতর্ক পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা হয়েছে।

ট্যানারির বর্জ্য পদার্থ সঠিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বানতলা লেদার কমপ্লেক্স, কলকাতায় ৪০ MLD (৮টি মডিউলের ৫ MLD ক্ষমতাবিশিষ্ট) কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (CETP) স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৫-এ ত্রৈমাসিকভিত্তিতে ৪৭টি সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টস (STP) তদারকি করা হচ্ছে। পাথরঘাটা, নিউটাউনে ১,০০০ টিপিডি কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিমোলিশন ওয়েস্ট প্রসেসিং প্ল্যান্ট চালু আছে।

WBPCB স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য নিয়মিতভিত্তিতে এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন প্রোগ্রাম (EEP) পরিচালনা করে থাকে। এখনও পর্যন্ত ২০২৫-এ ৬৬৬টি এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (EKWMA) দ্বারা ন্যাশনাল প্ল্যান ফর কনজারভেশন অব অ্যাকুয়াটিক (NPCA) ইকোসিস্টেম নির্দেশিকার আওতায় ২০২১-২৬ সময়সীমা পর্যন্ত পূর্ব কলকাতার জলাভূমির জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (IMP) প্রস্তুত করা হয়েছে। ভেড়িগুলিকে পলিমুক্ত করা এর একটি প্রধান অংশ। নলবন ভেড়ি অঞ্চলের ৪টি পুকুরকে পলিমুক্ত করার জন্য EKWMA রাজ্য মৎস্য দপ্তরকে ৭০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

স্টেট ওয়েটল্যান্ডস অথরিটি (SWA) দ্বারা সারা পশ্চিমবঙ্গের ১২,৬১৫টি জলাভূমিতে গ্রাউন্ড ট্রুথিং-এর কাজ শুরু হয়েছে এবং ১১,৫০০টি জলাভূমিতে গ্রাউন্ড ট্রুথিং-এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১২,৬১৫টি জলাশয়ের সীমানা নির্দেশের কাজ মৎস্য দপ্তর দ্বারা শেষ হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড (WBBB) ১৩টি অ্যাগ্রো-ক্লাইমেটিক অঞ্চলের চিরাচরিত বিভিন্ন ধরনের ফসল সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিতে জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৯টি জেলার ১২টি স্থানে ৫০টি প্রচলিত শস্য সংরক্ষণের জন্য 'সিড ব্যাঙ্ক' স্থাপন করা হয়েছে। WBBB

দ্বারা বিভিন্ন নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যেমন— 'চুনোপুঁটি, মৌরলা জলাশয়' সংরক্ষণ, প্রজাপতি সংরক্ষণ, গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে বিপন্ন গাছগুলিকে রক্ষা, ঔষধি গাছ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুলগুলিতে 'গ্রিন ফেন্সিং প্রোগ্রাম'।

ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প

৩.৪৪ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বিভাগ রাজ্যের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানির পাশাপাশি বৃহৎ কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করে। আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের MSME-এর এক বৃহৎক্ষেত্র যা বিশেষত গ্রামীণ ও মফঃস্বল এলাকায় লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করছে।

২০১১ থেকে পশ্চিমবঙ্গ MSME উদ্যোগগুলির প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে এই রাজ্য সমস্ত ভারতবর্ষে MSME Manufacturing enterprise-এর ক্ষেত্রে ১৬.০২% এবং অন্যান্য সার্ভিস MSME-এর ক্ষেত্রে ১৩.০৯% অবদান রয়েছে। এছাড়াও মহিলা পরিচালিত MSME-র ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অবদান ৩৬.৪%, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। অধিকন্তু MSME গুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার রাজ্যে ১২.৭৩% যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ, লিঙ্গ নিরপেক্ষ MSME ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে, যেখানে উৎপাদন এবং পরিষেবা প্রদান পাশাপাশি চলে এবং মহিলা উদ্যোগপতিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান অর্থবর্ষে উদ্যম পোর্টালে ৪ লক্ষ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস এবং উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্মে ১.৩৩ লক্ষ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। সর্বমোট রেজিস্টার্ড MSME-এর সংখ্যা ৪৮.৮০ লক্ষ। গত ৪ বছরে ব্যাঙ্কগুলি ক্রমাগতভাবে MSME-র প্রতি তাদের অ্যানুয়াল ক্রেডিট টার্গেটের ১০০.৩৪%, ১১৫%, ১০২% এবং ১২২% সাধন করেছে। ২০২৫-২৬ চলতি অর্থবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক গত অর্থবর্ষের থেকে ২৭.৮৩% বৃদ্ধি করে MSME গুলিকে ১,৪৫,৩৭২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ক্লাস্টারগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১২টি কমন ফেসিলিটি সেন্টার/কমন প্রোডাকশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় ব্যাঙ্কের ১০,১৪৯টি সুবিধাপ্রাপকের অ্যাকাউন্টে ২২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৯,৩২৬টি বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টে ১৭.৩০ কোটি টাকা ইন্টারেস্ট সাবসিডি হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

‘ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিজান্স ফিনান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম’ -এর আওতায় বিভিন্ন শিল্পে এবং প্রথাগত বাণিজ্যে নিয়োজিত ৪৮০ জন শিল্পীকে প্রায় ৭২ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম অ্যান্ড খাদি ওয়েভার্স ফিনান্সিয়াল বেনিফিট স্কিমের আওতায় ৪৭১ জন বয়নশিল্পীদের ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) -এর আওতায় মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় ৩,১২০ জন খাদি শিল্পীকে ভরতুকি দিয়ে হাইকাউন্ট সুতির সুতো সরবরাহ করা হয়েছে। স্কিম ফর ডেথ বেনিফিট ফর ওয়েভার্স অ্যান্ড আর্টিজান্স প্রকল্পের আওতায় ২৬ জন শিল্পী/বয়ন শিল্পীর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তাদের পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

MSME গুলির শিল্প পরিকাঠামো উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে WBSIDCL বাঁকুড়ায় গঙ্গাজলঘাটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে ধর্মা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণ করেছে। এছাড়াও কল্যাণী ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক ও রায়গঞ্জ ইন্টিগ্রেটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সারা রাজ্য জুড়ে শিল্পীদের জন্য নিজস্ব ব্যাবসায়িক ক্ষেত্র নির্মাণ, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের প্রসারের জন্য ২০২৫-২৬-এ বিভিন্ন উদ্যোগপতিদের WBSIDCL -এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে শিল্প স্থাপনের জন্য ৬৬টি প্লট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যজুড়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং শিল্পীদের জন্য মার্কেটিং হাব তৈরি করা হচ্ছে। নির্মাণকারীরা ১১টি জেলার ১১টি হাবে নিয়োজিত আছে।

রাজ্যে সবুজ বাজির উৎপাদন, মজুতকরণ এবং বিক্রি বাড়ানোর জন্য ৭টি জেলার ৯ পার্সেল সরকারি জমি (৫টি উৎপাদনের জন্য এবং ৪টি বিক্রয়ের জন্য) সবুজ বাজির ক্লাস্টার হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে। ২.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের প্রকল্প নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা এবং দার্জিলিং-এ ৫.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

কর্মদিগন্ত-বানতলা লেদার কমপ্লেক্স-এ অনেকগুলি পরিকল্পনাভিত্তিক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল— সংযুক্ত ট্যানারি অঞ্চলে স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক, চালু ETS গুলির সংস্কার ও মানোন্নয়ন, ফুটওয়্যার পার্ক, লেদার গুডস্ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে CFC স্থাপন ইত্যাদি।

রাজ্যের অধিকতর কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মারফৎ রাজ্য হ্যান্ডলুম এবং টেক্সটাইল সেন্টারের আরও প্রসার ঘটাতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বয়ন

শিল্পীদের জন্য ৫৭৮টি ওয়ার্ক শেড বানানো হয়েছে এবং ১০টি ক্লাস্টার জুড়ে ২,৬১৬টি হ্যান্ডলুম এবং ২৩৮টি লাইটিং ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্যব্যাপী ২৪০ জন বয়ন শিল্পীকে ৮টি স্থানে পরিবেশবান্ধব ডাইং এবং ডিজাইন উন্নীতকরণের কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান চলছে। ২০২৫-২৬ সালে বয়ন শিল্পীদের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য নদীয়ায় ৫০.৫ কিমি ব্যাপী ৫১টি সংযোজক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

বালুচরি বয়ন এবং প্যাকেজিং-এর উন্নতিকরণের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার কে জি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অন্তস্থিত বিষ্ণুপুরের রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টারে, বহরমপুর গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজির সহায়তায়, ৪০ জন ছাত্র এবং বয়ন শিল্পীদের দুটি 'সার্টিফিকেট কোর্স'-এর ব্যাচ সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও মালদা কার্পেট ক্লাস্টারের দুটি প্রোডাকশন সেন্টার স্থাপন এবং চালু করা হয়েছে।

'বাংলার শাড়ি' প্রসারের জন্য রাজ্যের ভেতরে ও বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেটসহ ১৪টি শোরুম খোলা হয়েছে যার ফলে মোট বিক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ২১ হয়েছে। এর মাধ্যমে ৩,৬০০ বয়নশিল্পীর নিরবচ্ছিন্ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ সালে ১.৭৫ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মদিবস তৈরি করা হয়েছে।

মর্যাদাপূর্ণ 'স্কুল ইউনিফর্ম প্রকল্পের' আওতায় ১০ কোটি মিটার কাপড় এবং ১,৫০০টি হাই স্পিড পাওয়ার লুম রাজ্যে স্থাপন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যে ৪১০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। স্থানীয় ফেব্রিক উৎপাদন ২০২২-এ বার্ষিক ৩৫ লক্ষ মিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬-এ বার্ষিক ৫০০ লক্ষ মিটার হয়েছে। স্থানীয় পাওয়ার লুম ইউনিটগুলোর দ্বারাই স্কুল ইউনিফর্মের কাপড়গুলো বয়ন এবং সরবরাহ করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুরে তন্তুজ-এর উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২০২৫-২৬-এ ৪ লক্ষ মিটার কাপড় বয়ন করা হয়েছে।

তন্তুজের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০,০০০ হ্যান্ডলুম ওয়েভার, শিল্পী, ডায়ার এবং মুদ্রণকারীকে প্রকিওরমেন্ট ক্যাম্প এবং নিয়মিত ক্রয়ের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ১৫.৯৮ কোটি টাকা মূল্যের হ্যান্ডলুম শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, ফেব্রিক সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে এরি সিল্কের উৎপাদনের জন্য একটি গ্রামে তন্তুজ প্রকল্প শুরু করেছে। এর ফলে ওই অঞ্চলে মেচ এবং রাভা জনজাতির মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাজারে পণ্যজাত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের ঐতিহ্যশালী FMCG দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্য 'বিশ্ববাংলা মার্কেটিং

কর্পোরেশন' ছটি বিখ্যাত সংস্থা যেমন— আপনা মার্ট, আরামবাগ ফুড মার্ট, ব্লিঙ্কিট, ফ্লিপকার্ট মিনিটস্, স্যুমো সেভ রিটেল ভেঞ্চারস্ এবং নেচার বাস্কেটের সঙ্গে কৌশলগত জোট গঠন করেছে।

আলিপুরের হিডকোতে পূর্বতন 'প্রেস অ্যান্ড ফর্মস' অফিস ভবনে শিল্পান্ন-লেদার ও কটেজ প্রোডাক্ট মার্কেটিং হাব গড়ে তোলা হয়েছে। একই ছাদের নীচে তিনটি তলে প্রায় ৪২,০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে ৪৫টি স্টলে রপ্তানিযোগ্য চামড়ার পোশাক, ব্যাগ, জুতো, শাড়ি, ঐতিহ্যবাহী তাঁত সামগ্রী এবং ব্যাপক পরিসরে হস্তশিল্প প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া এই হাবে বিশিষ্ট সরকারি সংস্থা, সুপরিচিত ব্র্যান্ড যেমন—Urban Gypsy, Skyle এবং Indian Silk House অংশগ্রহণ করেছে। হিডকো দ্বারা বরাদ্দ রাজারহাট, নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বাংলার হাট পাঁচটি স্টল স্থাপন করা হয়েছে। স্টলগুলিতে বিশ্ববাংলার সামগ্রী, GI সামগ্রী ও ডিস্ট্রিক্ট স্পেসিফিক ক্র্যাফ্ট সাজানো হয়েছে।

MSME সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সার্বিক এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের ১৮টি জেলার ৭টি স্থানে 'সিনার্জি অ্যান্ড বিজিনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ'-এর আয়োজন করা হয়েছে।

প্রত্যেক ব্লক, মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশনে 'শিল্পের সমাধানে'-MSME ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় স্তরে সহায়তা প্রদান এবং পরিকল্পনাগুলির সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এই ক্যাম্পগুলি ৮টি মূল দপ্তরের পরিষেবা তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেয়। প্রায় ২,৫০০টি ক্যাম্পে ৩.৭৫ লক্ষেরও বেশি উদ্যোগপতিরা অংশগ্রহণ করেছে। উদ্যোগপতিদের ১.৪ লক্ষ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ৭০ শতাংশেরও বেশি আবেদনপত্রের প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিষেবা প্রদান করা শুরু হয়েছে।

ব্যাবসা পদ্ধতির সরলীকরণের পরিধি বাড়ানোর জন্য শিল্পসাথী পোর্টালটিকে আরও উন্নীতকরণ করা হয়েছে এবং এই পোর্টালটিতে ১৩০টিরও বেশি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির কম বিপজ্জনক বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে নিজ শংসাপত্র দাখিলের মাধ্যমে ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট/ফায়ার সেফটি রেকমেন্ডেশন, রিনিউয়াল অফ ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট প্রদান, MSME এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রগুলিতে যেখানে জল পানীয় স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্তক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ৫ কেএলডি পর্যন্ত ভূতলের জল নিষ্কাশনের জন্য অনুমতি প্রদান, গ্রামীণ এলাকায় শিল্প ও ব্যাবসা স্থাপনের জন্য রাস্তা প্রশস্তিকরণ হোয়াটসঅ্যাপ-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হেল্পলাইন চালু।

৩.৪৫ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ

বালিখনন আরও বিজ্ঞানসম্মত, সুস্থায়ী এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নতুন স্যান্ড মাইনিং পলিসি ২০২১ সালে চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২,৩১৬ হেক্টর স্যান্ড মাইনিং ব্লক জুড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড (WBMDTCL) বিভিন্ন পর্যায়ে নিলাম পরিচালনা করেছে। এছাড়াও অতিরিক্ত ৬৭৩ হেক্টরে নিলামের জন্য কাজ শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতির স্বচ্ছতা আনতে ও সহজভাবে করতে মাইন লাইফ সাইকেল (উত্তোলন থেকে পরিবহণ ও বিক্রি পর্যন্ত) সেন্ট্রাল অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে ২০২৪-২৫-এ বালি খনন থেকে রাজস্ব খাতে বার্ষিক আয় ১৫০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১,০৩৬ কোটি টাকা হয়েছে।

ভারত সরকারের কয়লা দপ্তর পশ্চিম বর্ধমানের গৌরাঙ্গডি এবিসি কোল মাইন WBMDTCL কে বরাদ্দ করেছে। এই খনি বার্ষিক ২.৫ মিলিয়ন টন সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং ২৭ বছরের প্রস্তাবিত মাইন লাইফ-সহ ৬২ মিলিয়ন টন নিষ্কাশনযোগ্য কয়লা সঞ্চিত আছে। WBMDTCL ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রক থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র পেয়েছে। অন্যান্য বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র যেমন বন দপ্তর, প্রকৃতি দপ্তরের থেকেও ছাড়পত্র পেয়েছে। রাজ্য সরকার জমি ক্রয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন (R&R) প্যাকেজে ৫৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। আশা করা হচ্ছে মাইন ২০২৬-এর মার্চ থেকে কাজ শুরু করবে।

পশ্চিমাঞ্চলের জেলা ; যেমন— বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির বড় জনসংখ্যা অন্য আকরিক উত্তোলন এবং এর সাথে সম্পর্কিত অনুসারী শিল্পে উত্তোলন, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের নিরবচ্ছিন্ন ও ন্যায়সঙ্গত আয়ের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার রায়ত পলিসি, ২০২২-এর অধীনে WBMDTCL কে স্টেট নোডাল এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় রায়তের কাছ থেকে স্বচ্ছতার সাথে অনলাইনে ২৪৮টি আবেদনপত্র গ্রহণ এবং ১৫০টি প্রাথমিক চুক্তি (LoI) প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি খনিতে বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছে এবং কাজ হচ্ছে, এর ফলে দায়িত্বসম্পন্ন ও নিয়ন্ত্রিত খনিগুলি জমি মালিক ও শ্রমিকদের কাছে সামাজিক ন্যায় বিচার এবং ন্যায্য সুবিধা পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। আশা করা যাচ্ছে আরও কিছু খনিতে ২০২৬ থেকে কাজ শুরু হবে।

সেচ ও জলপথ দপ্তরের সুপারিশে WBMDTCL ইউনিক জিরো কস্ট মডেল-এর অধীনে ড্রেজিং ও ডিসিল্টিং-এর মাধ্যমে রাজ্যের জলাশয়গুলির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাজ করছে। I&W দপ্তর WBMDTCL কে ড্রেজিং ও ডিসিল্টিং কার্যক্রমের জন্য ৭টি প্রকল্পের দায়িত্ব দিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম বর্ধমানের ঈশ্বরদা ও তিরাত, পশ্চিম মেদিনীপুরের সাঁকরাইল ও কেশিয়ারী, বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীতে ড্রেজিং-এর প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ২টি ড্রেজিং প্রকল্পের মধ্যে একটি আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে যা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে এবং অন্য প্রকল্পটির কাজ জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় চলছে।

সেচ ও জলপথ পরিবহণ দপ্তরের সহায়তায় WBMDTCL যেখানে উত্তোলিত আকরিকের মধ্যে সিলভার স্যান্ড/আর্থ/সিল্ট/সয়েল পাওয়া গেছে, সেখানে ড্রেজিং/ডিসিল্টিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এই প্রকল্পগুলি জিরো-কস্ট মডেলে পরিচালিত হচ্ছে এবং উত্তোলিত উপাদানসমূহকে ব্রিক ফিল্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ও রাস্তা নির্মাণের কাজে লাগানো হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় পূর্ব মেদিনীপুরের গঙ্গাখালি ক্যানেলে এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পলাশপাই নদীতে ২টি প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। একইরকম প্রকল্পের আওতায় পূর্ব মেদিনীপুরের সোয়াদিঘি ক্যানাল, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেলেঘাই নদী এবং উত্তর ২৪ পরগণার মথুরাবিলে ড্রেজিং-এর কাজ চলছে।

বীরভূমের মোকদামনগর ও তেঁতুলবেরিয়া চায়না ক্লে এবং ফায়ার ক্লে মাইন (৭২ একর) চালু হয়েছে ও সর্বোত্তম উৎপাদন করছে এবং হাটগাছা জেঠিয়ার একটি ব্ল্যাকস্টোন মাইন (১৭৮ একর) প্রকল্প চালু হয়েছে। হাটগাছা এবং পাঁচামিতে আরও দুটি ব্ল্যাকস্টোন মাইন প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই কার্যকরী হবে।

পুরুলিয়ার পালসারা ব্ল্যাকস্টোন প্রোজেক্ট I ও III প্রকল্পের আওতায় দুটি ব্ল্যাকস্টোন খনি চালু হয়েছে। বেলডিতে একটি অ্যাপাটাইট মাইন এবং মিরমিতে কোয়ার্টজ ও ফেলডসপার প্রকল্পের কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়ার বড় পানজানিয়া ও পশ্চিম বেরোতে দুটি গ্রানাইট প্রকল্পের কাজ চলছে। পুরুলিয়া জেলাকে গ্রানাইট হাব বানানোর প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

সম্ভাব্য মাইনিং এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সমস্ত জেলাগুলির একটি ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল রেপোজিটরি নির্মাণের মাধ্যমে ICE দপ্তর ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্ট (DSR) হাল নাগাদ কাজ করছে। ভবিষ্যতে বীরভূমে ব্ল্যাকস্টোন ব্লক এবং পুরুলিয়াতে গ্রানাইট এবং ব্ল্যাকস্টোন ব্লক নিলামের জন্য বাছা হয়েছে। এছাড়াও পুরুলিয়ায় ৭টি প্রধান আকরিক ব্লক (রেয়ার

আর্থ খনিজ, কপার এবং অ্যাপাটাইট) চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নিলামের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে, এখনও পর্যন্ত প্রচলিত জমি বিতরণ পদ্ধতি অনুসারে এবং Standing কমিটি অফ ইন্ডাস্ট্রি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে ICE দপ্তরের আওতায় WBIDC & WBIIDC -এর বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য ৩,০৬৪ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২৩-এ রাজ্য সরকারের দ্বারা ফ্রিহোল্ড ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট পলিসি গৃহীত হওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত ৩৬টি সরাসরি ফ্রিহোল্ড জমি বরাদ্দের প্রস্তাব এবং ২৭টি লিজ হোল্ড থেকে ফ্রিহোল্ডে রূপান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করেছে।

ICE দপ্তরের অন্তর্গত WBIDC বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এর অষ্টম অধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত করেছে। ২০১৫ সাল থেকে এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সফল শিল্পবান্ধব উদ্যোগসমূহের সঠিক প্রদর্শন ও আলোচনার আদর্শ মঞ্চ।

৪০টি দেশের ৪০০ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে BGBS -এর অষ্টম অধিবেশন ২০২৫ ফেব্রুয়ারি ৫ ও ৬ই অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দেশ হিসাবে ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। BGBS ২০২৫-এ ২৫ জন অ্যাম্বাসাডর এবং হাই কমিশনার এবং পৃথিবী ও ভারতবর্ষ থেকে ৫,০০০ প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। ২০০টিরও বেশি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক MoU এবং LOI স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রাজ্যের পরিকাঠামোগত মানচিত্রে বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ৮৯,৯৩০ স্কোয়ার মিটার এলাকার মধ্যে ৩১,৮৯৪ স্কোয়ার মিটার জায়গায় একটি নির্দিষ্ট এক্সিবিশন ক্ষেত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে কেবলমাত্র কলকাতায় নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতে এটি বৃহত্তম এক্সিবিশন ও কনভেনশন ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণ বড় আকারের প্রদর্শনী এবং বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজ্যের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। এটি বাণিজ্য, ব্যাবসা এবং সাংস্কৃতিক ও পর্যটন আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যের অবস্থান উন্নত করেছে ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, শিল্পসংযোগ বৃদ্ধি এবং পর্যটনের প্রসার ঘটিয়েছে।

টি-টুরিজম অ্যান্ড অ্যালায়েড বিজনেস পলিসি, ২০১৯-এর মাধ্যমে অব্যবহৃত, পতিত জমি ব্যবহারের দ্বারা জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার

এবং কালিম্পং-এ চা বাগানগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে পরিবেশবান্ধব চা পর্যটন ও অন্যান্য ব্যাবসায়িক উদ্যোগের প্রসার ঘটানোর কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৭টি কোম্পানির মাধ্যমে ৩৪টি প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

১৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে। যার মধ্যে দার্জিলিং জেলার ৮টি চা-বাগানের জন্য ১১টি প্রকল্পের দায়িত্ব ৭টি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ২টি চা-বাগানের ২টি প্রকল্পের দায়িত্ব ২টি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কালিম্পং জেলার ১টি চা-বাগানের জন্য ২টি প্রকল্প এবং আলিপুরদুয়ারের জন্য ১টি প্রকল্প আছে।

সামগ্রিকভাবে, এই উদ্যোগ পরিচালনার জন্য আনুমানিক ২,২০৭.৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ আনতে সক্ষম হবে। এর ফলে অঞ্চলের আর্থিক বৃদ্ধি এবং জীবিকা নির্বাহের সুযোগ বাড়বে ও ৭,৬২৮ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে।

সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (CGD) প্রকল্প গৃহস্থালী পরিবারের রান্নার গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে বণ্টন ও সরবরাহ করে। এছাড়াও বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রেও বণ্টন করে। CGD নেটওয়ার্ক PNG (Piped Natural Gas) এবং CNG (Compressed Natural Gas) হিসাবে ভাগ করা হয়। শহরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ম ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড (PNGRB) অধীনস্ত BGCL (Bengal Gas Company Limited), HPCL, IOCL, BPCL এবং IOAGCL রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছে।

BGCL, যা GAIL এবং গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড (GCGSCL)-এর যৌথ উদ্যোগ, প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য CGD প্রকল্প চালু করেছে, যা কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি যেমন, হুগলি, হাওড়া, নদীয়ায় ১,৫২৯ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকায় সরবরাহ করে। BGCL ইতিমধ্যে ৫,৩৩৭ ঘরোয়া ব্যবহার্য PNG সংযোগ চালু করেছে। ৫৭৬ কিলোমিটার MDPE পাইপ লাইনসহ ২৩টি CNG স্টেশন ও ১৭৬ কিমি স্কিল পাইপ লাইনের কাজও হয়েছে। নদীয়ার কল্যাণীতে ঘরোয়া ব্যবহার্য PNG প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মার্চ, ২০২৬ থেকে ৫০০টি বাড়ি PNG-র সুবিধা লাভ করবে। এবং আগামী ৩ বছরে আরও ২০,০০০ পরিবারকে এর মাধ্যমে যুক্ত

করা হবে। এছাড়াও হুগলি জেলার ঝাঁপা মৌজায় বেঙ্গল গ্যাসের প্রথম কোম্পানি-ওউনড-কোম্পানি-অপারেটেড (COCO) মাদার স্টেশন নির্মিত হয়েছে।

৩.৪৬ শিল্প পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ

সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ সরকার অধিগৃহীত সংস্থা এবং যৌথ উদ্যোগগুলি দেখভাল করে। এই বিভাগ শিল্পের উন্নতি, বিলগ্নীকরণ এবং অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যাবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সচেষ্ট।

সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ (PE & IR), রাষ্ট্রায়ত্ত পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (PSUs), সরকারি মালিকাধীন সরকারি উদ্যোগ ও যৌথ উদ্যোগে দুর্বল ও বন্ধ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। এটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন, প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি কাঠামোর অধীনে পুনর্বাসন সহজ করে এবং অব্যবহৃত ও উদ্বৃত্ত শিল্পজমিকে নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়া এই বিভাগ শিল্পের উন্নতি, বিলগ্নীকরণ এবং অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের মাধ্যমে স্থায়ী ব্যাবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সচেষ্ট।

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (SPL) এবং এর অধীনস্থ সংস্থা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড' (WBTBCL) বর্তমানে ভারতের একটি অন্যতম সর্ববৃহৎ মুদ্রণ সংস্থা। এটি একটি ISO 9001 : 2015 প্রত্যয়িত সংস্থা এবং এই সংস্থাটি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক'স অ্যাসোসিয়েশন থেকে সিকিউরিটি প্রিন্টার হিসেবে নিবন্ধীকৃত এবং পূর্ব ভারতে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তাসহ মুদ্রণ, স্কুল পাঠ্যবই মুদ্রণ ও হলোগ্রাম মুদ্রণ ইত্যাদিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই সংস্থা ২০২৫-২৬ সালে আনুমানিক ৭৩৫ রকমের ১৩.৮৬ কোটি স্কুল পাঠ্যবই এবং খাতা মুদ্রণ করে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। বৃহৎ পরিসরে শিক্ষামূলক প্রচারে ৬টি ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের ১,৫৭৩ টিরও বেশি স্থানে বইগুলি বিতরণ করা হয়েছে।

পরিষেবা

৩.৪৭ পর্যটন

পর্যটন বিভাগ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় মানুষের দক্ষতাবৃদ্ধি ও জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত পর্যটন বিভাগ দ্বারা ৫,৪০৯টি হোম-স্টে নিবন্ধীকৃত হয়েছে, এছাড়াও বন বিভাগ দ্বারা ৪০১টি এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের দ্বারা

২,৩৯১টি হোম-স্টে নিবন্ধীকৃত হয়েছে। এই হোম-স্টেগুলির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে ৪৩,২৭২ জনের (২৭,০৪৫ প্রত্যক্ষ, ১৬,২২৭ অপ্রত্যক্ষ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৩০.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত টুরিস্টদের পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে পর্যটন বিভাগ ২৪০ জন টুরিজম সার্ভিস প্রভাইডার্স (TSP) নিয়োগ করেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজম সার্ভিস প্রভাইডার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং স্কিম, ২০২৩-এর আওতায় পর্যটনক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং উন্নতমানের পরিষেবা প্রদানের জন্য পর্যটক সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিস্ট গাইডস্ সার্টিফিকেশন স্কিম, ২০২১, টুরিস্ট গাইডদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি এবং রাজ্যজুড়ে নতুন জীবিকা নির্বাহের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। ২,০৫০ জন আবেদনকারী সফলভাবে তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে, এবং বর্তমানে ১,৮৩২ জন আবেদনকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যটন বিভাগ ২,০০০ এর বেশি প্রশিক্ষিত টুরিস্ট গাইড এবং ৪৫০ এর বেশি মহিলা টুরিস্ট গাইডকে নিয়োগ করেছে।

পর্যটন বিভাগের অধীনে 'আহরণ', দ্য স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, দুর্গাপুর (SIHM) ২০১৮ সালে জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি পর্যটন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত সরকারি হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান। হসপিটালিটি ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সফট্ এবং হার্ড স্কিল প্রদানের দ্বারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের মাধ্যমে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'আহরণ' যা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর প্রদত্ত নাম, কাজ করে চলেছে।

ভারতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'মাইস' (মিটিংস, ইন্সেন্টিভ, কনফারেন্সেস অ্যান্ড এক্সিবিশনস্) পর্যটন দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। হিল স্টেশনগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্ত নির্মল পরিবেশ ও যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নীতকরণ, হাই এন্ড কনফারেন্সেস এবং কর্পোরেট আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনস্থল যেমন— শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং ডুয়ার্স 'মাইস' ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্র হিসাবে বিকাশ লাভ করছে। ২০২৫-২৬-এর ৮৬৭টি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে কলকাতা একটি জনপ্রিয় 'মাইস' হাব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে। দুর্গাপুর এবং আসানসোলের ক্ষেত্রেও এই অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০২৪-২৫-এ ৮টি অনুষ্ঠান এবং ২০২৫-২৬-এ ৫টি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দীঘাও এই ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ITC Ltd., BCCI, ICPB, অ্যাল্পকর্ড নেটওয়ার্ক ট্রাভেল অ্যান্ড কনফারেন্সেস, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যান্ড ইমিউনো হেমাটোলজি (ISBTI), ইন্ডিয়ান এনডোডনটিক সোসাইটি (IES), আইএ মিটিংস, ইন্টারন্যাশনাল নিওন্যাটোলজি অ্যাসোসিয়েশন (INA), এইডস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (ASI)-এর সাথে ৭টি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যের গ্লোবাল ভিসিবিলিটি এবং ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধির মাধ্যমে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রে উচ্চমানের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজনের দ্বারা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ 'মাইস' পর্যটনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে।

২০২৩-এ পর্যটনক্ষেত্রকে 'শিল্পের মর্যাদা' দেওয়া হয়েছে এবং সরলীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট অ্যাপলিকেশন অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। আগামী পরবর্তী দু'বছরে ৪২টি প্রিমিয়াম স্টার ক্যাটাগরি হোটেল চালু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেমন— অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলস, জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে প্রচার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দীঘার জগন্নাথ ধামের প্রচার, রেড রোড কার্নিভাল এবং গঙ্গাসাগর মেলার প্রচারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে তুলে ধরেছে।

পর্যটন দপ্তর প্রখ্যাত WBTDCL স্থান (মঙ্গলধারা টুরিজম প্রপার্টি, মুরুগামা টুরিজম প্রপার্টি, মূর্তি টুরিজম প্রপার্টি, ভোরের আলো টুরিজম প্রপার্টি, বিষ্ণুপুর টুরিজম প্রপার্টি) এবং কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভাল প্রদর্শনের জন্য ৬টি অকুলাস (Oculus)VR ডিভাইসেস ও ৬টি হাই কোয়ালিটি 3D ভিডিও রেকর্ডিং চালু করেছে।

২০১১ সাল থেকে পর্যটন বিভাগ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের সহযোগিতায় প্রতিবছর কলকাতা পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে ডিসেম্বর মাসে কলকাতা খ্রিস্টমাস ফেস্টিভাল এবং বিষ্ণুপুর ক্লাসিক্যাল মিউজিক্যাল ফেস্টিভাল-এর ব্যবস্থা করে।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন-এর প্রচারে এই দপ্তর সারাবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যেমন — ৫ অক্টোবর, ২০২৫-এ কলকাতার রেড রোডে 'দুর্গাপূজা কার্নিভাল', বিভিন্ন জেলার 'বাংলা মোদের গর্ব', কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা এবং দিল্লীহাটে বেঙ্গল প্রি-পূজা হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী।

পর্যটন দপ্তর ৪০০টিরও বেশি ধর্মীয় আকর্ষণীয় স্থানগুলিতে ১০০টির ও বেশি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট উপস্থাপন করেছে। এই সার্কিটগুলি অনন্য সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে যেগুলি হল — স্বর্গভূমি সার্কিট (দার্জিলিং হিমালয়ান তরাই অঞ্চল), রাজভূমি সার্কিট (নর্থবেঙ্গল প্লেইন), মহাভূমি সার্কিট (রাঢ় অঞ্চল), রঙ্গভূমি সার্কিট (ওয়েস্টার্ন প্ল্যাটুউ অ্যান্ড হাইল্যান্ডস), মাতৃভূমি সার্কিট (গ্যাঙ্গেটিক ডেল্টা) এবং সৈকতভূমি সার্কিট (কোস্টাল প্লেইন)।

২০২৫ সালে পর্যটনকে আরও উৎসাহিত করার জন্য দীঘার নতুন উদ্বোধিত জগন্নাথ মন্দিরকে এই সার্কিটগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সুগম প্রবেশ ব্যবস্থা, পথপার্শ্বের সুযোগ সুবিধাগুলো পর্যটন বিভাগের হস্তক্ষেপে বাস্তবায়িত করা গেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTDCL) এর উদ্যোগে ২০২৫-এ 'বাউল বিতান' চালু করেছে। এছাড়া বাউল একাডেমি, মর্গান হাউস, তাশিডিং, কার্শিয়াং-এর মতো অন্যান্য সম্পত্তিগুলির সংস্কার ও নতুন করে চালু করা হয়েছে।

WBTDCL রাজ্যব্যাপী, ঝাড়গ্রাম প্যাকেজ টুর, সুন্দরবন প্যাকেজ টুর, হুগলি সফর প্যাকেজ টুর, কলকাতা কানেক্ট ডবল ডেকার বাস ও গঙ্গাসাগর প্যাকেজ টুর, এছাড়া 'পুজো পরিক্রমা ২০২৫'-র অধীনে ৩টি বিশেষ প্যাকেজসহ প্রায় ২০০টি পর্যটন প্যাকেজ চালু করেছে। বীরভূমের শান্তিনিকেতন ও টেম্পল টাউন বিষ্ণুপুরে শীঘ্রই দুটি নতুন প্যাকেজ চালু করা হবে।

ইন্ডিয়া টুরিজম ডেটা কম্পেনডিয়াম ২০২৫ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ফরেন টুরিস্ট আগমনে দ্বিতীয় ও ডোমেস্টিক টুরিস্ট আগমনে সপ্তম স্থান অধিকার করে। ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ডোমেস্টিক টুরিস্ট অ্যারাইভ্যাল ৮.৮ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮.৪৪ কোটি এবং ফরেন টুরিস্ট অ্যারাইভাল ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩১ লক্ষ হয়েছে। রাজ্যে ২০২২-২৪ থেকে মোট টুরিস্ট আগমনের গড় বার্ষিক হার ৪৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পশ্চিমবঙ্গকে সবচেয়ে পছন্দের পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। ২০২৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে ২৪.২৪ কোটি পর্যটক রাজ্য পরিদর্শন করেছে যার মধ্যে ডোমেস্টিক টুরিস্ট পর্যটকের সংখ্যা হল ২৩.৯৪ কোটি এবং ফরেন টুরিস্ট পর্যটকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ।

৩.৪৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন দপ্তর (IT&E) গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে যাতে পূর্ব ভারতে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিকেন্দ্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের উত্থান হয়েছে। ৬৭৭ শতাংশ বিস্ময়কর বৃদ্ধিতে রাজ্যের IT Sector ৩৫,০০০ কোটি টাকার রপ্তানি করেছে যা ২০১০-১১ সালে ছিল ৮,৩৩৫ কোটি টাকা। রাজ্যজুড়ে সঠিক বিনিয়োগ এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামো তৈরির দ্বারা এই সাফল্য অর্জন করা গেছে।

২৫০ একর জমির উপর বিস্তৃত 'দি বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি আই টি হাব' টেকনোলজি কোম্পানিগুলি মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে কর্মপ্রসার ঘটিয়েছে, এবং আশা করা যায় এ আই (AI) ও নেক্সট জেনারেশন ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে ৩০,০০০ কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগে ৭৫,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। হাব (Hub) টি এখন এস টি টেলিমিডিয়া ৬ মেগাওয়াট (MW) ও Ctrls ডেটা কেন্দ্র (16 MW) আছে যা ৬০ (MW) পর্যন্ত পরিবর্ধন করা সম্ভব।

এছাড়া রাজ্য সরকার শিলিগুড়িতে AI সুবিধাসহ বিশ্বের অত্যাধুনিক শক্তিশালী ডেটা সেন্টার স্থাপন করেছে যা সরকারি বিভাগের প্রথম শ্রেণির একটি অগ্রগামী উদ্যোগ। এই ব্যবস্থা অ্যাডভান্সড আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স/মেশিন লার্নিং (AI/ML) গবেষণা সক্রিয় করতে এবং স্টার্টআপ, একাডেমিয়া এবং শিল্পের মধ্যে সমন্বয়ের সাহায্যে প্রযুক্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করবে। পাশাপাশি,পশ্চিমবঙ্গকে অগ্রণী উদীয়মান প্রযুক্তি হিসাবে নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিভাগে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ব্যবহারের উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন একটি মূল লক্ষ্য, রাজ্যব্যাপী ৩২টি আই.টি. পার্ক ও বিল্ডিং চালু হয়েছে যাতে টেকনোলজি কোম্পানিগুলিতে আধুনিক পরিষেবা দেওয়া যায়। বর্তমানে রাজ্যে আই.টি./আই.টি.ই.এস. সেক্টরে ৯,৩৭,০০০ স্কোয়ার ফুট ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামো প্রদান করে ১১,৭২৪ তথ্য ও প্রযুক্তি কর্মীর জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আই.আই.আই.টি. (IIIT) কল্যাণী সম্পূর্ণরূপে চালু হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে প্রস্তুত। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটি আমাদের একটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই সরকারের প্রচেষ্টায় ডিজিটাল মোবিলিটি সলিউশন এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। পাইলট ফেজে দুর্গাপুর এবং আসানসোলে সাফল্যের সাথে অ্যাম্বুলেন্স বুকিং করা সহ 'যাত্রী সাথী' প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন বাস বুকিং ও অ্যাম্বুলেন্স বুকিং পরিষেবার ক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩৫,০০০ নতুন চালক নথিভুক্ত হয়েছে এবং শুরু থেকে নথিভুক্ত মোট ড্রাইভারের সংখ্যা হল ১.৪০ লক্ষ। এই প্রচেষ্টার ফলে নাগরিকদের ক্ষেত্রে 'লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি'-র সুবিধা উন্নত হয়েছে এবং জীবিকা অর্জনের সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মিনিস্ট্রি অফ হাউসিং অ্যান্ড আরবান অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্বারা আয়োজিত ১৮তম 'আরবান মোবিলিটি ইন্ডিয়া কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সপো ২০২৫'-এ 'যাত্রী সাথী' বেস্ট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের জন্য 'রানিং ট্রফি ফর দ্য স্টেট/ইউ.টি. ক্যাটেগরি'তে আরবান ট্রান্সপোর্ট বিভাগে অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স লাভ করেছে।

নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য ই-গভর্নেন্স পরিষেবা সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২,০০০ এর অধিক সরকারি অফিসে ১৫৫ Mbps স্পিড কানেক্টিভিটি সরবরাহের মাধ্যমে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WBSWAN) দ্বারা রাজ্যে ডিজিটাল ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সংযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০২৫ থেকে চালু ফাইবার টু দ্য হোম (FTTH) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সরকারি অফিসে মোট ২,৯৩৯ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল গভর্নেন্সের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ইনফরমেশন সিকিউরিটির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডিজিটাল পার্সোনাল ডাটা প্রোটেকশন (DPDP) -এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা সুনিশ্চিত করে বর্তমানে সাইবার অ্যাটাক বৃদ্ধি রোধের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল নেক্সট জেনারেশন সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (WBNGCSOC), সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার ফলে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা এবং স্থিতিস্থাপকতা তৈরি হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন দপ্তর ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়ন ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সচেষ্ট এবং উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্লকচেন, ডাটা অ্যানালিটিক্স এবং অন্যান্য টেকনোলজির ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ইনোভেটিভ বেঙ্গল টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট (IBTD) হাব সংযোগসাধক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এই দপ্তর আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়িতে অবস্থিত ৫০,০০০ বর্গ ফুটের IT পার্কে Phase-IV কাজের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিদ্যুৎ খরচ কমাতে ও গ্রিন এনার্জি গ্রহণে দপ্তর ৩২টি পার্কে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে।

রাজ্যের মূল ডিজিটাল পরিকাঠামো বাড়াতে, ৮.৭৭ কোটি টাকা বিনিয়োগে কলকাতার মণিভাণ্ডার বিল্ডিং-এ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডেটা সেন্টার স্থাপনের জন্য ১০ জিবিপি এসের দুটি হাই স্পিড ইন্টারনেট লিজ লাইন এর ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া, রাজ্য হাই-পারফরমেন্স ডেটা সেন্টার বৃদ্ধিতে তৎসহ পুরুলিয়ায় একটি ডিজাস্টার রিকভারি সাইট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার আনুমানিক খরচ ২২.১৯ কোটি টাকা।

৩.৪৯ উপভোক্তা বিষয়ক

সচেতনতামূলক প্রচার, ক্রেতাসুরক্ষা আন্দোলনের প্রচার এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ পরিচালন ব্যবস্থাদির মাধ্যমে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ক্রেতাদের অধিকার সুরক্ষিত করার স্বার্থে কাজ করে চলেছে। এটি লিগাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট ২০০৯ লাগু করেছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাক্ট-এর আওতায় সরকারি পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করেছে।

২০২৫-এর ৯ আগস্ট ডিরেক্টরেট অফ কনজিউমার্স অ্যাফেয়ার্স এবং ফেয়ার প্র্যাকটিসেস আদিবাসী জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দি ওয়ার্ল্ড ইনডিজেনাস পিপল (বিশ্ব আদিবাসী দিবস) পালন করে।

৮টি FM চ্যানেল, ২৬টি ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনে ১২টি গ্রিন লাইন মেট্রো স্টেশনে পাবলিক ডিসপ্লে সিস্টেমের দ্বারা ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা প্রচার করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে সচেতনমূলক অনুষ্ঠান ৬টি আঞ্চলিক চ্যানেলে 'কেনাকাটার আগে পরে' সম্প্রচার করা হচ্ছে। কনজিউমারস প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১৯ অনুসারে, সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলা, উর্দু, নেপালি এবং ইংরেজি ভাষায় দেওয়াল লিখন ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

বি আই এস কেয়ার অ্যাপ এবং ক্যামপেইনস ও সেমিনার অন ব্যাঙ্কিং ফ্রড, সাইবার সিকিউরিটি এবং WBRERA-এর দ্বারা যৌথ সচেতনতা প্রচার গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫-এর ২ আগস্ট থেকে ৩ নভেম্বর ৩০টি আঞ্চলিক অফিস ও ৩টি মহকুমা অফিস

৯,০২৯টি 'সচেতনতা ক্যাম্প'-র আয়োজন করেছে ও 'আমাদের পাড়ায় আমাদের সমাধান ক্যাম্প'-এ অংশগ্রহণ করেছে।

এপ্রিল ২০২৫ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১০৮টি নতুন কনজিউমার ক্লাব যার মধ্যে ৬৯টি কলেজে এবং ৩৯টি স্কুল ও মাদ্রাসায় তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৩৫৬ টি কনজিউমার ক্লাব রয়েছে।

চাঁচল মহকুমা অফিস ও কালিম্পং আর.ও. অফিস সম্পূর্ণ হওয়ার পর বসিরহাট ও ডায়মন্ড হারবারে ২টি মহকুমা অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে সমন্বিত অফিস বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

ডিরেক্টর অফ লিগ্যাল মেট্রোলজি ৪,৪৭,০২৯ জন ব্যবসায়ী ও ৩,৩৯৩টি বাজার থেকে ১৬.৮১ কোটি টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় করেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে ২,১০০টি MR Shops - এর ওজন যন্ত্রের পরীক্ষাকার্য শেষ করেছে।

ডিজিটাইজিং অনুমোদনের সাহায্যে ব্যাবসা সরলীকরণ করা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকার ও ফিল্ড ভেরিফিকেশন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি পাবলিক ড্যাশবোর্ড চালু করা হয়েছে। অনুমোদন ও নিশ্চিতকরণের স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দায়িত্বশীলতার জন্য E-Parimap পোর্টাল সক্রিয় রয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনজিউমার ডিসপুটস রিড্রেসাল কমিশন (WBSCDRC) ৫টি বেঞ্চে কলকাতায় ৩টি এবং শিলিগুড়ি ও আসানসোলে ২টি সার্কিট বেঞ্চ কাজ করে চলেছে। ২৩টি জেলায় ২৬টি ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপুটস রিড্রেসাল কমিশনস (DCDRCS) আছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত হাইব্রিড মোডের ভার্চুয়াল শুনানিতে WBSCDRC সেকেন্ড বেঞ্চে ২৬৫ কেসের শুনানির মাধ্যমে মীমাংসা করা গেছে।

রাজ্য কমিশনসহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কনজিউমার কমিশনের ৪,৬২১টি কেসের মধ্যে ৩,০৯১টি কেস ০১.০৪.২৫ থেকে ৩০.১১.২০২৫-এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। লোক আদালতের মাধ্যমে ৬৪টি কেসের নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত জনগণের হয়রানি কমাতে e-jagriti portal-এর মাধ্যমে ৫,০৫৫টি কেস দায়ের (filed) করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ২০১৩-এর আওতায় ২৯টি দপ্তর ৩৫০টি পরিষেবা নথিভুক্ত করেছে। কমিশন দ্বারা গৃহীত ৩২টি অভিযোগের নিষ্পত্তি ঘটানো হয়েছে।

৪

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এখন আমি আগামী অর্থবর্ষের জন্য রাজ্যের বেশ কয়েকটি প্রকল্প ও প্রস্তাব পেশ করছি :—

১। আমাদের রাজ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষকে প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙন থেকে রক্ষা করার জন্য ভাঙন রোধে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যাটির একটি চিরস্থায়ী সমাধান আশু প্রয়োজন। এজন্য, সরকার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে একটি সার্বিক পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে চলেছে।

২। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ৬টি 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকনমিক করিডর' তৈরি করার কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের পরিকাঠামো গঠনে যৌথ অংশগ্রহণ করার জন্য নামী আর্থিক সংস্থা প্রস্তাব দিয়েছে। এই পরিকাঠামো দ্রুত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সংস্থাগুলি বিনিয়োগ করবে এবং রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৩। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আরও কর্মসংস্থানের প্রয়াসে জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি করে মোট পাঁচটি নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪। এছাড়াও, রাজ্যে সরকারি জমিতে যৌথ উদ্যোগে একটি উচ্চমানের 'গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার' গড়ে তোলা হবে।

৫। রাজ্যে খেলাধুলার উন্নতির জন্য হাওড়ার ডুমুরজলাতে ইতিমধ্যে একটি 'স্পোর্টস সিটি' তৈরি করা হচ্ছে। এবার কলকাতার উপকণ্ঠে বারুইপুরে যেখানে ইতিমধ্যে

টেলি অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে এই অ্যাকাডেমিকে কেন্দ্র করে একটি 'সংস্কৃতি শহর' বা 'কালচারাল সিটি' গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৬। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের রাজ্যের অনেকগুলি শহরকে আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য সরকার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এর ফলে শহরগুলি ব্যাবসা, পরিবেশ ও কর্মসংস্থান-বান্ধব হবে এবং সেখানে আধুনিক জীবনের সুযোগসুবিধা থাকবে, যেখানে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটি বড়ো ভূমিকা থাকবে। বর্তমানে হাওড়া, ডায়মন্ড হারবার, বর্ধমান, দুর্গাপুর, বোলপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসাত, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, মালদা, কল্যাণী, শ্রীরামপুর, অণ্ডাল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দীঘা, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নিউটাউনের এন.কে.ডি.এ এলাকা, গঙ্গারামপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং শহরের জন্য এই আধুনিকীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। অধিবাসীদের অসুবিধা না ঘটিয়ে কীভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব তা খতিয়ে দেখতে সরকার একটি কমিটি গঠন করবে। এই কমিটি ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সার্ভের কাজ শেষ করে রিপোর্ট প্রদান করবে।

৭। রাজ্যের হিমঘরগুলিতে বর্তমানে ৫.৯৫ মিলিয়ন টন কোল্ড স্টোরেজ ক্ষমতা আছে এবং পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে দেশের মধ্যে প্রথম। মরশুমের সময় উৎপন্ন বাড়তি ফসল ও ফল সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সরকার যৌথ উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে প্রয়োজনীয় এলাকায় আরও ৫০টি নতুন কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করবে।

৮। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিকদের স্বার্থে, কাঁচা চা পাতা উৎপাদনের উপর কৃষি আয়কর (এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স) ছাড়ের সময়সীমা আগামী অর্থবর্ষের জন্য অর্থাৎ ৩১/০৩/২০২৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হল এবং একই সঙ্গে চা উৎপাদনের উপর লাগু সেস-এর ছাড়ও আর এক বছর বাড়িয়ে ৩১/০৩/২০২৭ পর্যন্ত করা হল।

৯। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, এপ্রিল ২০২৬ থেকে 'আশা' (ASHA) কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হল। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, সরকারের অধীনে অন্য মহিলা কর্মীরা যেমন পেয়ে থাকেন, এখন থেকে আশা কর্মীদের জন্যও ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হবে।

এছাড়া, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁদের নিকট পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

এজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

১০। আই সি ডি এস (ICDS) কর্মীরা এই রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শৈশবকালীন যত্ন, শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত পরিষেবা দিয়ে থাকেন। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের মাসিক সাম্মানিক এপ্রিল ২০২৬ থেকে আরও ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হল। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে, আই সি ডি এস কর্মীদের নিকট পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

এজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ২৫০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

১১। রাজ্যে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্যারা-টিচার, শিক্ষাবন্ধু, সহায়ক/সহায়িকা, সম্প্রসারক, মুখ্য সম্প্রসারক-সহ স্পেশাল এডুকেটর ও ম্যানেজমেন্ট স্টাফ প্রত্যেকের জন্য মাসিক সাম্মানিক এপ্রিল ২০২৬ থেকে আরও ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হল। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে এই সকল কর্মীদের নিকট পরিবারও এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পাবেন।

এজন্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি ১১০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২। রাজ্যে বর্তমানে ১ লক্ষ ২৫ হাজারেরও বেশি সিভিক-ভলান্টিয়ার, ভিলেজ-পুলিশ ও গ্রিন-পুলিশ কর্মী, পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন। তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দিতে আমি আনন্দের সঙ্গে এই সকল কর্মীদের

মাসিক পারিশ্রমিক আগামী এপ্রিল ২০২৬ থেকে আরও ১,০০০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব রাখছি।

বর্তমানে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে এই কর্মীদের নিকট পরিবার ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পান। এঁদের ক্ষেত্রেও এই সাহায্যের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হল।

এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে আমি ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

১৩। আমাদের সরকার অনলাইনে কেনা জিনিসের সরবরাহকে কেন্দ্র করে দ্রুত গড়ে ওঠা নতুন 'গিগ-অর্থনীতি-র' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। আমাদের রাজ্যে এই অর্থনীতির সঙ্গে এক বিশালসংখ্যক কর্মী যুক্ত। এই সমস্ত গিগ-কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সকল গিগ-কর্মীদের সরকারের চালু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় (যেমন স্বাস্থ্যসাথী) আনা হবে।

১৪। আপনারা অবগত আছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যের জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য কাজ নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করেছে, যেটি এখন জাতির জনকের নামে 'মহাত্মাশ্রী' হিসাবে নামাঙ্কিত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক জব কার্ড হোল্ডারের জন্য বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চার করতে আমি আগামী অর্থবর্ষে ২,০০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব পেশ করছি।

১৫। ক্ষেতমজুর ভাই-বোনেদের জীবিকা, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই সকল ক্ষেতমজুরদের জন্য ২,০০০ টাকার দুটি কিস্তিতে বার্ষিক মোট ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা আর্থিক অনুদানের প্রস্তাব রাখছি। এই অনুদানের একটি কিস্তি রবি চাষের সময় ও অন্যটি খরিফ চাষের সময়ে দেওয়া হবে। যে সকল ক্ষেতমজুরের নিজস্ব কৃষিজমি না থাকায় 'কৃষকবন্ধু' (নতুন) প্রকল্পের সুবিধা পান না

বা যাঁরা ভাগচাষি হিসাবে নথিবদ্ধ নন, সেই সকল যোগ্য ক্ষেতমজুরেরা এর আওতায় আসবেন। এঁদের একটি তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেস) তৈরি করা হবে।

১৬। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের চাষের খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে এখন তাঁদের সরকারি টিউবওয়েল বা নদী-সেচ ব্যবস্থা (RLI) ব্যবহারে যে ফি বা চার্জ দিতে হয়, তা সম্পূর্ণ মকুব করা হল।

১৭। আমাদের সরকার সর্বদাই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের চাহিদার বিষয়ে সম্পূর্ণ সংবেদনশীল। এঁরা সরকারি নীতি ও প্রকল্প রূপায়ণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজ্যের ষষ্ঠ পে কমিশনের সুপারিশের কার্যকাল ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে-কমিশন গঠনের ঘোষণা করছি। কমিশন রাজ্যের সকল সরকারি কর্মচারীদের আগামী দিনের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিষয়ে সুপারিশ করবে।

১৮। পেনশন প্রাপকদের, রাজ্যের হেলথ স্কিমে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ লাঘব করার উদ্দেশ্যে আমি ২ লক্ষ টাকার বর্তমান ক্যাশলেস সুবিধার সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব করছি। সরকারি প্যানেলভুক্ত হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় তাঁদের চিকিৎসা খরচ ২ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে, পরবর্তী বাড়তি খরচের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশলেস করা হবে। এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

১৯। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রাজ্যের সরকারি, আধা-সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীবৃন্দ এবং পেনশন প্রাপকদের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতে রাজ্য সরকার আগামী ১লা এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৪ (চার) শতাংশ হারে আরও এক কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০। রাজ্যের ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি মাধ্যমিক (বা সমতুল্য) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিত যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের পথে সাহায্য করার জন্য সরকার ‘বাংলার যুব-সাথী’

নামে নতুন প্রকল্প চালু করছে। যাঁরা শিক্ষা সংক্রান্ত বা স্কলারশিপ ছাড়া রাজ্য সরকারের অন্য কোনো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না তাঁদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত, সর্বাধিক ৫ বছর অবধি, মাসে ১,৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০২৬ থেকে এই প্রকল্প চালু হবে।

এর জন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১। আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তাপ্রসূত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পটি বাংলার মা-বোনেদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইতিমধ্যে, রাজ্যের দু-কোটি একুশ লক্ষ মা-বোনেরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। আবেদনের ভিত্তিতে আরও ২০ লক্ষ ৬২ হাজার মা-বোনকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখন রাজ্যের প্রায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ মা-বোনেদের হাত আরও একটু শক্ত করতে, আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সকলের জন্য, মাসিক আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে আরও ৫০০ টাকা বাড়ানো হল।

এইজন্য আমি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ১৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মা, মাটি, মানুষের আশীর্বাদ পাথেয় করে পথ চলা শুরু করে গত ১৫ বছর ধরে এই জনমুখী সরকার ধারাবাহিকভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে সকল রাজ্যবাসীর জীবনের ক্রমাগত উন্নয়ন এবং জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে চলেছে।

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবগত আছেন, রাজ্য সরকারের ন্যায্য পাওনা টাকা আটকে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ এবং অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ সত্ত্বেও এই সরকার নারী এবং অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু মানুষের উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামো, দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অননুকরণীয় উন্নতি, স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক উৎকর্ষতায় নতুন যুগের সুচনা করেছে।

জনমুখী এবং অংশগ্রহণমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষেত্র, সমস্ত এলাকা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নপূরণে আমাদের সরকার অঙ্গীকার বদ্ধ।

স্যার,

আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য ৪,০৬,০৮৪.১৭ কোটি টাকা (নিট) বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার,

সমস্ত বাধা দূর করে মনুষ্যত্বের জয়ের কান্ডারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আশার আলোকবর্তিকা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁরই রচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ঃ

শতাব্দী পেরিয়ে যায়
চলে যায় পুরাতন শতাব্দী
নূতন দিগন্ত উঁকি মারে
চলে আবার শুরু থেকে শেষ অবধি।

হংস বলাকা উড়ে যায়
দূরে কালের মরীচিকায়
ভয় কী? সময় চলে যায়?
শতাব্দী আসে নূতন আশায়।

এসো না নূতন, নূতন সাজে
উধাও হয়ো না আকাশমাঝে
উতলা উত্তরীয় উড়িয়ে দাও
নবদিগন্তে আলো দেখাও।।

আর্থিক বিবরণী, ২০২৬-২০২৭

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২৬-২০২৭

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত ২০২৪-২০২৫	বাজেট ২০২৫-২০২৬	সংশোধিত ২০২৫-২০২৬	বাজেট ২০২৬-২০২৭
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	২.৬৩	২.৮৮	(-)২৮.১২	(-)৫৮.৭০
২।	রাজস্ব আদায়	২,১৩,৬৯৯.৫৬	২,৬৬,০৬০.৪২	২,৪৪,৮৬৬.৯০	২,৮৭,৭৯১.৭৩
৩।	মূলধনখাতে আদায়	৯০,৬৫৪.৮২	১,১০,৭৭১.৭৩	১,০৩,৮৪৩.৯৬	১,০৫,৩৮৭.৯৬
৪।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ শোধ বাবদ	১২৭.৮৯	২,২২৩.৬৩	২৫৬.২২	১,২৬২.৫৫
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	১৩,৯৪,৪১৬.৭২	১২,৯৪,২২২.৫৪	১৩,২৬,৬৪৪.১৫	১৩,৬৪,৫১০.৬০
	মোট	**১৬,৯৮,৯০১.৬২**	**১৬,৭৩,২৮১.২০**	**১৬,৭৫,৫৮৩.১১**	**১৭,৫৮,৮৯৪.১৪**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	২,৫৩,৪২৬.৯৯	৩,০১,৩৭৫.৩৭	২,৮৬,০৩০.৯৫	৩,০৯,৫৫১.০৭
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	২১,৬২১.৪৪	৩৯,৩৩৭.৭৫	২৬,৪৩৮.৫৪	৪১,৩১৫.৪১
৮।	সরকারি ঋণ	৩১,৪৬৪.৬৬	৪৭,৭৩২.০৮	৪৩,৭৯৫.১০	৫৪,৬০৬.৫৩
৯।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ প্রদান বাবদ	৭০৩.২৫	৭৪৮.৮৯	৪২৭.৬০	৬১১.১৬
১০।	আপন্ন তহবিলে স্থানান্তর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	১৩,৯১,৭১৩.৪০	১২,৮৪,০৮৭.২৩	১৩,১৮,৯৪৯.৬২	১৩,৫২,৮৭২.৬৭
১২।	সমাপ্তি তহবিল	(-)২৮.১২	(-)০.১২	(-)৫৮.৭০	(-)৬২.৭০
	মোট	**১৬,৯৮,৯০১.৬২**	**১৬,৭৩,২৮১.২০**	**১৬,৭৫,৫৮৩.১১**	**১৭,৫৮,৮৯৪.১৪**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত ২০২৪-২০২৫	বাজেট ২০২৫-২০২৬	সংশোধিত ২০২৫-২০২৬	বাজেট ২০২৬-২০২৭
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)৩৯,৭২৭.৪৪	(-)৩৫,৩১৪.৯৫	(-)৪১,১৬৪.০৫	(-)২১,৭৫৯.৩৪
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	৩৯,৬৯৬.৬৭	৩৫,৩১১.৯৫	৪১,১৩৩.৪৭	২১,৭৫৫.৩৪
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)৩০.৭৭	(-)৩.০০	(-)৩০.৫৮	(-)৪.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)২৮.১২	(-)০.১২	(-)৫৮.৭০	(-)৬২.৭০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	. . .	. . .	. . .	. . .
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	. . .	. . .	. . .	. . .
(চ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	. . .	. . .	. . .	. . .
(ছ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)৩৯,৭২৭.৪৪	(-)৩৫,৩১৪.৯৫	(-)৪১,১৬৪.০৫	(-)২১,৭৫৯.৩৪
(জ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)২৮.১২	(-)০.১২	(-)৫৮.৭০	(-)৬২.৭০